খন্ড ৬, সংখ্যা ১৬

ফেব্রুয়ারি ১৬-২৮, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

কেন্দ্রীয়

বাজেট

২০২৬-২৭

বিকশিত ভারতের দিকে একটা নির্ণায়ক পদক্ষেপ

সংস্কার এক্সপ্রেসের ওপর চড়ে ভারত ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে নতুন শক্তি এবং গতির এক শক্তিশালী উৎসাহ পেয়েছে

For e-copy

জনগণের অংশগ্রহণ এবং সমষ্টিগত মনোভাবঃ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি

আজমগড়, অনন্তপুর অথবা দেশের অন্য যেকোন জায়গায় নাগরিকরা একত্রিত হচ্ছেন এবং কর্তব্যবোধের সঙ্গে বৃহৎ সংকল্প পূরণ করছেন। জনগণের অংশগ্রহণ এবং সমষ্টিগত মনোভাব দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। ২০২৬ সালে তাঁর প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গণতন্ত্রের ভোটদানের গুরুত্ব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বাজরা , ভারতের উৎসব সংস্কৃতি এবং স্টার্টআপস সহ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে মূল অংশগুলি দেওয়া হল···

- **তরুণদের ভোটার হওয়া উচিতঃ** আমি আমার তরুণ বন্ধুদের ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটার হিসেবে নিজেদের নথিভুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি। এটা প্রতিটি নাগরিকের কাছ থেকে সংবিধান যে কর্তব্যবোধ আশা করে তা পূরণ করবে এবং ভারতের গণতন্ত্রকেও শক্তিশালী করবে।

- **স্টার্টআপসঃ** ভারত আজ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে পরিণত হয়েছে। এই স্টার্টআপগুলি চলতি ধারার বাইরে; সেগুলি এমন ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করছে যা ১০ বছর আগেও কল্পনা করা যেত না।

- **ভারতীয় পণ্যগুলি উঁচুমানের হওয়া উচিতঃ** আমাদের মন্ত্র হওয়া উচিৎ গুণমান, গুণমান এবং শুধুই গুণমান। গতকালের চেয়ে আজ উন্নত মানের। আসুন আমরা আমাদের তৈরি সবকিছুর মান উন্নত করার সংকল্প করি। তা সে আমাদের টেক্সটাইল, প্রযুক্তি, এমনকি ইলেকট্রনিক্স··· এমনকি প্যাকেজিং, একটা ভারতীয় পণ্যের অর্থ 'উচ্চ মানের' হওয়া উচিৎ।

- **জনগণের অংশগ্রহণঃ** আজমগড়ে, মানুষ তমসা নদীকে নতুন জীবন দিয়েছে, এবং অনন্তপুরে, জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ১০টি জলাধার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কর্তব্যবোধের সঙ্গে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বড় সংকল্প পূরণ করতে দেখে আনন্দিত। জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং সম্মিলিত পদক্ষেপের এই চেতনা আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি।

- **যৌবন এবং ভক্তিঃ** শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভজন এবং কীর্তন আমাদের সংস্কৃতির প্রাণ। আমরা মন্দিরে এই ভক্তিমূলক গান শুনে আসছি। প্রতিটি প্রজন্ম তাদের নিজেদের মত করে ভক্তি অনুভব করেছে। আজকের প্রজন্মও অসাধারণ কিছু অর্জন করছে। আজকের তরুণরা তাদের অভিজ্ঞতা এবং জীবনধারায় ভক্তির চেতনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

- **পরিবারের বছরঃ** ভারতের পরিবার ব্যবস্থা আমাদের ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বের বহু দেশে এটা খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখা হয়। অনেক দেশ এই পরিবার ব্যবস্থাকে খুব সম্মানের সঙ্গে পালন করে। সংযুক্ত আমিরশাহি-এর রাষ্ট্রপতি মহামান্য শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান আমাকে বলেছিলেন যে সংযুক্ত আমিরশাহির ২০২৬ সালকে পরিবারের বছর হিসেবে উদযাপন করছে।

- **এক পেড় মা কে নামঃ** দেশ জুড়ে এক পেড় মা কে নাম অভিযান পালিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই অভিযানে যোগ দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত দেশে ২০০ কোটিরও বেশি গাছ লাগানো হয়েছে। এটা দেখায় যে এখন মানুষ পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে আরও সচেতন।

- **শ্রী অন্ন (মিলেটস):** আমি আনন্দিত যে দেশের মানুষের শ্রী আন্নার প্রতি ভালোবাসা ক্রমেই বাড়ছে। যদিও আমরা ২০২৩ সালকে মিলেট বছর হিসেবে ঘোষণা করেছিলাম, তবুও আজ, তিন বছর পরেও দেশ এবং বিশ্বে এর প্রতি আগ্রহ ও অঙ্গীকার খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

- **AI এর বিশ্বঃ** ফেব্রুয়ারিতে, ভারতে AI ইমপ্যাক্ট সামিট অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে প্রযুক্তি ক্ষেত্র থেকে আসা ব্যক্তিরা এই শীর্ষ সম্মেলনে ভারতে আসবেন। এই সম্মেলনে AI এর বিশ্বে ভারতের অগ্রগতি এবং অর্জনগুলিও প্রদর্শিত হবে।

"মন কি বাত" পর্বটি সম্পূর্ণ শুনতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খন্ড৬, সংখ্যা ১৬। ফেব্রুয়ারি ১৬-২৮, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহা নির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধুরি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুল চাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্তা
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

‘নিউ ইন্ডিয়া সমাচার’-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

গত ১১ বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার এক উন্নত ভারত গড়ার সংকল্প বাস্তবায়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এখন, ২০২৬-২৭ সালের বাজেট এক উন্নত ভারত অর্জনের জন্য নির্ণায়ক সংকল্পের প্রতীক হয়ে উঠছে। অমৃত কালের পথে, সাধারণ বাজেটও এক আত্মনির্ভর ভারতের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে, যা উন্নয়ন, আস্থা এবং ভবিষ্যতের সঙ্গমকে মূর্ত করে তোলে··· | ১৬-৩৬

9th Edition Pariksha Pe Charcha 2026

ছাত্রদের সঙ্গে সংলাপ, মানসিক চাপের সমাধান দেশে ইতিবাচক শক্তি ছড়িয়ে দেওয়া এবং মানবতার সেবা করা অখ্যাত বীরেরাও এখন পদ্ম পুরস্কার পাচ্ছেন··· | ৮-১১

পদ্ম পুরস্কার ২০২৬

জনগণের প্রকৃত চেতনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পদ্মের এক নতুন ঐতিহ্য
নিঃস্বার্থ কর্মযোগীদের জন্য পদ্ম পুরস্কার
দেশে ইতিবাচক শক্তি ছড়িয়ে দেওয়া এবং মানবতার সেবা করা অখ্যাত বীরেরাও এখন পদ্ম পুরস্কার পাচ্ছেন··· । ৩৭-৩৯

সংবাদ সংক্ষেপে | ৪-৫

ব্যক্তিত্ব – বুধু ভগত
লারকা বিদ্রোহের মহান নায়ক | ৬

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত
অটল পেনশন যোজনা ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে | ৭

রাষ্ট্রপতির ভাষণ
সুশাসন জোরদার করার জন্য সম্মিলিত অঙ্গীকার | ১২-১৫

কেরালা থেকে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উৎসাহ
প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল উদ্যোগ চালু করা হয়েছে | ৪০-৪১

পরবর্তী প্রজন্মকে সাধুসন্তের পরম্পরা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা
‘শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজ জি বিমানবন্দরের নামকরণ | ৪২-৪৩

উইংস ইন্ডিয়া ২০২৬
ভারতে বিমান ভ্রমণ এখন সকলের জন্য | ৪৪-৪৫

১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস
গণতন্ত্রের বিশ্ব কণ্ঠস্বর | ৪৬-৪৭

রোজগার মেলায় দেশ গঠনের আহ্বান
৬১,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে | ৪৮-৪৯

পরাক্রম দিবস
জাতীয় চেতনার উদযাপন | ৫০-৫১

আত্মবিশ্বাসী এবং সুশৃঙ্খল যুবশক্তি
প্রধানমন্ত্রী মোদী বার্ষিক এনসিসি পিএম র‍্যালিতে ভাষণ দেন | ৫২-৫৩

ভারত শক্তি সপ্তাহ ২০২৬
শুধুই জ্বালানি নিরাপত্তা নয়, এখন আত্মনির্ভরতার একটি মিশন | ৫৪-৫৫

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতির ভারত সফর
কৌশলগত অংশীদারিত্ব উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে | ৫৬-৫৭

ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি
ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কের একটি নতুন যুগ | ৫৮-৬০

প্রকাশক ও মুদ্রক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
মুদ্রণ : জে কে অফসেট গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি-২৭৮, ওকলা শিল্পাঞ্চল, ফেজ-১, নতুন দিল্লি-১১০০২০
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, **আরএনআই নং :** DELENG/2020/78811

সম্পাদকের ডেস্ক থেকে...

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

বিকশিত ভারতকে কল্পনা করে একটি জনগণের বাজেট

শুভেচ্ছা,

২০২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, পেশ করা কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ এক দূরদর্শী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট যা ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের দিকে ভারতের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। আজ, ভারত বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি। এই বাজেট ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করার দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এতে এক স্বনির্ভর ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অসংখ্য পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ তিনটি মূল লক্ষ্যের রূপরেখা দিয়েছে, যার মধ্যে প্রথমটি হল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুত করা। এই লক্ষ্যের অধীনে, ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী বায়োফার্মা উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হোক বা ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০ চালু করা হোক, ভারত সরকার দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবিচলভাবে দ্রুত কাজ করছে। ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ উৎপাদন প্রকল্পের বাজেট ৪০,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খনি, প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা এবং উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য একটি নিবেদিতপ্রাণ রেয়ার আর্থ করিডর প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাসায়নিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার জন্য তিনটি রাসায়নিক যন্ত্রাংশ স্থাপন এবং পাঁচ বছরের জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে একটা কন্টেনার উৎপাদন প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এই বাজেটে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকে দ্বিতীয় লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেয়, যার মাধ্যমে যুব সমাজের ক্ষমতায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। বাজেটে ভারত সম্প্রসারণ AI টুলের মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষকদের উপকার করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) থেকে পণ্যের জন্য সহজ বাজার প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য, SHE Marts প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাজেটে ১৫,০০০ স্কুল এবং ৫০০ কলেজে AVGC (অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং এবং কমিকস) কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব তৈরি করে অরেঞ্জ ইকোনমি এবং কনটেন্ট তৈরির প্রচারের পদক্ষেপও এর আওতায় এসেছে। "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাজেটে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন, মানসিক স্বাস্থ্য এবং ট্রমা কেয়ারের ওপর মনোযোগ দেওয়া এবং পূর্বোদয় (পূর্ব ভারত) এবং উত্তরপূর্বের অঞ্চলগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার বিষয়টি তৃতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট এই সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী।

ব্যক্তিত্ব বিভাগে লারকা বিদ্রোহের নায়ক বুধু ভগতের ওপর একটি নিবন্ধ রয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সংসদে ভাষণ, ২০২৬ সালের পদ্ম পুরস্কার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাক্ষিক অনুষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তগুলি অন্যান্য উল্লেখ্য বিষয়বস্তু। এছাড়াও, ম্যাগাজিনের ভেতরের পাতায় মন কি বাত এবং পিছনের প্রচ্ছদে বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানের ওপর বিশেষ বিষয়বস্তু রয়েছে।

অনুগ্রহ করে আপনার পরামর্শ আমাদের পাঠাতে থাকুন।

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং অন্যান্য ১১টি ভাষায় উপলব্ধ ম্যাগাজিনটি পড়ুন / ডাউনলোড করুন।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

মেল বক্স

প্রকল্প এবং সাফল্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য

আমি নিয়মিত নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ম্যাগাজিন পড়ি। এটা আমাদের সরকারি প্রকল্প এবং সাফল্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দেয়। এটা বর্তমান বিষয়গুলি সম্পর্কে আপডেট থাকার জন্যও খুবই কার্যকর। এই ম্যাগাজিনটি সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয় সম্পর্কে দরকারি তথ্য প্রদান করে।

শ্রীনিবাস উরগোন্ডা
srinivasuragonda7@gmail.com

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ম্যাগাজিন একটা দারুণ মাধ্যম। এটা একটা বিশ্বস্ত ম্যাগাজিন। দেশে চলা উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে এটা আমার জন্য খুবই সহায়ক।

mhqchoutuppal@gmail.com

সরকারি নীতি এবং উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরো টিমকে এই ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই, যা উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রদান করে। নাগরিকদের ওয়াকিবহাল রাখার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। এই ম্যাগাজিনটি পড়লে সরকারি নীতি এবং দেশের উন্নয়নমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে তরুণদের ধারণা বাড়বে।

thirubjp2020@gmail.com

নানা বিষয়ে তথ্যবহুল নিবন্ধ

আমি একজন সাংবাদিক। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ম্যাগাজিনটা পড়তে আমার সত্যিই ভালো লাগে। এই ম্যাগাজিনটা বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীদের জন্য নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ম্যাগাজিনটা কার্যকর। এই ম্যাগাজিনটা খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।

urvaadhvaryu@gmail.com

প্রতিটি সংখ্যাই সংগ্রহযোগ্য

আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ম্যাগাজিনের তামিল সংস্করণটি দেখেছি। এটা পড়ার পর, আমি এটা জনসাধারণের জন্য বেশ কার্যকর বলে মনে করেছি। এই ম্যাগাজিনটা নির্ভরযোগ্য তথ্যে পূর্ণ। প্রতিটি সংখ্যাই সংগ্রহযোগ্য।

ডি. থাঙ্গাদুরাই
thesiyareporter2023@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নং ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

আকাশবাণী সমাচার
Akashvani

অল ইন্ডিয়া রেডিও'য় এফএম গোল্ডে প্রতি শনি ও রবিবার বিকেল ৩টে ১০ থেকে ৩:১৫ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার শুনতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

৫টি প্রোফাইল যুক্ত, নতুন আধার অ্যাপ চালু

ভারতের অনন্য পরিচয় কর্তৃপক্ষ (UIDAI) একটা নতুন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। এই অ্যাপটি আধার হোল্ডারদের নিরাপদ, সুবিধাজনক এবং গোপনীয় উপায়ে তাদের ডিজিটাল পরিচয় বহন, ভাগ করে নেওয়া, প্রদর্শন এবং যাচাই করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপটি "এক পরিবার এক অ্যাপ" ধারণাটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটা মোবাইল ডিভাইসে পাঁচটা পর্যন্ত আধার প্রোফাইল যুক্ত করার সুযোগ দেয়। নতুন অ্যাপটি নুন্যতম ডেটা ব্যবহারকে উৎসাহিত করে, সুরক্ষা বাড়ায় এবং আরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য অফার করেঃ

- এটা আধার নম্বর হোল্ডারদের শুধুমাত্র নির্বাচিত তথ্য শেয়ার করতে উৎসাহিত করে।
- অ্যাপটিতে অনুরোধকারী সংস্থাগুলির দ্বারা অফলাইন যাচাইকরণের জন্য QR কোড স্ক্যানিং এর মাধ্যমে হোটেল চেক-ইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- অ্যাপটিতে ঐচ্ছিক মুখের যাচাইকরণ, সিনেমার টিকিট বুকিং-এর জন্য বয়স যাচাইকরণ, দর্শনার্থী এবং পরিচারকদের জন্য হাসপাতালে প্রবেশ এবং গিগ কর্মী এবং পরিষেবা অংশীদারদের যাচাইকরণের মতো ব্যবহারিক ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- অ্যাপটিতে উপস্থিতি প্রমাণের জন্য মুখের মাধ্যমে প্রমাণীকরণ, এক-ক্লিক বায়োমেট্রিক লক-আনলক, প্রমাণীকরণের ইতিহাস দেখা এবং যোগাযোগের বিবরণ ভাগ করে নেওয়ার জন্য QR কোড-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- ঠিকানা আপডেটের পাশাপাশি, বাসিন্দারা এখন অ্যাপের মাধ্যমে তাদের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরও আপডেট করতে পারবেন।

মাখনা একটি বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে; প্রথম চালানটি দুবাইতে পাঠানো হয়েছে

ভারত মাখনা (শিয়ালবাদাম)-এর বৃহত্তম উৎপাদক, যা বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের ৮০% প্রদান করে। জাতীয় মাখনা উৎপাদনে বিহার ৮৫% অবদান রাখে। ১০ লক্ষ কৃষকের জীবিকা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রেক্ষাপটে, বিহারের পূর্ণিয়া থেকে জিআই-ট্যাগ যুক্ত মিথিলা মাখনার প্রথম সি-কনসাইনমেন্টটি দুবাইতে পাঠানো হয়েছে। এটা কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং রপ্তানির মাধ্যমে এফপিওগুলির (কৃষক উৎপাদক সংস্থা) ক্ষমতায়নের দিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মিথিলা মাখনা বিশ্বব্যাপী ভারতীয় কৃষি ও সংস্কৃতির পরিচয়কে শক্তিশালী করেছে। দ্বারভাঙ্গা মাখনা উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এবং মাখনার জন্য 'এক জেলা, এক পণ্য' উদ্যোগের অধীনেও এটা স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালে মাখনার উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য সংযোজন, বিপণন এবং রপ্তানি প্রচারের জন্য মাখনা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এটা ৪৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মাখনা উন্নয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পও অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানি প্রচারের জন্য একটি পৃথক HSN কোড তৈরি করেছে এবং মিথিলা মাখনাও একটি জিআই ট্যাগ পেয়েছে।

লেহতে বেসামরিক বিমান চলাচলের পরিকাঠামো উন্নয়ন

লেহতে বিমানবাহিনী স্টেশনে বেসামরিক বিমান চলাচলের পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর কবিন্দর গুপ্তা। অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হাই-অল্টিচ্যুড এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও, পরিকাঠামোটি রেকর্ড সময়ের মধ্যে উন্নত করা হয়েছে। উন্নত পরিকাঠামো বিমানের গ্রাউন্ড মুভমেন্টকে সহজ করবে এবং দ্রুত বেসামরিক বিমান চলাচলকে সহজতর করবে। এই উন্নতিগুলি যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধি করবে এবং টার্নঅ্যারাউন্ড সময় কমাবে। এটা আরও নির্ভরযোগ্য বিমান পরিষেবা নিশ্চিত করবে, পাশাপাশি মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ত্রাণের প্রয়োজনীয়তার দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে অঞ্চলের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে।

‘সহকার সে সমৃদ্ধি’: চালু ‘ভারত ট্যাক্সি’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘সহকার সে সমৃদ্ধি’-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ ২০২৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রথম সমবায়-ভিত্তিক রাইড-হেলিং প্ল্যাটফর্ম ‘ভারত ট্যাক্সি’ চালু করেন। ভারত ট্যাক্সি হল ভারতের প্রথম সমবায়-নেতৃত্বাধীন রাইড-হেলিং প্ল্যাটফর্ম যা ২০০২ সালের বহু-রাজ্য সমবায় সমিতি আইনের অধীনে নিবন্ধিত। ভারত ট্যাক্সি হল বিশ্বের প্রথম এবং বৃহত্তম সমবায়-ভিত্তিক রাইড-হেলিং প্ল্যাটফর্ম। এখনও পর্যন্ত, প্রায় চার লক্ষ চালক এই প্ল্যাটফর্মে যোগ দিয়েছেন এবং দশ লক্ষেরও বেশি ব্যবহারকারী নিবন্ধন করেছেন। ইতিমধ্যেই চালকদের মধ্যে সরাসরি প্রায় ১০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভারত ট্যাক্সি শুধু পরিবহণই দেবেনা বরং সুবিধা-নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়নের একটা নতুন অভিজ্ঞতাও প্রদান করবে। এটা একটা নন-এসি ট্যাক্সি বিকল্প এবং মেট্রো টিকিট বুকিং সুবিধাও প্রদান করবে। এছাড়াও ভাড়ার ১০০% সরাসরি চালকের কাছে যাবে। কর্মসূচি চলাকালীন, সমবায়-ভিত্তিক গতিশীলতা বাস্তুতন্ত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শীর্ষ ছয়জন সারথি(চালককে) সম্মানিত করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ‘সারথিরাই মালিক’ –এর মূল নীতিতে আরও জোরদার করে এই সারথিদের শেয়ার সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। প্রতিটি সারথিকে ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা এবং ৫ লক্ষ টাকার পারিবারিক স্বাস্থ্য বীমা প্রদান করা হয়েছিল, যা চালক কল্যাণ এবং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সুরক্ষার প্রতি ভারত ট্যাক্সির প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

PMGSY-IV অনুমোদন করেছে ১০,০০০ কিলোমিটার সড়ক প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY) IV-এর অধীনে জম্মু ও কাশ্মীর, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ এবং সিকিমের জন্য ১০,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি সড়ক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। সমাপ্তির পর, এই প্রকল্পগুলি আগে বিচ্ছিন্ন প্রায় ৩,২৭০টি জনবসতিতে সংযোগ এবং প্রয়োজনীয় অপরিহার্য পরিষেবাগুলি পাওয়ার সুযোগ প্রদান করবে। উঁচু পাহাড়ি অঞ্চল থেকে প্রত্যন্ত গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি পর্যন্ত বিস্তৃত এই সড়কগুলি শুধু পরিকাঠামোগত উন্নতিই নয় বরং অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ পথ। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল বর্তমানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন জনবসতিগুলিতে সব আবহাওয়াতে কার্যকর ৬২,৫০০ কিলোমিটার সড়ক গড়ে তোলা। ২০২৮-২৯ অর্থবছরের মধ্যে এই প্রকল্পগুলিতে আনুমানিক ৭০,১২৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২৩৩ বছরের পুরনো বাল্মীকি রামায়ণ আন্তর্জাতিক রাম কথা মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হবে

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভারখেদি, তিন মূর্তিতে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগারের নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্রের হাতে বাল্মীকি রামায়ণের একটি দুর্লভ ২৩৩ বছরের পুরনো সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি (তত্ত্বদীপিকা ভাষ্য সহ) হস্তান্তর করেছেন। আদি কবি বাল্মীকির লেখা পাণ্ডুলিপিটি মহেশ্বর তীর্থের শাস্ত্রীয় ভাষ্য (টিকা) সহ সংস্কৃতে (দেবনাগরী লিপি) লেখা। এটা ১৮৪৯ সালের বিক্রম সংবৎ (১৭৯২ খ্রি.) একটা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং রামায়ণের একটি বিরল সংরক্ষিত পাঠ্য ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এই পাণ্ডুলিপিটি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় আন্তর্জাতিক রাম কথা মিউজিয়ামে স্থায়ীভাবে উপহার দেওয়া হয়েছে। নৃপেন্দ্র মিশ্র বলেন, “অযোধ্যার রাম কথা মিউজিয়ামে এই বিরল পাণ্ডুলিপি দান করা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।”

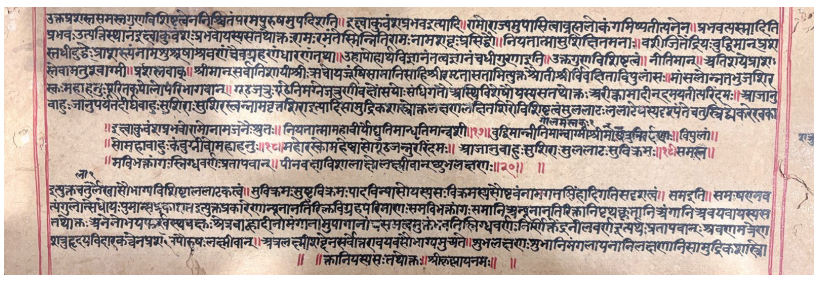

জন্মঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৭৯২ মৃত্যুঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩২

লারকা বিদ্রোহের নায়ক

লারকা বিদ্রোহের নেতা এবং একজন দূরদর্শী স্বাধীনতা সংগ্রামী বুধু ভগত স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ ও মহাজনদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। তিনি চোরিয়া, পিথোরিয়া, লোহারদাগা এবং পালামু অঞ্চলের জনগণকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে লড়াই করার জন্য জাগ্রত করেছিলেন। তিনি শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি বহু বছর ধরে ব্রিটিশদের বন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং আদিবাসীদের শিখিয়েছিলেনঅন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। সাহস, প্রতিরোধ, সাহসিকতা এবং ত্যাগের প্রতীক বুধু ভগত চিরকাল অনুপ্রাণিত করবেন…

লারকা বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলনকারী বিখ্যাত বিপ্লবী বুধু ভগত ছিলেন একজন বিপ্লবী যিনি কুঠার হাতে ব্রিটিশ সরকারের কামান ও বন্দুকের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ১৭৯২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার শিলাগাইন গ্রামের এক ওঁরাও পরিবারে জন্ম নেওয়া বুধু ভগতের ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল বলে জানা যায়, যার প্রতীক হিসেবে তিনি সবসময় একটা কুঠার নিজের সঙ্গে রাখতেন। বুধু ভগতের সাংগঠনিক দক্ষতা দেখে মানুষ তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করতো। তিনি সিল্লি, চোরিয়া, পিথোরিয়া, লোহারদাগা এবং পালামুতেও মানুষকে সংগঠিত করেছিলেন।

একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। ঘন বন এবং দুর্গম পাহাড়ের সুযোগ নিয়ে তিনি বারবার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি তরবারি ও ধনুক চালনার চর্চা করতেন। জমি ও বন রক্ষার জন্য তিনি ব্রিটিশ-সমর্থিত জমিদার এবং মধ্যস্থতাকারীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন। তাছাড়াও তার কারিগরি এবং নেতৃত্বের দক্ষতার মাধ্যমে, তিনি আদিবাসী এলাকায় ব্রিটিশ শাসনের বর্বরতার বিরুদ্ধে লারকা বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

কথিত আছে যে রাঁচি এবং ছোট নাগপুরের আশেপাশের অঞ্চলে বুধু ভগতের খুব প্রভাব ছিল। তাঁর নির্দেশে মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। বুধু ভগতের সামরিক ঘাঁটি ছিল চোগারি পাহাড়ের চূড়ায় ঘন বনের মধ্যে এবং এখানেই কৌশলগত পরিকল্পনা করা হত। এমন এক সময় এসেছিল যখন তাঁর বীরত্ব এবং সাহস দেখে হতাশ হয়ে ব্রিটিশরা তাঁকে ধরার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, যা সেই সময়ের জন্য অনেক বড় অঙ্কের ছিল।

১৮৩২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, সিলাগাইন গ্রামে ক্যাপ্টেন ইম্পে বুধু এবং তার সঙ্গীদের ঘিরে ফেলেন। ব্রিটিশদের নির্বিচার গুলি বর্ষণে নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা রোধ করতে বুধু আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। তবে, বুধু ভগতের অনুগামীরা এক নিরাপত্তাবলয় তৈরি করে। ইতিমধ্যে, ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। শুরু হয় নির্বিচার গুলি বর্ষণ এবং বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা ও যুবকদের ভয়াবহ চিৎকারে এলাকাটা কেঁপে ওঠে। সেই রক্তাক্ত গণহত্যায় নিহত হন প্রায় ৩০০ গ্রামবাসী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহকে অস্ত্রের দাপটে জোর করে নীরব করা হয়েছিল। বুধু ভগত এবং তাঁর পুত্র হলধর এবং গিরধরও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হন। আজও মানুষ তাদের লোককাহিনী এবং লোকগানে সাহসী বুধু ভগত এবং তাঁর সঙ্গীদের স্মরণ করে। এটা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান এবং জনপ্রিয়তা প্রতিফলিত করে।

অটল পেনশন যোজনা

২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে; SIDBI ৫,০০০ কোটি টাকা পাবে

কেন্দ্রীয় সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত অটল পেনশন যোজনা অব্যাহত রাখার অনুমোদন দিয়েছে। এটা নিম্ন আয়ের গোষ্ঠী এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য বার্ধক্যজনিত আয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। অতিরিক্তভাবে, SIDBIকে ৫,০০০ কোটি টাকা ইক্যুইটি সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে, যা অনেক MSME-কে উপকৃত করবে···

সিদ্ধান্তঃ ২০৩০-৩১ আর্থিকবছর পর্যন্ত অটল পেনশন যোজনা (APY) অব্যাহত রাখার অনুমোদন

প্রভাবঃ ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত, ৮.৬৬ কোটিরও বেশি গ্রাহক অটল পেনশন যোজনায় নাম নথিভুক্ত করেছেন, যা এটাকে ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর করে তুলেছে। APY ৬০ বছর বয়স থেকে শুরু করে প্রতি মাসে নুন্যতম ১,০০০ টাকা থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত পেনশন প্রদান করে, যা অবদানের ওপর ভিত্তি করে শুরু হয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের বার্ধক্যজনিত আয়ের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ৯ মে, APY চালু করা হয়েছিল।

মূল প্রভাবঃ

- এটা নিম্ন আয়ের এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ কর্মীদের জন্য বার্ধক্যকালীন আয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- এটা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রচার করে এবং ভারতের পেনশন-ভিত্তিক সমাজের রূপান্তরকে সমর্থন করে।
- এটা সুস্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারত-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করে।

সচেতনতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি সহায়তাঃ

- অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ প্রচারমূলক এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।
- প্রকল্পের কার্যকারিতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ এবং তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ।

মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের প্রেস ব্রিফিং দেখতে QR কোড স্ক্যান করুন

সিদ্ধান্তঃ ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (SIDBI)কে ৫,০০০ কোটি টাকার ইক্যুইটি সহায়তা অনুমোদন।

প্রভাবঃ ৫,০০০ কোটি টাকার ইক্যুইটি মূলধন যোগানের পর, আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত MSME'র সংখ্যা ২০২৫-এর আর্থিক বছরের শেষে ৭৬.২৬ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০২৮ আর্থিক বছরের শেষ নাগাদ ১.০২ কোটিতে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে (অর্থাৎ, প্রায় ২৫.৭৪ লক্ষ নতুন MSME সুবিধাভোগী যুক্ত হবেন)।

- MSME মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুসারে (৩০.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত), ৬.৯০ কোটি MSMEতে মোট ৩০.১৬ কোটি মানুষ নিযুক্ত রয়েছেন (অর্থাৎ, গড়ে প্রতি MSMEতে ৪.৩৭ জন নিযুক্ত)।
- এই গড় বিবেচনায়, ২০২৭-২৮ আর্থিক বছরের শেষদিকে আনুমানিক ২৫.৭৪ লক্ষ নতুন MSME সুবিধাভোগী যুক্ত হওয়ার ফলে প্রায় ১.১২ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ●

সংলাপের মাধ্যমে সাফল্য

9th Edition
Pariksha Pe Charcha 2026

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রঃ নিজের আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাস রাখো

চাপ নিয়ে আলোচনা এবং পরীক্ষাকে উৎসবের মতো উদযাপন করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে চালু হওয়া 'পরীক্ষা পে চর্চা' কর্মসূচি প্রতিবছর নতুন নতুন মানদণ্ড তৈরি করছে। এবছরও, শিক্ষার্থীদের মন থেকে পরীক্ষার ভয় দূর করতে এবং তাদের সাফল্যের মন্ত্র শেখানোর জন্য এই কর্মসূচিটি একটি অনন্য এবং বড় আকারে আয়োজিত হয়েছিল। ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত 'পরীক্ষা পে চর্চা'র নবম পর্বে, প্রধানমন্ত্রী মোদী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ টিপস শেয়ার করেছেন এবং বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন···

শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্ত্র

প্যাটার্নের ওপর আস্থা রাখুনঃ তোমার নিজস্ব প্যাটার্নের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখো। তবে সেই প্যাটার্নের জন্য দেওয়া পরামর্শগুলি মন দিয়ে শোনো এবং সেগুলি বোঝার চেষ্টা করো। যদি মনে হয় যে তোমার নিজস্ব প্যাটার্ন রয়েছে, তাহলে এই বিশেষ উপাদানটি যোগ করা উপকারী হবে। তবে শুধু কেউ তোমাকে বলার কারণেই এটা যোগ করবে না; এটা যোগ করবে তোমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমি যখন "পরীক্ষা পে চর্চা" শুরু করেছিলাম, তখন একটা প্যাটার্ন ছিল। এখন, আমি ধীরে ধীরে এটা উন্নত করছি।

দু'ধরণের দক্ষতাঃ দক্ষতা দু'ধরণের। একটা হল জীবন দক্ষতা এবং অন্যটি হল পেশাদার দক্ষতা। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাদের জীবন দক্ষতার ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিৎ নাকি পেশাদার দক্ষতার ওপর, আমি বলবো দুটোই। এখন বলুন, পড়াশোনা ছাড়া, পর্যবেক্ষণ ছাড়াই এবং জ্ঞান প্রয়োগ না করে কি কোন দক্ষতা অর্জন করা যেতে পারে?

শিক্ষা একটা মাধ্যমঃ আমাদের জীবন পরীক্ষার জন্য নয় বরং শিক্ষা আমাদের জীবন গড়ার একটা মাধ্যম। আমরা শিক্ষার জন্য বারবার পরীক্ষা দিই। এই পরীক্ষাগুলি আমাদের নিজেদের পরীক্ষা করার জন্য। পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারেনা। চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিৎ জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন। সব শিক্ষার্থীর কাছে আমার অনুরোধ, তোমরা তোমাদের জীবনকে সর্বোত্তম করে তোলার জন্য, তোমাদের জীবনকে চমৎকার করে তোলার জন্য এবং তোমাদের সমগ্র জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য চেষ্টা করো। এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো।

আসামের গামোসা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিক্ষার্থীদের আসামের গামোসা দিয়ে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, "এটাকে অসমীয়া গামোসা বলা হয়। এটা একটা দারুণ জিনিস; এটা আমার প্রিয় জিনিসগুলির মধ্যে একটা। এর নকশাটা খুবই সুন্দর। দ্বিতীয়ত, এটা আসামের এবং বিশেষ করে উত্তরপূর্বাঞ্চলের মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রতীক। এটা বাড়িতে তৈরি এবং এটা সত্যিই সেই অঞ্চলের মহিলারা, মায়েরা কীভাবে কাজ করেন তা তুলে ধরে। এটা আমাকে খুবই শ্রদ্ধা এবং প্রশংসার অনুভূতি দেয়। তাই আজ আমি এই ছেলেমেয়েদের একটা করে আসামের গামোসা দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছি।"

আমি যা চলে গেছে তা গণনা করি না; আমি যা বাকি আছে তা গণনা করি

ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "সম্প্রতি একজন নেতা আমাকে ফোন করেছিলেন। ১৭ সেপ্টেম্বর আমার জন্মদিনে, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি ৭৫ বছর পূর্ণ করেছি। তাই আমি বলেছিলাম, 'আরও ২৫ বছর বাকি আছে।' যা গেছে তা আমি গণনা করি না; যা বাকি আছে আমি তা গণনা করি। আর সেই কারণেই আমি তোমাদেরও বলছিঃ যা গেছে তা গণনা করে সময় নষ্ট কোরো না। বাকি জীবনটা কীভাবে কাটাবে তাই নিয়ে ভাবো।"

"এই বছর পিপিসিতে পরীক্ষা সংক্রান্ত খুব আকর্ষণীয় বিষয় রয়েছে, বিশেষ করে চাপমুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা, শেখার ওপর মনোযোগ দেওয়া এবং আরও অনেক কিছু। এটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যা আমি সবসময় উপভোগ করেছি, কারণ এটা আমাকে সারা দেশের মেধাবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ দেয়।" *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

এক গেম স্রষ্টা হওঃ ভারত গল্প এবং আখ্যানে পরিপূর্ণ। তুমি কি কখনও পঞ্চতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে একটা গেম তৈরি করার কথা ভেবেছো? নিজে একজন গেম স্রষ্টা হও। তোমার নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল তৈরি করো এবং নিজেই একটা বা দুটো গেম তৈরি করো, তারপর সেগুলি চালু করো। তোমার পরিবার অবাক হবেঃ "দেখো, সে এত ছোট এবং তার ইতিমধ্যেই ১০,০০০-২০,০০০ ফলোয়ার আছে!" তুমি প্রচুর নতুন ধারণা পাবে। তাই, যদি তুমি গেমিং এ আগ্রহী হও, তাহলে এটা একটা ভালো জিনিস। কখনও দ্বিধা করবে না।

তোমার ডায়েরিতে লেখো; পরের দিনের জন্য পরিকল্পনা করোঃ রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে, তোমার ডায়েরিতে পরের দিন যে কাজগুলি সম্পন্ন করতে হবে তা লেখো। সেই কাজগুলি কী কী? তারপর, পরের দিন, আগের দিন কি লিখেছিলে তা দেখো, সেগুলি শেষ করেছো কিনা দেখো এবং একটা চেক মার্ক দাও। উদাহরণ হিসেবে, তুমি যদি লিখে থাকো আজ পাঁচটি কাজ করবে

9th Edition

Pariksha Pe Charcha 2026

রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষার্থী রেজিস্টার্ড

পরীক্ষা পে চর্চা (পিপিসি) কর্মসূচির নবম পর্বে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে, সেখানে ৪.৫ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবক MyGov পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এর মধ্যে ৪,১৯,১৪,০৫৬ জন শিক্ষার্থী, ২৪,৮৪,২৫৯ জন শিক্ষক এবং ৬,১৫,০৬৪ জন অভিভাবক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২০১৮

প্রথম আলোচনা

প্রথম পরীক্ষা পে চর্চা ২০১৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি, নয়াদিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে ২৫০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। সারা দেশে ৮.৫ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী এই অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন।

২০১৯

ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ

২০১৯ সালের ২৯ জানুয়ারি, নয়াদিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা পে চর্চা'র দ্বিতীয় পর্বে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। নব্বই মিনিটেরও বেশি সময় ধরে চলা এই আলোচনায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

২০২০

অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি নয়াদিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ২.৬৩ লক্ষ আবেদন জমা পড়ে। ভারত ও বিদেশের ২৫টি দেশের ভারতীয় শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

২০২১

ভার্চুয়াল কানেক্ট

কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে, পিপিসির চতুর্থ পর্বটি ২০২১-এর ৭ এপ্রিল, অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২০২২

ব্যক্তিগত মতবিনিময়ে ফিরে যান

২০২২-এর ১ এপ্রিল, নয়াদিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে, প্রধানমন্ত্রী মোদী পরীক্ষা পে চর্চার পঞ্চম পর্বে ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ৯,৬৯,৮৩৬ জন ছাত্র, ৪৭,২০০ জন কর্মী এবং ১,৮৬,৫১৭ জন অভিভাবক পরীক্ষা পে চর্চা-২০২২-এর সরাসরি সম্প্রচার দেখেন।

২০২৩

দর্শকদের ঢেউ

পিপিসির ষষ্ঠ পর্ব ২০২৩-এর ২৭ জানুয়ারি তালকাটোরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেল এবং ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ৭,১৮,১১০ জন ছাত্র, ৪২,৩৩৭ জন শিক্ষক এবং ৮৮,৫৪৪ জন অভিভাবক সরাসরি সম্প্রচারটি দেখেন।

২০২৪

দেশজোড়া অংশগ্রহণ

২০২৪-এর ২৯ জানুয়ারি, ভারত মন্ডপম –এ সপ্তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। MyGov পোর্টালে এই অনুষ্ঠানের জন্য ২২.৬ কোটি রেজিস্ট্রেশন জমা পড়ে। এই প্রথমবার, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের (EMRS) ১০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং কলা উৎসবের বিজয়ী সহ প্রায় ৩,০০০ অংশগ্রহণকারী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

২০২৫

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা

২০২৫-এর ১০ ফেব্রুয়ারি, নয়াদিল্লির সুন্দর নার্সারিতে এক নতুন বিন্যাসে পরীক্ষা পে চর্চার অষ্টম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। মোদী দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাধারণভাবে মতবিনিময় এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিলের মিষ্টিও বিতরণ করেন।

কিন্তু মাত্র তিনটি করেছো, তাহলে দুটো কাজ বাকি রয়েছে বলে একটা চেকমার্ক দাও যাতে বোঝা যায় দুটি কাজ বাকি আছে। তারপর ভাবো, কেন এই দুটি কাজ বাকি রয়ে গেল? যদি তুমি টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং উৎপাদনশীলভাবে সময় ব্যবহার করতে শেখো, তাহলে তুমি কখনোই চাপ বা ক্লান্ত বোধ করবে না। যেমন, আমার অনেক কাজ করার আছে, কিন্তু আমি তা করি না, আমি চাপ অনুভব করি না কারণ আমি অনেক আগেই আমার সময় কার্যকরভাবে ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি।

এই প্রথমবার দেশের বিভিন্ন জায়গায় পিপিসি অনুষ্ঠিত হয়েছে

এই প্রথমবার, গোটা দেশজুড়ে একাধিক জায়গায় পিপিসি ২০২৬ সূচনা করা হয়েছে। দিল্লি ছাড়াও, পিপিসি ২০২৬ চারটি ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে – তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর, ছত্তিশগড়ের রায়পুর, গুজরাটের দেব মোগরা এবং আসামের গুয়াহাটি – যা দেশের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এবং কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দেশের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের আয়োজন

পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৬-এর অংশ হিসেবে দেশজুড়ে স্কুলগুলিতে ছাত্র-কেন্দ্রিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে স্বদেশী সংকল্প দৌড়, যা স্বনির্ভরতার চেতনা প্রচারের জন্য ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন এক দৌড়/পদযাত্রা এবং চিহ্নিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে পরাক্রম দিবসে কুইজ এবং রচনা প্রতিযোগিতা। প্রায় ২.২৬ কোটি শিক্ষার্থী এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল।

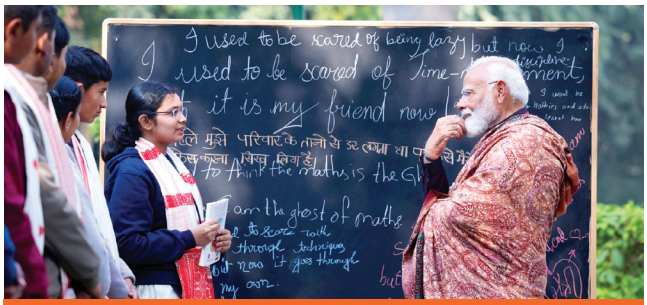

স্বপ্ন অবশ্যই দেখতে হবে

স্বপ্ন দেখা অপরাধ নয়। স্বপ্ন দেখতে হবে, কিন্তু স্বপ্নের পিছনে কর্ম থাকতে হবে; তাই জীবনে কর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে সেখানে সফল হতে হবে – তবেই আমি এগিয়ে যাবো। যদি একদিন আমার মন সিদ্ধান্ত নেয় যে আমি একজন মহাকাশচারী হতে চাই এবং চাঁদে যেতে চাই, তাহলে আমার পড়াশোনা শুরু করা উচিৎ: মহাকাশচারী কারা ছিলেন? তাদের জীবন কেমন ছিল? মহাকাশ আসলে কী? ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে আমাদের এগুলির প্রতি নির্দিষ্ট আগ্রহ গড়ে তোলা উচিৎ।

... যখন একজন ছাত্র প্রধানমন্ত্রী মোদীকে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালোঃ

হম সবকে অরমান হৈঁ আপ। ভারত কে অভিমান হৈঁ আপ।
ভারতবর্ষ কে কেবট হৈঁ আপ। মানবতা কে সেবক হৈঁ আপ।
মৈঁ বড়ী দূর সে আই হূঁ। কুছ প্রশ্নোঁ কো অপনে সাথ ভী লাই হূঁ।
পরীক্ষা পে চর্চা কী সৌগাত উঠাএ হৈঁ। ফির হম যহ মৌকা পাএ হৈঁ।
আপ মমতা কী পরছাই হৈঁ। বংচিতোঁ কে হমরাহী হৈ।
দেশ কো আগে রখতে হৈঁ। ভারত মাঁ কী জয় কহতে হৈঁ।
তো লো মৈঁ ভী যহ কহতী হূঁ, মন কী বাত রখতী হূঁ।
আপ সাধনা পুরুষ অউর যোগী হো।
ভারত কে সপনোঁ কে মোদী হো।
যহ কহকর মৈঁনে বাণী কো বিরাম দিয়া।
ফির সে আপকো প্রণাম কিয়া।

পরীক্ষা পে চর্চা থেকে গুরুত্বপূর্ণ টিপস

- মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা এবং সময় ব্যবস্থাপনা।
- পরীক্ষার উদ্বেগ কাটিয়ে ওঠার উপায়।
- শেষ পর্যায়ে সংশোধন করার সঠিক উপায়।
- বাবা মায়েরা কীভাবে তাদের সন্তানদের ওপর চাপ না দিয়ে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোড স্ক্যান করুন।

জীবনযাপনের ধরনই তোমার জীবন গড়ে দেয়

কিছু মানুষ বলেন যে তারা ঘুমাতে পারেন না। কেন? তাদের ঘরের কারণে? এমনকি তুমি যদি তাদের পাঁচতারা হোটেলেও রাখো, তবুও তারা ঘুমাতে পারবেন না। তাই, এই ধারণা ভুল যে আরাম সামর্থ্য বাড়ায়। আমাদের দেশে বোর্ড পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া ছোটরা কারা? তারা ছোট গ্রাম থেকে এসেছে। সেখানে কোন আরাম নেই। তোমার এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে থাকা উচিৎ নয় যে আরামদায়ক অঞ্চলই জীবনকে তৈরি করে। জীবন গড়ে তোমার জীবনযাপনের ধরণ।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ

সুশাসনকে আরও শক্তিশালী করার এক সম্মিলিত অঙ্গীকার

২০২৬ সালের সংসদে প্রথম অধিবেশন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। ভাষণে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার স্পষ্ট ছবি তুলে ধরা হলেও, এটা ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় দিকনির্দেশনাও প্রদান করে এবং ১৪০ কোটি নাগরিকের আস্থা প্রকাশ করে। ভাষণে কৃষক, যুবক, দরিদ্র এবং সমাজের প্রান্তিক অংশের ক্ষমতায়নের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এটা সংস্কারের গতি ত্বরান্বিত করা, উদ্ভাবনের প্রচার এবং সুশাসনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য নতুন ভারতের সম্মিলিত অঙ্গীকারেরও পুনরাবৃত্তি করেছে, যা একটি শক্তিশালী, স্বনির্ভর এবং সমৃদ্ধ জাতি গঠনের যৌথ সংকল্পকে প্রতিফলিত করে। ভাষণের একটি সম্পাদিত অংশ এখানে দেওয়া করা হল...

অতীত থেকে অনুপ্রেরণাঃ দেশজুড়ে বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হচ্ছে। ভারতের জনগণ এই গভীর অনুপ্রেরণার উৎস ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রী গুরু তেগ বাহাদুর জী'র শহীদত্বের ৩৫০তম বার্ষিকীও উদযাপন করেছে। ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে, জাতি তাঁকে শ্রদ্ধা জানায় এবং সর্দার প্যাটেলের ১০০তম জন্মবার্ষিকীর সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাগুলি 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' –এর চেতনাকে শক্তিশালী করে। প্রতিটি নাগরিক ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের সাক্ষী ছিলেন, যা সুর এবং জাতীয় ঐক্যের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। যখন দেশের নাগরিকরা তাদের গৌরবময় অতীতের এই মহান মাইলফলক এবং তাদের পূর্বপুরুষদের অসাধারণ অবদান স্মরণ করেন, তখন তা নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।

দারিদ্র হ্রাসঃ গত দশকে, ২৫ কোটি নাগরিক দারিদ্র কাটিয়ে উঠেছেন। আমার সরকারের তৃতীয় মেয়াদে, দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের অভিযান আরও গতি পেয়েছে।

পাকা বাড়িঃ গত দশকে, দরিদ্রদের জন্য ৪ কোটি পাকা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। গত বছর দরিদ্রদের ৩২ লক্ষ নতুন বাড়ির মালিকানা দেওয়া হয়েছে।

কলের জলঃ জল জীবন মিশনের পাঁচ বছরে, ১২.৫ কোটি পরিবারে নতুন পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়েছে। গত বছরে, প্রায় এক কোটি নতুন পরিবারে কলের জলের সংযোগ পৌঁছেছে।

এলপিজিঃ উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে, এখন পর্যন্ত ১০ কোটিরও বেশি পরিবারে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। গত বছরে, সরকার DBT (ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার) এর মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে ৬.৭৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি স্থানান্তর করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তাঃ ২০১৪ সালের শুরুতে মাত্র ২৫ কোটি নাগরিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় ছিলেন। লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে আজ প্রায় ৯৫ কোটি ভারতীয় সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় এসেছেন।

স্বাস্থ্যঃ গরীব রোগীদের জন্য চালু হওয়া আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প গত বছর পর্যন্ত ১১ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করেছে। গত দেড় বছরে, প্রায় ১ কোটি প্রবীণ নাগরিককে বৈ বন্দনা কার্ড দেওয়া হয়েছে। এই কার্ডগুলির সাহায্যে, প্রায় ৮ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক হাসপাতালে ভর্তি রোগী হিসেবে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন। সিকেল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশনের আওতায় ৬.৫ কোটিরও বেশি নাগরিকের স্ক্রিনিং করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতকে ট্র্যাকোমা এবং চোখের সংক্রমণ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে, এটা গর্বের বিষয়।

বীমা কভারেজঃ প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নাগরিক বীমা কভারেজ পেয়েছেন। এই প্রকল্পগুলির আওতায় ২৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি ক্লেম ডিসবার্সড করা হয়েছে।

কৃষকঃ গত বছর ভারত রেকর্ড ৩৫০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করেছিল। ১৫০ মিলিয়ন টন উৎপাদনের মাধ্যমে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চাল উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী দেশেও পরিণত হয়েছে। দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারত বিশ্বের অন্যতম সফল দেশ হিসেবে স্বীকৃত।

মোবাইল এবং ইভি উৎপাদনঃ ভারত এখন মোবাইল উৎপাদনের মতো ক্ষেত্রে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হয়ে উঠেছে। ২০২৫-২৬ সালের প্রথম পাঁচ মাসে ভারতের স্মার্ট ফোন রপ্তানি ১ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এই বছর, ভারত ১০০টিরও বেশি দেশে বৈদ্যুতিক যানবাহন রপ্তানি শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনাঃ এই প্রকল্পের আওতায়, গত বছরে প্রায় ১৮,০০০ কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা যুক্ত করা হয়েছে। এখন, ভারতের প্রায় পুরো গ্রামীণ জনসংখ্যাই রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত।

আইজল সাসরি রেলপথে সংযুক্তঃ মিজোরামের আইজল এবং নয়াদিল্লি সরাসরি রেলপথে সংযুক্ত হয়েছে। গত বছর, যখন রাজধানী এক্সপ্রেস প্রথমবারের মতো আইজল স্টেশনে এসে পৌঁছায়, তখন স্থানীয় মানুষদের উৎসাহ সমগ্র জাতির মবে আনন্দের সঞ্চার করে।

বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে আর্চ ব্রিজঃ জম্মু ও কাশ্মীরে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে আর্চ ব্রিজ, চেনাব ব্রিজ এবং তামিলনাড়ুতে নতুন পাম্বান ব্রিজ নির্মাণ করে ভারত পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে।

জলপথঃ আগে ভারতে মাত্র পাঁচটা জাতীয় জলপথ ছিল, যা এখন ১০০'র সীমা পেরিয়ে গেছে। এর ফলে, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা এবং বিহার সহ পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি লজিস্টিক হাব হিসেবে উঠে আসছে।

প্রগতিঃ প্রতিটি সুবিধাভোগীকে প্রকল্পের সুবিধা দিয়ে, সরকার 'প্রগতি' নামে একটা নতুন উদ্যোগ চালু করেছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে, প্রগতির ৫০তম সভার ঐতিহাসিক মাইলফলকও অর্জিত হয়েছিল। প্রগতি বছরের পর বছর ধরে, ৮৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পগুলিকে ত্বরান্বিত করেছে।

এক লক্ষ কোটি টাকার সাশ্রয়ঃ জিএসটি সংস্কার নাগরিকদের জন্য এক লক্ষ কোটি টাকার সাশ্রয় নিশ্চিত করেছে। জিএসটি কমার পর, ২০২৫ সালে, দু'চাকার যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন দু'কোটি টাকার সীমা পেরিয়ে গেছে, যা নিজেই একটা নতুন রেকর্ড।

আয়কর ছাড়ঃ ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ওপর আয়কর শূন্য করার এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সংস্কারগুলি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে অভূতপূর্ব সুবিধা প্রদান করছে।

নতুন শ্রম আইনঃ দেশে একটি নতুন শ্রম আইন কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, ভাতা এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধা পাওয়া সহজ হয়েছে। এই সংস্কারগুলি থেকে, দেশের যুবসমাজ এবং বিশেষ করে মহিলারা উল্লেখ্যভাবে উপকৃত হবেন।

মেট্রো নেটওয়ার্ক

২০২৫ সালে, ভারতের মোট মেট্রো নেটওয়ার্ক এক হাজার কিলোমিটারের ঐতিহাসিক সীমা অতিক্রম করেছে। এখন ভারতের মেট্রো নেটওয়ার্ক বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম।

সৌরশক্তিঃ পারমাণবিক শক্তি ছাড়াও, ভারত সৌরশক্তি ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনার মাধ্যমে, সাধারণ গ্রাহকরা এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী হয়ে উঠছেন। এখন পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ ছাদে সৌরশক্তি ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

সীমান্ত এলাকায় যোগাযোগ উন্নত করাঃ গত ১১ বছরে, উত্তরপূর্বে ৭,২০০ কিলোমিটারেরও বেশি ন্যাশনাল হাইওয়ে নির্মিত হয়েছে। এর ফলে প্রত্যন্ত, পাহাড়ি, উপজাতি এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় যোগাযোগ সহজ হয়েছে।

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী

সরকার ১০ কোটি মহিলাকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। আজ দেশে বছরে ১ লক্ষ টাকার বেশি আয় করা (লাখপতি দিদি) মহিলাদের সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়েছে। গত বছরেই ৬০ লক্ষেরও বেশি মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন। আমার সরকার খুব দ্রুত মোট ৩ কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি করার লক্ষ্য অর্জন করতে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী জনমন যোজনাঃ এই যোজনার আওতায়, সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের ২০,০০০-এরও বেশি গ্রামকে উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে। এই যোজনার মাধ্যমে এই গ্রামগুলিতে দরিদ্রদের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ ঘর তৈরি করা হয়েছে।

উপজাতি শিক্ষাঃ গত ১১ বছরে তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে ৪২ হাজার কোটি টাকারও বেশি ম্যাট্রিক-পরবর্তী বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় পাঁচ কোটি শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে। সরকার উপজাতি এলাকায় ৪০০'রও বেশি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছে।

পিএম কিষাণ সম্মান নিধিঃ এই প্রকল্পের আওতায়, ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে।

বিকশিত ভারত জি রাম জিঃ এই নতুন আইন গ্রামে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। একইসঙ্গে এটা দুর্নীতি এবং অর্থ পাচার বন্ধ করবে। এটা গ্রামীণ উন্নয়নে নতুন গতি প্রদান করবে।

অপারেশন সিঁদুরঃ অপারেশন সিঁদুরের সময় বিশ্ব ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর বীরত্ব এবং পরাক্রম প্রত্যক্ষ করেছে। নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে, আমাদের দেশ সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ধ্বংস করেছে। সরকার একটা শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছে যে ভারতের ওপর যেকোন সন্ত্রাসবাদী হামলার দৃঢ় এবং চূড়ান্ত জবাব দেওয়া হবে। সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করাও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ ছিল।

মাওবাদের অবসানঃ মাওবাদী সন্ত্রাসের চ্যালেঞ্জ ১২৬টি জেলা থেকে মাত্র আটটি জেলায় নেমে এসেছে। এর মধ্যে মাত্র তিনটি জেলাই গুরুতরভাবে প্রভাবিত। সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যখন দেশ থেকে মাওবাদী সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হবে।

সেমিকন্ডাক্টরঃ ২০২৫ সালে চারটি সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ইউনিট অনুমোদিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে এরকম দশটি কারখানা চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ন্যানো চিপ উৎপাদনের জন্যেও ভারত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে।

মুদ্রা যোজনাঃ এই প্রকল্পটি তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা এবং স্বনিয়োগের প্রচার করছে। এর মধ্যে, এখনও পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ৩৮ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি দেওয়া হয়েছে। প্রথমবারের মতো স্বনিয়োগে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের ১২ কোটিরও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়াঃ স্টার্টআপ ইন্ডিয়া প্রোগ্রামটি ১০ বছর পূর্ণ করেছে। এই ১০ বছরে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে পরিণত হয়েছে। এক দশক আগে ভারতে প্রায় ২০০,০০০ রেজিস্টার্ড স্টার্টআপস ছিল।

মোবাইল নেটওয়ার্কঃ গত বছরে এক লক্ষেরও বেশি মোবাইল টাওয়ারের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি কোনে ৪জি এবং ৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সম্প্রসারণ, ভারতকে হাজার হাজার কোটি টাকার সৃজনশীল অর্থনীতির একটা প্রধান বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ●

বিকশিত ভারতের সংকল্পের অমৃত যাত্রা

বিকাশ এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নির্মাণের বাজেট

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭ শুনতে ও দেখতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

বিগত ১২ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার বিকশিত ভারতের স্বপ্নপূরণে প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপন করেছে। ২০২৬-২০২৭-এর বাজেট সেই লক্ষ্যে এগোনোর যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। "সংকল্পের মাধ্যমে সমৃদ্ধি" মন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে অমৃতযাত্রায় দৃঢ় পদক্ষেপে আগুয়ান আত্মনির্ভর ভারতের এবারের বাজেটে বিকাশ আস্থা এবং ভবিষ্যতের দিশায় এগিয়ে চলার দিকগুলি প্রাধান্য পেয়েছে

বিকশিত ভারতের অমৃত যাত্রায় দিশা দেখিয়েছে এই বাজেট।বিগত ১১ বছর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ভিত্তিকে তা আরও মজবুত করেছে।এই বাজেটে প্রাধান্য পেয়েছে গ্রাম, গরিব এবং কৃষকের স্বার্থ।এই বাজেট মহিলাদের ও যুব প্রজন্মের ক্ষমতায়নের কথা বলে, প্রকৃত অর্থেই এই বাজেট এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত – যা ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের গুণগত ও বিস্তারগত পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। এই ভারত উন্নত দেশ গঠনের অমৃত যাত্রাকে আরও ত্বরাণিত করবে। বিগত ১১ বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে যে দূরদর্শিতা পরিস্ফূট তা দেশের নাগরিক এবং নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা এবং শক্তিশালী অর্থনীতির প্রাথমিক শর্ত।

এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট বিশেষ এই কারণে যে কর্তব্য ভবনে এই প্রথম বাজেট তৈরি হয়েছে, যার মূল নীতি তিনটি :

প্রথম : *ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।*

দ্বিতীয় : *নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন।*

তৃতীয় : *সকলের বিকাশ।*

একটা সময় কেন্দ্রীয় বাজেট ছিল নিছক একটি আর্থিক নথি, বছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব। কিন্তু ২০১৪-এর পর থেকে আর্থিক বিবৃতি দেওয়া সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার সীমা ছাড়িয়েও তা হয়ে ওঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এর প্রত্যক্ষ ফল হল, উন্নত ভারত গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের উদ্যোগ।

সর্বাত্মক কেন্দ্রীয় বাজেট

সর্বাত্মক, অন্তর্ভুক্তিমূলক কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭, প্রতিটি মানুষের এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের দিশারি। তা স্বনির্ভর এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে কথা বলে। এই বিষয়টি কেবলমাত্র স্লোগানে সীমাবদ্ধ নয়, ২০৪৭ নাগাদ ভারতকে উন্নত দেশের তালিকাভুক্ত করার দায়বদ্ধতা। এই বাজেট প্রতিটি ক্ষেত্র, প্রতিটি বর্গ এবং প্রতিটি নাগরিকের ক্ষমতায়নের নীল নকশা। পাশাপাশি তাদের সহায়তার কথাও বলা হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় বাজেট এমন এক ভারত গড়ে তোলার কথা বলে যা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে প্রতিটি ক্ষেত্রে। উৎপাদন থেকে পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিচর্যা থেকে পর্যটন, গ্রামীণ এলাকা থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, খেলাধূলো থেকে তীর্থস্থানগুলির উন্নয়ন – এই বাজেট গ্রাম শহর ও নগরে তরুণ প্রজন্ম, মহিলা এবং কৃষকদের স্বপ্নপূরণের দিশা দেখায়।

কেন্দ্রীয় বাজেট এমন এক ভারতের কথা বলে যা নতুন পরিচয় লাভ করছে, নিজের শক্তিতে বলিয়ান এবং উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি। কোভিড পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দূরদর্শী অর্থনৈতিক নীতি ভারতীয় অর্থনীতির যাত্রায় নতুন গতি সঞ্চার করেছে। তা আরও ত্বরান্বিত করবে এই বাজেট। এরফলে ভারত হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম কেন্দ্র – চিরাচরিত এবং আধুনিক – যাবতীয় কর্মকাণ্ডের নিরিখেই। এই বাজেটে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রস্তাব রয়েছে। গবাদি পশুপালন, পশু চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পশু চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার এই বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ডেয়ারি এবং পোল্ট্রি ক্ষেত্রে ঋণ-সংযুক্ত ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, ৫০০টি জলাধারকে পুনরুজ্জীবিত করে মৎস্যচাষের প্রসার এবং উৎপাদিত পণ্যের বিপণনের প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। উপকূলীয় অঞ্চলে নারকেল প্রসার কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হবেন ৩ কোটি কৃষক। কাজুবাজাম এবং কোকো উৎপাদন ও রপ্তানির মতো নানান উদ্যোগ এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, কৃষকদের সমৃদ্ধি এবং কৃষিকাজকে লাভজনক করে তোলায় সরকার দায়বদ্ধ। এই বাজেটে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থাপনাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে সাতটি হাইস্পিড রেল করিডরের। এরফলে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে যাতায়াতের খরচ কমবে।

ভারতের ভবিষ্যতের দিশা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি সংক্রান্ত সংস্কারের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। কারণ বাজেটে জনমোহিনী ঘোষণা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই বাজেটে দেশকে সর্বাগ্রে রেখে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকেই পাখির চোখ করা হয়েছে। নতুন ভারতের নতুন নীতি বিগত ১১ বছরে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্রসীমার ওপরে নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিকাশের হারও খুবই দ্রুত।

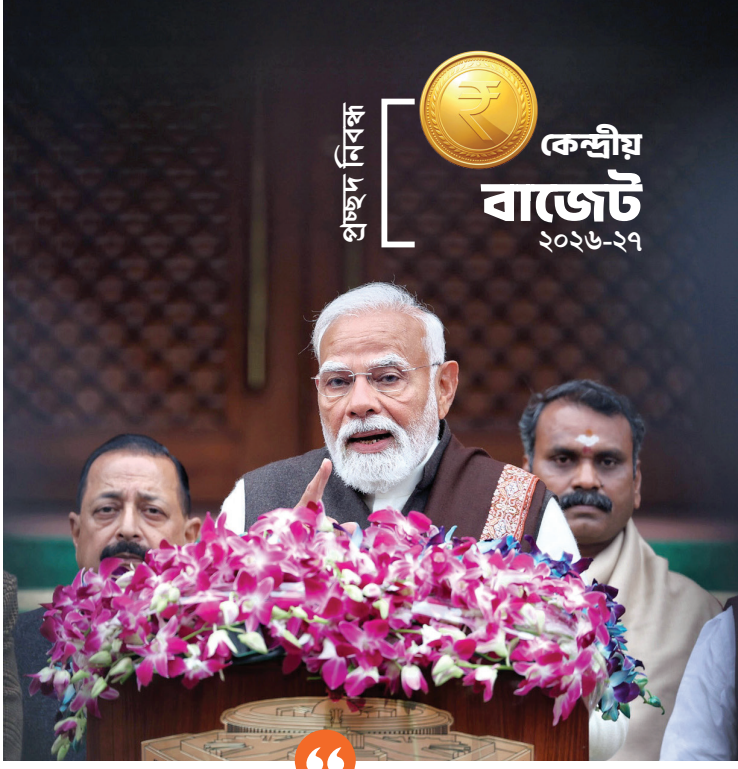

এই বাজেট আর্থিক শৃঙ্খলা এবং বিকাশের ভারসাম্য রক্ষায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরে। আর্থিক ঘাটতির হার ৪.৫ শতাংশের নীচে রাখার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই বাজেট "দেশ প্রথম" এবং "ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত" ভারতের বার্তা দেয় – যেখানে উন্নয়ন শুধুমাত্র বড় শহরে সীমাবদ্ধ নয়। পরিকাঠামো খাতে ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে মূলধনী ব্যয় বাবদ। নতুন রেল করিডোর, জাতীয় জলপথ এবং টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহরগুলিতে সংযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি উদ্যোগ কর্মসংস্থানে গতি আনবে। এই বাজেট এমএসএমই-কে ভারতীয় বিকাশ যাত্রার অন্যতম স্তম্ভ করে তুলতে চায়। ক্ষেত্রটির আন্তর্জাতিকীকরণ স্বনির্ভর ভারতের স্বপ্নপূরণে সহায়ক হবে। পর্যটন ক্ষেত্রেও বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। কৃষক, মধ্যবিত্তবর্গ, মহিলা-সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি এগিয়ে নিয়ে যাবেন দেশকে। এমএসএমই খাতে ১০,০০০ কোটি টাকার একটি গ্রোথ ফান্ডের ঘোষণা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ শিক্ষা ও কর্মসংস্থান জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেন। বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠবে ৫টি বড় শিক্ষাকেন্দ্র। এছাড়াও গবেষণার কাজে গতি আনতে ৪টি টেলিস্কোপ পরিকাঠামোকে উন্নত করা হবে ও গড়ে তোলা হবে। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ডিজাইনের প্রতিষ্ঠা, ১৫,০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও ৫০০ কলেজে এভিসিজি ল্যাব গড়ে তোলার উদ্যোগ শিক্ষা জগত থেকে কর্মসংস্থান ও ব্যবসার জগতে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ আরও সহজতর করবে।

বিকাশ ও ঐতিহ্য

এই বিষয়টি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এই বাজেটে ১৫টি পুরাতাত্ত্বিক কেন্দ্রকে সাজিয়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। ৫টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে গড়ে উঠবে বৌদ্ধ সার্কিট।

এই বাজেট ঐতিহাসিক; এতে দেশের মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রতিফলিত। মহিলা অর্থমন্ত্রী হিসেবে টানা ৯ বার দেশের বাজেট পেশ করে ইতিহাস গড়েছেন নির্মলা সীতারমন। এই বাজেট প্রভূত সম্ভাবনার রাজমার্গ। এই বাজেট ২০৪৭ নাগাদ উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার যাত্রায় অন্যতম ভিত্তি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর, আরাকু উপত্যকায় মাউন্টেন ট্রেইল এবং ওড়িশা, কর্ণাটক ও কেরালায় টার্টেল ট্রেইল গড়ে তোলা হবে- যা আঞ্চলিক উন্নয়নের সহায়ক। পর্যটন ক্ষেত্রের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে কাজ শুরু করবে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হসপিটালিটি

নতুন ভারতের লক্ষ্যে রিফর্ম এক্সপ্রেসের এই যাত্রা অবশ্যই গতি পাবে এবছরের কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে।

আসুন, আমরা বোঝার চেষ্টা করি, ক্ষমতায় আসার ১২তম বর্ষে ১১টি ক্ষেত্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে এই বাজেটে এক নতুন ভারতের দিকে যাত্রার দিকনির্দেশিকা তৈরি করেছে...

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

টাকা আসবে যেখান থেকে

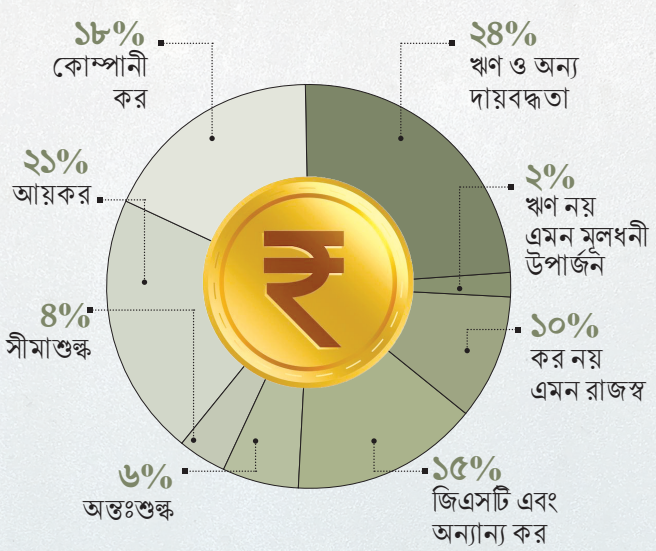

টাকা খরচ হবে যেখানে

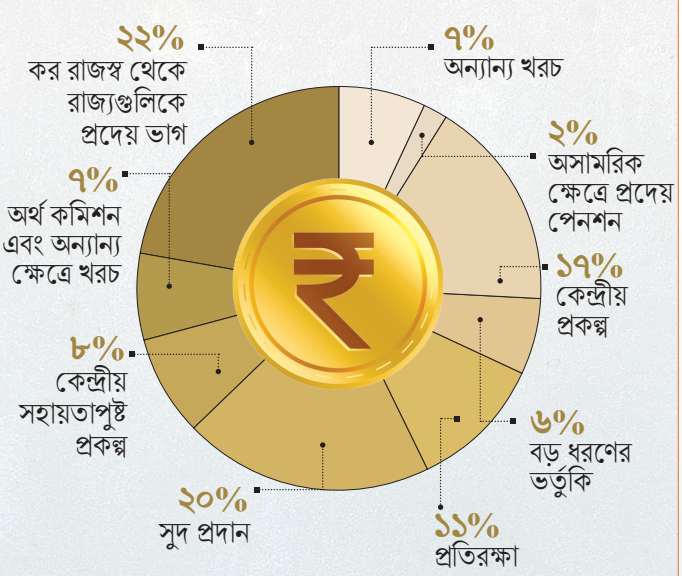

বাজেট হিসাব ২০২৬-২০২৭

৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা বাজেট হিসেবে অনুযায়ী বরাদ্দকৃত

৩৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নয় এমন খাত থেকে প্রাপ্তি

২৮.৭ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে সম্ভাব্য প্রাপ্তি

১৭.২ লক্ষ কোটি টাকা বাজার থেকে মোট ঋণ

৪.৩% শতাংশ রাজকোষ ঘাটতি

বড় মন্ত্রকগুলির বাজেট

১,০৬,৫৩০.৪২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক

১,৩৯,২৮৯.৪৩ শিক্ষা মন্ত্রক

১,৪০,৫২৮.৭৮ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক

৮,৮৪,৬৭৮.২৮ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

২,৮১,৩৭৭.৩২ রেল মন্ত্রক

৮৫,৫২২.৩৯ নগরোন্নয়ন মন্ত্রক

৩,০৯,৮৭৫.৩০ সড়ক পরিবহন মন্ত্রক

১,৯৭,০২৩.১৪ গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক

৯৪,৮০৭.৮৪ জলশক্তি মন্ত্রক

২,৫৫,২৩৩.৫৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

** কোটি টাকার হিসেবে*

এমএসএমই

উদ্যোগ থেকে কর্মসংস্থান

দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে স্বীকৃত ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) খাতকে এই বছরের বাজেটে নতুন গতি দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্ভাবন এবং আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ এই খাতটি সরকারি সহায়তায় স্থানীয় থেকে বিশ্বব্যাপী অগ্রগমনের নতুন শক্তি অর্জন করবে...

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য এমএসএমই বাজেট

২৪,৫৬৬.২৭
কোটি টাকা

এমএসএমই-এর পরিসর সম্প্রসারণ

- অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এক্ষেত্রে ১০,০০০ কোটি টাকার একটি সুনির্দিষ্ট এমএসএমই তহবিল তৈরির ঘোষণা করেছেন।
- উৎপাদনে ৩৫.৪ শতাংশ, রপ্তানিতে ৪৮.৫৮ শতাংশ এবং জিডিপিতে ৩১.১ শতাংশ অবদান রাখে এমএসএমই।
- ICAI, ICSI, এবং ICMAI-এর মতো পেশাদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহরগুলিতে কর্পোরেট মিত্র ক্যাডার তৈরি করতে সহায়তা করা হবে। এই শংসাপ্রাপ্ত আধা-পেশাদাররা MSME সংস্থাগুলিকে সাশ্রয়ী মূল্যে বাধ্যবাধকতা পূরণে সহায়তা করবেন।

নগদ সহায়তা

- TReDS-এর মাধ্যমে, MSME সংস্থাগুলির জন্য ৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থের সংস্থান করা হয়েছে। এর সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
- TReDS প্ল্যাটফর্মে CGTMSE এর মতো প্রণালীর মাধ্যমে ঋণ গ্যারান্টি সহায়তা ব্যবস্থা।
- MSME সংস্থা থেকে সরকারি ক্রয় সম্পর্কে অর্থদাতাদের তথ্য প্রদানের জন্য TReDS-এর সাথে GeM-কে সংযুক্ত করা।
- TreDS-এ প্রাপ্ত বিষয়গুলি সম্পদ সমর্থিত সিকিউরিটিজ হিসেবে চালু করা হবে, যা সেকেন্ডারি বাজারকে চাঙ্গা করবে এবং নগদের জোগান এবং লেনদেন সংক্রান্ত নিষ্পত্তি সহজ করবে।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বরান্বিত এবং ধারাবাহিক করার জন্য ৬ টি প্রস্তাব করা হয়েছে

- ৬টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
- কৌশলগত এবং সীমান্তবর্তী ক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধি
- ঐতিহ্যবাহী শিল্প খাতকে পুনরুজ্জীবিত করা
- "চ্যাম্পিয়ন এমএসএমই" তৈরি করা
- পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি
- দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা
- উন্নয়নশীল শহর অর্থনৈতিক অঞ্চল

MSME সংস্থাগুলির ক্ষমতায়নের কৌশল

- ইক্যুইটি সাপোর্ট: ১০,০০০ কোটি টাকার এসএমই গ্রোথ ফান্ড এবং আত্মনির্ভর ভারত ফান্ডের টপ-আপ
- নগদ সহায়তা: TReDS এর মাধ্যমে ৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি নগদের সংস্থান
- পেশাদার সহায়তা: "কর্পোরেট মিত্র" এবং বাধ্যবাধকতা মেটানোর সরলীকৃত পন্থা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

অর্থনৈতিক সংস্কার

'রিফর্ম এক্সপ্রেস' বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে ওঠার লক্ষ্যে 'সংস্কার এক্সপ্রেস'-এর সওয়ার হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। গত ১১ বছর ধরে, সরকার কর্ম সক্রিয়তা, সংস্কার এবং জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট সংস্কার এক্সপ্রেসকে গতি দিয়েছে আরও...

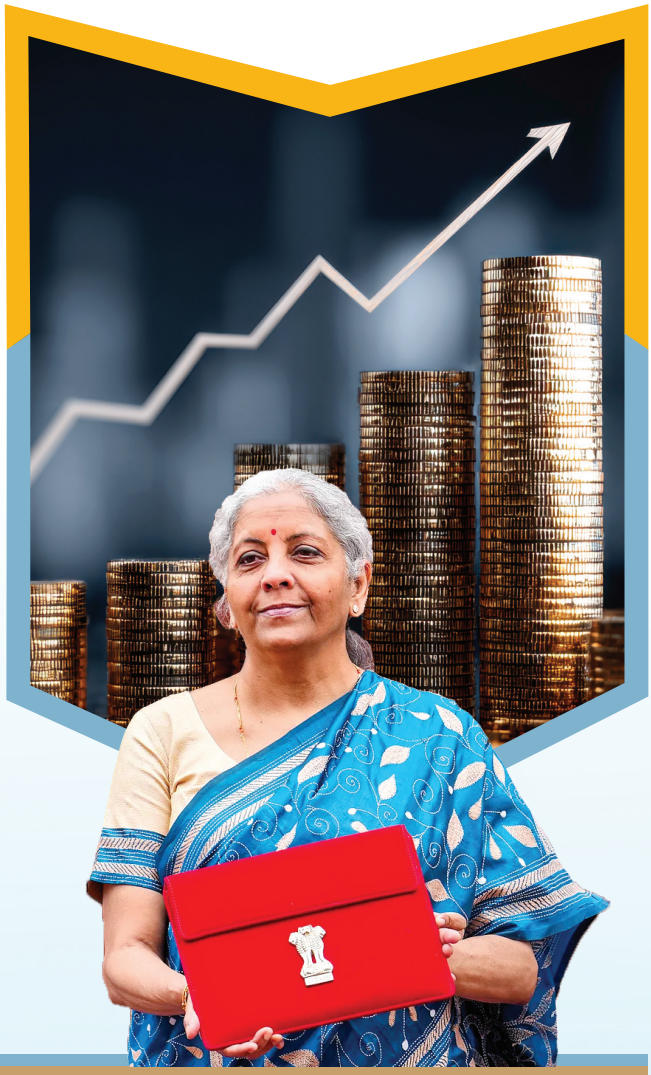

দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিতদের ক্ষমতায়নে সরকার নিয়েছে ত্রিমুখী নীতি - যার জন্য প্রশাসন সংকল্পবদ্ধ:

1. কাঠামোগত সংস্কারের গতি অবশ্যই ধারাবাহিক এবং প্রগতিশীল হতে হবে।
2. সঞ্চয়, দক্ষতার সাথে মূলধন বরাদ্দ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শক্তিশালী এবং স্থিতিস্থাপক আর্থিক খাত আবশ্যিক।
3. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সুশাসনকে সহজতর করতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বিকাশ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একের পর এক সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন করে চলেছে। ২০২৫ সালে স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংস্কার বিষয়ক ঘোষণার পর, ৩৫০ টিরও বেশি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নত ভারতের জন্য প্রস্তুত করা হবে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে

আজ, ভারতের ব্যাঙ্কিং খাত আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও অনেক শক্তিশালী। ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য রেকর্ড মুনাফা, সম্পদের উন্নত মান এবং ৯৮% এরও বেশি গ্রামে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে যাওয়া এর সাক্ষ্য দেয়। এই খাতের অগ্রগতি আরও জোরদার করতে এবং ভারতের ভবিষ্যতের উন্নয়নের চাহিদার সাথে তাকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে "বিকশিত ভারতের উপযুক্ত ব্যাঙ্কিং" সম্পর্কিত উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হবে।

শেয়ার বাইব্যাককে মূলধন লাভ হিসেবে গণ্য করা হবে

শেয়ার বাইব্যাক থেকে প্রাপ্ত পরিমাণ এখন মূলধন লাভ হিসেবে বিবেচিত হবে, লভ্যাংশ হিসেবে নয়। বাইব্যাকের উপর প্রোমোটারদের করের হারও পরিবর্তনশীল হবে। দেশি কোম্পানিগুলির প্রোমোটারদের উপর ২২% কর আরোপ করা হবে, অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে এই হার ৩০% হবে। যারা কেবল দ্রুত লাভের জন্য শেয়ার বাজারে ফিউচার এবং অপশন ট্রেডিংয়ে প্রবেশ করেন তাদের নিরুৎসাহিত করার জন্য, সরকার ফিউচার ট্রেডিংয়ের উপর প্রযোজ্য সিকিউরিটিজ লেনদেন কর (STT) ০.০২% থেকে বাড়িয়ে ০.০৫% করার প্রস্তাব দিয়েছে। একইভাবে, অপশন প্রিমিয়াম এবং অপশন ট্রেডিংয়ের উপর STT, বর্তমানে যথাক্রমে ০.১% এবং ০.১২৫% থেকে বাড়িয়ে ০.১৫% করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য

আইনি জটিলতা কমেছে। নতুন আয়কর আইন ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হতে চলেছে।

আয়কর সীমাস্তর বা ছাড়ের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। আয়কর আইন, ২০২৫, ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।

সরলীকৃত আয়কর নিয়ম এবং ফর্মগুলি শীঘ্রই এসে যাবে। সাধারণ নাগরিকদের বাধ্যবাধকতা মেটানোর কাজ সহজ করতে নতুন ফর্মগুলিকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে।

মোটর এক্সিডেন্ট ক্লেম ট্রাইব্যুনাল-এর নির্ধারিত সুদের উপর সাধারণ মানুষকে আয়কর দিতে হবে না। এর উপর কোনও টিডিএস কাটা হবে না।

কোনও আর্থিক সীমা ছাড়াই বিদেশ ভ্রমণ প্যাকেজ বিক্রির উপর আরোপিত টিসিএস হার এখনকার ৫% এবং ২০% থেকে কমিয়ে ২% করার প্রস্তাব।

শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য লিবারালাইজড রেমিট্যান্স প্রকল্পের (LRS) আওতায় TCS হার ৫% থেকে কমিয়ে ২% করার প্রস্তাব।

টিডিএস সম্পর্কিত বিভ্রান্তি দূর করার জন্য, জনবল পরিষেবা সরবরাহকে ঠিকাদারদের অর্থপ্রদানের শ্রেণীর আওতায় স্পষ্টভাবে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পরিষেবাগুলির উপর টিডিএসের হার হবে মাত্র ১% থেকে ২%।

ছোট করদাতাদের জন্য একটি নতুন প্রকল্প যেখানে মূল্যায়ন কর্মকর্তার কাছে আবেদন না করেই নিয়মের ভিত্তিতে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কম বা শূন্য কর্তনের শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

নামমাত্র ফি প্রদানের মাধ্যমে রিটার্ন সংশোধনের সময়সীমা ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব।

কর রিটার্ন দাখিলের জন্য আলাদা আলাদা সময়সীমা থাকবে। যারা ITR-1 এবং ITR-2 দাখিল করবেন তাদের আগের মতোই ৩১ জুলাই পর্যন্ত সময় থাকবে। অন্যদিকে অডিট না করা ব্যবসায়িক সংস্থা এবং ট্রাস্টগুলিকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে।

অনাবাসীদের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির উপর টিডিএস কাটার জন্য কোনও টিএএন নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আবাসিক ক্রেতা তাদের প্যানের উপর ভিত্তি করে একটি চালানের মাধ্যমে টিডিএস জমা দিতে পারবেন।

শিক্ষার্থী, তরুণ পেশাদার, কারিগরি কর্মী, বিদেশে বসবাসকারী অনাবাসী ভারতীয় এবং অন্যান্য ছোট করদাতাদের জন্য একটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদেশী সম্পদ ঘোষণা করার জন্য ৬ মাসের সময়সীমা দেওয়া হবে।

শাস্তিদানের ক্ষেত্রে যৌক্তিক প্রণালী অনুসরণ

- কর নির্ধারণ এবং জরিমানা প্রণালীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রস্তাব। প্রথম আপিলের সময়কালে জরিমানার পরিমাণের উপর করদাতার কাছ থেকে কোনও সুদ নেওয়া হবে না। অগ্রিম জমা দেওয়ার পরিমাণ ২% থেকে কমিয়ে ১% করা হচ্ছে।
- করদাতারা পুনঃমূল্যায়ন প্রক্রিয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য প্রযোজ্য হারের অতিরিক্ত ১০% কর প্রদান করে তাদের রিটার্ন আপডেট করতে পারবেন।
- আয়ের কম রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে জরিমানা এবং মামলা থেকে মুক্তি এখন ভুল রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হবে। তবে, এই ধরনের ক্ষেত্রে, করদাতাকে অতিরিক্ত আয়কর হিসাবে করের পরিমাণের ১০০%ও দিতে হবে।
- হিসাব বা নথিপত্র সরবরাহ করতে ব্যর্থতা এবং জিনিসপত্রের অর্থ প্রদানের উপর টিডিএস কর্তন করতে ব্যর্থতা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না। শুধুমাত্র ছোটখাটো ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করা হবে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

স্বাস্থ্য

সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি তৈরি করেছে বাজেট

স্বাস্থ্য বাজেটের লক্ষ্য শুধুমাত্র পরিকাঠামো জোরদার করা নয়, সকলের জন্য সুলভে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার সংস্থানও...

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বাজেট **১,০৬,৫৩০.৪২** কোটি টাকা

১৯৪% যৌগিক বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত বিগত ১২ বছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দে

ক্যান্সারের ওষুধ সস্তা হয়েছে : ক্যান্সারের ১৭ টি জীবনদায়ী ওষুধে সম্পূর্ণ শুল্ক ছাড়ের প্রস্তাব। পাশাপাশি বেসরকারি ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে আরও ৭টি বিরল রোগের ওষুধ ও বিশেষ ধরণের রোগীর খাদ্যে আমদানি শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক আঘাতের পরিচর্যা: গড়ে উঠবে এনআইএমএইচএএনএস-২। রাঁচি এবং তেজপুরের ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ ইন্সস্টিটিউট ও আঞ্চলিক স্তরের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীত হবে।

গবেষণা : স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গবেষণা খাতে ২৪ শতাংশ বেড়েছে, হয়েছে ৪,৮২১ কোটি টাকার বেশি।

প্রবীণদের পরিচর্যা : প্রবীণদের পরিচর্যা এবং সমধর্মী আরও নানা পরিষেবা দেওয়ার জন্য ১,৫০,০০০ পেশাদারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে আগামী ৫ বছর ধরে।

স্বাস্থ্য পর্যটন পরিষেবা অঞ্চল : ভারতকে বিশ্বের অন্যতম স্বাস্থ্য পর্যটন পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ৫ টি আঞ্চলিক চিকিৎসা অঞ্চল তৈরি করতে রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করা হবে। এই অঞ্চলগুলিতে চিকিৎসা, চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগ থাকবে।

জেলা হাসপাতাল : আপৎকালীন এবং ট্রমা কেয়ার পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে তুলে ৫০ শতাংশ জেলা হাসপাতালকে আরও উন্নত করা হবে।

এএইচপি প্রতিষ্ঠানগুলিকে দক্ষ করে তোলা

সহায়ক স্বাস্থ্য পেশাদার (এএইচপি)- দের আরও দক্ষ করে তোলা হবে। সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে গড়ে উঠবে নতুন এএইচপি প্রতিষ্ঠান। এইসব প্রতিষ্ঠানে মূলত চর্চা হবে যে ১০ বিষয়ে সেগুলি হল অপ্টোমেট্রি, রেডিওলজি, অ্যানাস্থেশিয়া, ওটি টেকনোলজি, ফলিত মনোবিজ্ঞান এবং আচরণগত স্বাস্থ্য। আগামী ৫ বছরে এএিচপি-র সংখ্যা আরএ ১ লক্ষ বাড়বে।

পশুচিকিৎসক

A পশুচিকিৎসকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করে ২০ হাজারের ওপরে নিয়ে যেতে মূলধনী সংস্থান খাতে ঋণ – সংযুক্ত ভর্তুকি ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিষয়টি বেসরকারি ক্ষেত্রে পশু চিকিৎসা শিক্ষা কেন্দ্র, পশু চিকিৎসা হাসপাতাল প্রভৃতি গড়ে ওঠার সহায়ক।

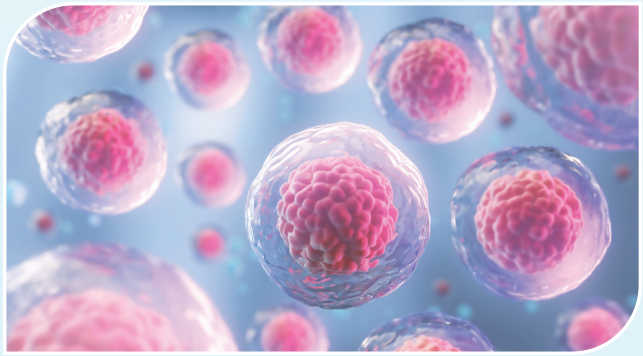

বায়োফার্মা শক্তি (স্ট্র্যাটেজি ফর হেলথ কেয়ার থ্রু নলেজ, টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন)

ডায়াবেটিস, ক্যান্সার কিংবা অটোইমিউন ডিসঅর্ডারের মতো রোগ দেশে উদ্বেগজনক মাত্রায় পৌঁছচ্ছে। তার মোকাবিলায়, ভারতকে বিশ্বের অন্যতম বায়োফার্মা উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে আসছে বায়োফার্মা শক্তি। আগামী ৫ বছরের জন্য এক্ষেত্রে বরাদ্দ হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা। গড়ে তোলা হবে ৩টি নতুন জাতীয় স্তরের ফার্মাসিউটিক্যাল শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এধরণের ৭ টি প্রতিষ্ঠানকে আরও উন্নত করা হবে। এর ফলে ১০ হাজারেরও বেশি স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কেন্দ্র তৈরি হবে।

আয়ুষ : তিনটি নতুন এইমস তৈরি হবে

- গড়ে তোলা হবে ৩ টি নতুন অল ইন্ডিয়া ইন্সস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ।
- আয়ুষ ওষুধ বিপণন কেন্দ্র, ওষুধ পরীক্ষাগার এবং তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত করে হবে জামনগরের ডব্লুএইচও গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনের পাশাপাশি।

আয়ুষ মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ

৪,৪০৮.৯৩ কোটি টাকা

মেডিকেল হাব তৈরি, সহায়ক স্বাস্থ্য পেশাদারের সংখ্যা বৃদ্ধি, সৃজনশীলতাভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার (অরেঞ্জ ইকোনমি – অডিও ভিস্যুয়ালস, গেমিং ইত্যাদি), পর্যটনের প্রসার এবং খেলো ইন্ডিয়া মিশনের সুবাদে তরুণ প্রজন্মের সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

আত্মনির্ভর ভারত

বস্ত্রশিল্পে বিশেষ অগ্রাধিকার

কেন্দ্রীয় বাজেটে বস্ত্র শিল্পে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান, রপ্তানির প্রসার এবং স্বনির্ভর ভারতের লক্ষ্য অর্জনে এই ক্ষেত্রটিকে অন্যতম অনুঘটক করে তুলতে চায় সরকার। চিরাচরিত তাঁত বস্ত্র থেকে আধুনিক তন্তু এবং প্রযুক্তিভিত্তিক বস্ত্র উৎপাদনকে সমন্বিত করে এই ক্ষেত্রের মূল্য শৃঙ্খল আরও শক্তিশালী করা সরকারের লক্ষ্য...

বস্ত্র মন্ত্রকের জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে বরাদ্দ

৫৭২৯.০১ কোটি টাকা

প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বনির্ভরতা এবং কর্মসংস্থানের বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে সরকার বস্ত্র শিল্প ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছে – যার ৫ টি দিক রয়েছে...

- জাতীয় তন্তু প্রকল্প : তন্তু উৎপাদন ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করে তুলতে এই প্রকল্প রেশম, পশম, পাট ছাড়াও মানুষের তৈরি এবং আধুনিক তন্তু উৎপাদনে সহায়তা দেবে।
- কর্মসংস্থান : চিরাচরিত তন্তু উৎপাদন অঞ্চলগুলির আধুনিকীকরণ, যন্ত্র কেনার মূলধনী সহায়তা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং শংসা প্রদানের কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।
- জাতীয় হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প কর্মসূচি : এক্ষেত্রে চালু থাকা কর্মসূচিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জাতীয় স্তরের একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে – যা তন্তুবায় এবং কারুশিল্পীদের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক।
- বয়ন – পরিবেশ উদ্যোগ : এর লক্ষ্য বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে উৎপাদিত বয়ন সামগ্রীর প্রসার।

> এই বাজেট, একটি উচ্চাভিলাষী রোডম্যাপ, যা মেক ইন ইন্ডিয়া এবং আত্মনির্ভর ভারত অভিযানকে নতুন গতি দেওয়ার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বাজেটে নতুন উদীয়মান শিল্পগুলিকে, অর্থাৎ উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিকে যে শক্তি দিয়ে সমর্থন দেওয়া হয়েছে তা অভূতপূর্ব।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস

ভারতের বাইরে বসবাসরত(PROI) একক বিনিয়োগকারীদের তালিকাভুক্ত ভারতীয় কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হবে। গোষ্ঠীভিত্তিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সীমা ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ২৪% করা হবে এবং একক বিনিয়োগকারীর জন্য সীমা ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১০% করা হবে।

সমর্থ 2.0

উন্নত দক্ষতায়ণের উদ্যোগ আরও নিবিড়ভাবে সহযোগিতার মাধ্যমে বয়ন ক্ষেত্রের দক্ষতা বাস্তুতন্ত্রের আধুনিকীকরণ সম্ভব করে তুলবে।

মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ উদ্যোগ

খাদি, তাঁত এবং হস্তশিল্পকে শক্তিশালী করার জন্য, মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ উদ্যোগ চালু করা হবে। এই উদ্যোগটি বিশ্বব্যাপী বাজার সংযোগ, ব্র্যান্ডিং, সুবিন্যস্ত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, মান উন্নয়ন এবং প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণে জোর দেবে।

বিরল খনিজ

২০২৫ সালের নভেম্বরে রেয়ার আর্থ পারমানেন্ট ম্যাগনেট স্কিম চালু করা হয়। এই বাজেটে খনি, প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা এবং উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য একটি বিরল খনিজ করিডোর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়েছে। এই করিডোরটি ওড়িশা, কেরালা, অন্ধ্র প্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর মতো খনিজ সমৃদ্ধ রাজ্যগুলিকে সহায়তা করবে।

ধারক উৎপাদন

১০,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য একটি কন্টেইনার উৎপাদন প্রকল্প চালু করা হবে।

> আমরা বিকাশের গতি ধরে রাখার পথ প্রশস্ত করছি। আমরা ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাই। প্রাথমিকভাবে, আমরা কাঠামোগত সংস্কার সহ একটি পরিমণ্ডল তৈরি করার ওপর জোর দিচ্ছি। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে আমাদের সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
>
> *নির্মলা সীতারমন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী*

ব্যাপক ও সমন্বিত নীতি কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে

২০২৬-২৭ সালের বাজেটে শ্রম-নিবিড় বস্ত্র ও বয়ন খাতের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি, সাধারণ মানুষের জীবিকা এবং ধারাবাহিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফাইবার থেকে ফ্যাশন, গ্রামীণ শিল্প থেকে বিশ্ববাজার পর্যন্ত সমগ্র টেক্সটাইল মূল্য শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করার জন্য একটি ব্যাপক এবং সমন্বিত নীতি কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে।

মেগা টেক্সটাইল পার্ক

সরকার মেগা টেক্সটাইল পার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এই পার্কগুলি কারিগরি টেক্সটাইলের বিকাশকেও তরান্বিত করবে।

ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম

বয়ন শিল্পে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) জন্য নগদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সরকার ট্রেড রিসিভেবলস ডিসকাউন্টিং সিস্টেম (টিআরইডিএস) এর কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু পদক্ষেপের ঘোষণা করেছে।

বাজেটে বয়ন, চর্মজাত এবং সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানির প্রসারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হয়েছে

- শুল্কমুক্ত আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে তৈরি বয়ন সামগ্রী, চামড়ার পোশাক, চর্মজাত পণ্য বা সিন্থেটিক পাদুকা এবং অন্যান্য পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার সময়কাল ১২ মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
- এই পদক্ষেপ রপ্তানিকারকদের আরও বেশি সময়ের পরিসর দেবে। বাধ্যবাধকতা মেটানো সহজ হবে এবং একটি উন্নত কার্যকরী মূলধন ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে।
- TReDS-এর মাধ্যমে বয়ন শিল্পে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSMEs) এর জন্য নগদ সহায়তার সংস্থান।

মহিলা

শিক্ষিত করে তোলার নিরলস প্রয়াস

মহিলাদের শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ করে তোলার মাধ্যমে তাঁদের ক্ষমতায়নের নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেটে মহিলাদের সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা এর সরাসরি সুফল পাবে। এই বছরের বাজেটে মহিলা-নেতৃত্বাধীন ও মহিলা-পরিচালনাধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য একটি আধুনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, এর লক্ষ্য প্রগতি ও সমৃদ্ধির সুফল যাতে প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছয়, তা সুনিশ্চিত করা...

মহিলাদের হস্টেল

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় মহিলাদের হস্টেল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লিঙ্গসাম্য, নিরাপত্তা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ এক মাইলফলক।

স্বনির্ভর উদ্যোগ 'শি-মার্ট'

- লাখপতি দিদি যোজনার সাফল্যের উপর ভিত্তি করে এবারের বাজেটে স্বনির্ভর উদ্যোগ 'শি-মার্ট'-এর সংস্থান রয়েছে।
- এর লক্ষ্য হলো পশুপালন, কৃষি সংক্রান্ত কাজ ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত মহিলাদের কেবল জীবিকার সংস্থান থেকে বের করে এনে তাঁদের উদ্যোগপতি হয়ে উঠতে উৎসাহ যোগানো।
- দেশের প্রতিটি জেলায় গোষ্ঠী মালিকানায় খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হবে। এগুলি মহিলাদের তৈরি পণ্য বিক্রয়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। এর ফলে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও গ্রামীণ মহিলাদের তৈরি পণ্য নতুন বাজার পাবে।
- শি-মার্ক ব্যাজ মহিলাদের সহজে অর্থের যোগান পেতে সাহায্য করবে।

লিঙ্গসাম্যের লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ

২০২৬-২৭ সালের জেন্ডার বাজেট স্টেটমেন্টে (জিবিএস) মহিলা ও শিশুকন্যাদের কল্যাণে ৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি ২০২৫-২৬ সালে বরাদ্দ হওয়া ৪.৪৯ লক্ষ কোটি টাকার থেকে ১১.৩৬% বেশি।

যুব

সম্ভাবনার নতুন দরজা

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সংসদে পেশ করা বাজেটকে যুব বাজেট আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যুব সমাজের চিন্তাভাবনা, তাদের স্বপ্ন, সংকল্প এবং গতিশীলতার প্রতিফলন ঘটেছে। বাজেটের সংস্থানগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতা, উদ্ভাবক ও ক্রিয়েটরদের উন্মেষ ঘটাবে। এছাড়া খেলো ইন্ডিয়া মিশনের মাধ্যমে যুব সমাজের সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে...

শিক্ষা

- বড় বড় শিল্প ও লজিস্টিকস করিডরের আশপাশে চ্যালেঞ্জ রুটের মাধ্যমে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে সহায়তা করবে।
- ভারতের পূর্বাঞ্চলে একটি নতুন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন স্থাপনের প্রস্তাব।
- জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রসারে চারটি টেলিস্কোপ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

বাজেট

শিক্ষা মন্ত্রকের মোট বাজেট বরাদ্দ **১৩৯২৮৯.৪৮** কোটি টাকায় পৌঁছেছে, ২০২৫-২৬-এর বাজেট অনুমোদনের তুলনায় ৮.২৭% বৃদ্ধি।

শিক্ষা থেকে চাকরি ও উদ্যোগ

'শিক্ষা থেকে চাকরি ও উদ্যোগ' সংক্রান্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। এই কমিটি বিকশিত ভারতের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে পরিষেবা ক্ষেত্রের উপর বিশেষ জোর দেবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিশ্ব বাজারের ১০% ভাগ নিয়ে ভারতকে এই ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে বসাতে সহায়ক হবে এই সিদ্ধান্ত।

সৃজনশীল অর্থনীতি

১৫,০০০ মাধ্যমিক স্কুল ও ৫০০টি কলেজে এভিজিসি কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব স্থাপনে মুম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিকে সহায়তার প্রস্তাব।

খেলাধুলা

ক্রীড়া ক্ষেত্রে খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিভা অন্বেষণ ও লালনপালনের যে প্রয়াস চলছে তাতে আরও গতির সঞ্চার করতে খেলো ইন্ডিয়া মিশন চালুর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে আগামী দশকে দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আসবে।

খেলো ইন্ডিয়া মিশন বহু সুযোগ সুবিধার দরজা খুলে দেবে...

- তৃণমূল স্তর, মাধ্যমিক ও শীর্ষ পর্যায়ে প্রতিভা লালন-পালনের জন্য একটি সুসমন্বিত প্রতিভা উন্নয়ন কর্মসূচি।
- প্রশিক্ষক ও সহায়ক কর্মীদের উন্নয়নে সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা।
- ক্রীড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন।
- ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রসারে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও লিগের ব্যবস্থা করা।
- প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার জন্য ক্রীড়া সংক্রান্ত পরিকাঠামোর উন্নয়ন।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

কৃষির ক্ষমতায়ন

কৃষকদের স্বপ্ন পূরণ

কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই ভারতের কৃষি, ডেয়ারি ক্ষেত্র ও মৎস্যচাষ ক্ষেত্রকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। এই বছরের বাজেটেও নারকেল, কাজু, কোকো ও চন্দন চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মৎস্যচাষ ও পশুপালন উদ্যোগের প্রসারে নেওয়া পদক্ষেপ আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, গ্রামে গ্রামে স্বনিযুক্তির সুযোগ বাড়াবে...

১,৭০,৯৪৪ কোটি টাকা ভর্তুকি হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে সার ও বিভিন্ন উপাদান সুলভে পাওয়া যাবে, উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং কৃষকরা স্বস্তি পাবেন।

উচ্চ-মূল্যের কৃষি

সরকার উচ্চ-মূল্যের শস্য চাষে সহায়তা করবে

- উপকূল এলাকায় নারকেল, চন্দন, কোকো ও কাজুর মতো উচ্চ-মূল্যের শস্যে সহায়তা।
- নারকেল উৎপাদনে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়াতে নারকেল প্রসার প্রকল্পের প্রস্তাব।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অগুরু এবং পাহাড়ি এলাকায় আখরোট, কাঠবাদাম ও অ্যাপ্রিকট চাষে উৎসাহ।
- ভারতীয় কাজু ও কোকো-র জন্য এক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির প্রস্তাব, যাতে এগুলিকে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের অগ্রণী ব্র্যান্ডে পরিণত করা যায়।

কৃষকদের আয় বৃদ্ধি

- কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য চাষ, ৫০০টি জলাধার ও অমৃত সরোবরের উন্নয়ন, পশু পালন ও উচ্চ-মূল্যের কৃষিকর্মে উৎসাহ দেওয়া হবে।

ভারত-VISTAAR

- কেন্দ্রীয় বাজেটে ভারত-VISTAAR-এর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এটি এমন এক বহুভাষিক এআই সরঞ্জাম যার সাহায্যে এগ্রিস্ট্যাক পোর্টাল এবং কৃষি সম্পর্কিত আইসিএআর প্যাকেজকে এআই সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি

- গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জন্য বাজেট বরাদ্দ এবার ২১% বাড়ানো হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি মন্ত্রকের অধীনে গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি দপ্তরের সম্মিলিত বাজেট বরাদ্দ এখন ৪,৩৫,৭৭৯ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।
- কৃষি দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ এবছর বাড়িয়ে ১,৩২,৫৬১ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ৯,৯৬৭ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। এতে গবেষণা ও উদ্ভাবন ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হবে।
- জাতীয় ফাইবার প্রকল্পের আওতায় রেশম, পশম ও পাটের মতো তন্তুগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। এতে এরসঙ্গে জড়িত কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হবেন।

সমবায় ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন উৎসাহের প্রস্তাব

- প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির উৎপাদিত তুলো এবং পশুখাদ্য সরবরাহের উপর ছাড় দেওয়া হয়েছে।
- নতুন কর নিয়মে আন্তঃসমবায় সমিতির লভ্যাংশ বাবদ আয়ের উপর ছাড় দেওয়া হয়েছে।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়ন দপ্তরের জন্য ১৬৬৯.৭২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভিন্নভাবে সক্ষম

মর্যাদা, সুযোগ এবং স্বনির্ভরতা

এই বছরের বাজেট সামাজিক দায়িত্বকে ছাপিয়ে ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূল ধারায় তাঁদের যুক্ত করার এক সুস্পষ্ট পথনির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, সহায়ক সরঞ্জাম এবং কাজের সুযোগ সংক্রান্ত সংস্থানের মাধ্যমে এই বাজেট ভিন্নভাবে সক্ষমদের আত্মনির্ভর করে তুলে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের এক মর্যাদাপূর্ণ জীবন সুনিশ্চিত করতে চায়...

সহজে জীবনযাপন

ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়ন

ভিন্নভাবে সক্ষমদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প : এই প্রকল্পের আওতায় শিল্প মহলের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্নভাবে সক্ষমদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাঁদের মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা অর্জন সুনিশ্চিত করা হয়। শিল্প মহলের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই প্রকল্পে ভিন্নভাবে সক্ষম মহিলাদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। আয়কর, এভিজিসি ও আতিথেয়তা ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয় এই প্রকল্পের আওতায়।

সশস্ত্র বাহিনীর জন্য প্রতিবন্ধী পেনশন

সশস্ত্র বাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীর জন্য শর্তসাপেক্ষে প্রতিবন্ধী পেনশনের ব্যবস্থা রয়েছে। যেসব ব্যক্তি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনীতে কর্তব্য পালনের সময় শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ সংস্থান রয়েছে।

প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা

বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণে প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যার একটি পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এজন্য দেড় লক্ষ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

দিব্যাঙ্গ সাহারা যোজনা

যোগ্য দিব্যাঙ্গজনদের জন্য যথা সময়ে উচ্চমানের সহায়ক সরঞ্জাম

- গবেষণা ও উন্নয়ন এবং এআই সংযুক্তিকরণের লক্ষ্যে বিনিয়োগের জন্য আর্টিফিসিয়াল লিম্বস ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এএলআইএমসিও)-কে সহায়তা।
- পিএম দিব্যাশা কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন এবং আধুনিক খুচরো কেন্দ্র হিসেবে সহায়ক প্রযুক্তি মার্ট স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে ভিন্নভাবে সক্ষম এবং প্রবীণ নাগরিকরা বিভিন্ন সহায়ক সরঞ্জাম দেখে, পরখ করে কিনতে পারবেন।
- দিব্যাঙ্গ সাহারা যোজনার আওতায় সহায়ক সরঞ্জামের উৎপাদন বৃদ্ধি, গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং কৃত্রিম মেধা সহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের জন্য সরকার আর্টিফিসিয়াল লিম্বস ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এএলআইএমসিও)-কে সহায়তা করবে।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

ভবিষ্যতের ভারত

বিকাশের চালিকাশক্তি হবে পরিকাঠামো

যেকোন দেশের উন্নয়ন পরিমাপের সবথেকে ভালো উপায় হল তার মূলধনী বাজেট দেখা। সরকারের মূলধনী খরচ যতো বেশি হবে, উন্নয়ন ও পরিকাঠামোর কাজ ততই বাড়বে। গত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জনপরিকাঠামো নির্মাণের মূলধনী খরচ শুধু যে ২ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১২.২ লক্ষ কোটি হয়েছে তাই নয়, বৃহৎ মাত্রায় পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চালানো হচ্ছে...

পরিকাঠামো বাজেটে ৬ গুণ বৃদ্ধি

১২.২ লক্ষ কোটি টাকা ২০২৬-২৭

১১.২ লক্ষ কোটি টাকা ২০২৫-২৬

২ লক্ষ কোটি টাকা ২০১৪-১৫

৭টি উচ্চগতিসম্পন্ন রেল করিডর গড়ে তোলা হচ্ছে, যা শহরগুলির মধ্যে দূরত্ব কমাবে

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭

ভারতীয় রেলের জন্য **২,৯৩,০৩০ কোটি** টাকার রেকর্ড মূলধনী বাজেট বরাদ্দ, এযাবৎ সর্বোচ্চ।

- রেলের ব্যয়ের ক্ষেত্রে উচ্চগতির সংযোগ, পণ্য পরিবহণ ও নিরাপত্তার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।
- চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের উচ্চগতিসম্পন্ন করিডর গড়ে তোলা হচ্ছে। এর সুবাদে ৫টি দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য- কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা ও পুদুচেরি বিশেষ উপকৃত হবে।

- দক্ষিণের উচ্চগতিসম্পন্ন করিডরের ফলে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা ও পুদুচেরি বিশেষ উপকৃত হবে।

প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উচ্চ গতি সম্পন্ন রেল করিডর যে বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে, তার পরিমাণ **১৬** লক্ষ কোটি টাকা

- প্রস্তাবিত এই করিডর শহরগুলির মধ্যে যাতায়াতের সময় কমাবে। এর ফলে যাত্রীরা অনায়াস, বহুমুখী পরিবহণের সুবিধা ভোগ করবেন।
  - মুম্বাই-পুনে
  - পুনে- হায়দ্রাবাদ
  - হায়দ্রাবাদ-বেঙ্গালুরু
  - হায়দ্রাবাদ-চেন্নাই
  - চেন্নাই-বেঙ্গালুরু
  - দিল্লি-বারাণসী
  - বারাণসী-শিলিগুড়ি করিডর গড়ে তোলা হবে

পরিবেশ-বান্ধব পণ্য পরিবহণ

পূর্বে ডানকুনি থেকে পশ্চিমে সুরাট পর্যন্ত একটি নতুন সুনির্দিষ্ট পণ্য করিডর গড়ে তোলা হবে (২০৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ)।

আগামী ৫ বছরের মধ্যে ২০টি নতুন জাতীয় জলপথের সূচনা হবে। ওড়িশার জাতীয় জলপথ ৫, তালচের ও আঙ্গুলের মতো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এলাকা এবং কলিঙ্গ নগরের মতো শিল্পকেন্দ্রকে পারাদ্বীপ ও ধামরা বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করবে।

এই জলপথে শ্রমশক্তির যোগানের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে আঞ্চলিক উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে, স্থানীয় যুব সমাজ এর সুবিধা ভোগ করবে। বারাণসী-পাটনায় একটি জাহাজ মেরামতি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

২০৪৭ সালের মধ্যে জলপথ ও উপকূলীয় পরিবহণের ভাগ ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২ শতাংশ হবে, এজন্য একটি উপকূলীয় পণ্য প্রসার প্রকল্প চালু করা হবে।

দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও পর্যটনের প্রসারের জন্য দেশীয় সি-প্লেন উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়া হবে। এজন্য একটি সি-প্লেন ভিজিএফ প্রকল্প চালু হবে।

কার্বন শোষণ ব্যবহার ও মজুত (সিসিইউএস)

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশ করা পথনির্দেশিকার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে শক্তি, ইস্পাত, সিমেন্ট ও রাসায়নিক সহ ৫টি শিল্প ক্ষেত্রের জন্য বড় মাপের সিসিইউএস প্রযুক্তির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এজন্য আগামী ৫ বছরে বরাদ্দ করা হয়েছে

২০,০০০ কোটি টাকা

পরিকাঠামো ঝুঁকি নিশ্চয়তা তহবিল স্থাপন করা হবে

- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির রিয়েল এস্টেট সম্পদের পুনর্ব্যবহারে উৎসাহ দিতে সুনির্দিষ্ট আরইআইটি স্থাপন করা হবে।
- ৫ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার শহরগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর সরকার বিশেষ মনোযোগ জারি রেখেছে (টিয়ার২ ও টিয়ার৩ শহর)।
- পরিকাঠামো, নির্মাণ ও উন্নয়নে বেসরকারি ক্ষেত্রের আস্থা বাড়াতে এবং ঋণদাতাদের ঋণের আংশিক গ্যারান্টি দিতে পরিকাঠামো ঝুঁকি নিশ্চয়তা তহবিল গঠন করা হবে।
- কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলি ২টি স্থানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির টুল রুম গড়ে তুলবে। এগুলি ডিজিটাল স্বংয়ক্রিয় পরিষেবা ব্যুরো হিসেবে কাজ করবে।
- অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চমূল্যের পরিকাঠামো সরঞ্জামের দেশীয় উৎপাদনে উৎসাহ দিতে একটি প্রকল্প চালু করা হবে।
- বিশ্বস্তরে প্রতিযোগিতার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কন্টেনার ম্যানুফ্যাকচারিং পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প চালুর প্রস্তাব রয়েছে।

এজন্য আগামী ৫ বছরে

১০,০০০

কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শহুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল

শহরগুলিই হল ভারতের বিকাশ, উদ্ভাবন ও সম্ভাবনার চালিকাশক্তি। আমরা টিয়ার২ ও টিয়ার৩ শহরগুলি ও ধর্মস্থানগুলির ওপর বিশেষ জোর দেব। সেখানে আধুনিক পরিকাঠামো ও মৌলিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবো। এজন্য প্রতি শহুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল বাবদ আগামী ৫ বছরে ৫০০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। চ্যালেঞ্জ মোডে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ করা হবে।

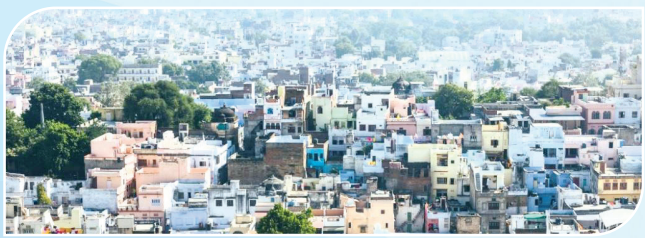

বিকাশের চালিকাশক্তি

উদীয়মান প্রযুক্তি এবং ডিজিটাইজেশন

ভারত শুধু বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডলই নয়, মোবাইল ফোনের অগ্রণী রপ্তানিকারকও বটে। নতুন প্রযুক্তির প্রসারে সরকার এআই মিশন, ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশন, অনুসন্ধান জাতীয় গবেষণা তহবিল, গবেষণা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন তহবিল স্থাপন সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। বাজেটেও এই লক্ষ্যে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে...

৪০,০০০ কোটি টাকা | ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম উৎপাদন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৫.৫% | সেফ হার্বার মার্জিন কার্যকর হবে, সব তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবার জন্য একটিই বিভাগ রাখা হয়েছে।

- ভারত সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত পরিষেবা, নলেজ প্রসেস আউটসোর্সিং পরিষেবা এবং সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নমূলক পরিষেবায় বিশ্বে নেতৃত্বদানের ভূমিকায় রয়েছে। এখন এই সমস্ত পরিষেবাকে তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা শীর্ষক এক অভিন্ন বিভাগে আনা হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে সবার জন্য ১৫.৫% সেফ হার্বার মার্জিন কার্যকর হবে।
- তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবার জন্য সেফ হার্বারের সুবিধা পেতে গেলে উর্ধ্বসীমা ৩০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবায় সেফ হার্বারের জন্য অনুমোদন এখন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হবে। এজন্য কোনও কর আধিকারিকের পরীক্ষা ও অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।
- তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা কোম্পানি একবার এরজন্য আবেদন জানালে কোম্পানির ইচ্ছা অনুযায়ী ৫ বছর ধরে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।
- তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা কোম্পানিগুলির জন্য অ্যাডভান্স প্রাইসিং এগ্রিমেন্ট ২ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হবে। এটি সর্বোচ্চ ২ বছরের জন্য বাড়ানো যেতে পারে।

> “ সেমিকন্ডাক্টর মিশনে দুটি বড়মাপের ঘোষণা রয়েছে যা ইন্ডিয়া স্ট্যাক এবং মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ের উন্নয়ন ঘটাবে। ৪০,০০০ কোটি টাকার ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম উৎপাদন প্রকল্প ইলেক্ট্রনিক্সের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার পথে জোরালো সমর্থন জোগাবে।
>
> *নির্মলা সীতারমণ*
> *কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী*

বিশ্বস্তরের ব্যবসা ও বিনিয়োগ আকর্ষণ

- ডেটা সেন্টারগুলিতে পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে যেসব বিদেশী কোম্পানি ডেটা সেন্টারের পরিষেবা ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপি ক্লাউড পরিষেব দিচ্ছে তাদের ২০৪৭ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- যদি কোনও কোম্পানি সহযোগি সংস্থায় ডেটা সেন্টার পরিষেবা দেয়, তাকে ব্যয়ের ১৫% সেফ হার্বার দেওয়া হবে।
- ইলেক্ট্রনিক উৎপাদনের দক্ষতা বাড়াতে অনাবাসীদের সরঞ্জামের গুদামের লভ্যাংশের মার্জিনের ২% সেফ হার্বার দেওয়া হবে।
- ভারতে টোল ম্যানুফ্যাকচারিং-এ উৎসাহ দিতে অনাবাসীদের ৫ বছরের জন্য আয়কর ছাড় দেওয়া হবে।
- বিশ্বস্তরের প্রতিভাগুলিকে ভারতে কাজ করার উৎসাহ যোগাতে অনাবাসী বিশেষজ্ঞদের আয় বিজ্ঞাপিত প্রকল্পগুলিতে ৫ বছরের রেসিডেন্সি পিরিয়ডের জন্য ছাড় দেওয়া হবে।
- অনুমানের ভিত্তিতে যেসব অনাবাসী কর দেবেন তাঁরা তাঁদের মিনিমাম অল্টারনেট ট্যাক্সের আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন

- সরঞ্জাম ও উৎপাদনে উৎসাহ দিতে, সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ভারতীয় আইপি ডিজাইনের উন্নয়নে এবং সরবরাহ শৃঙ্খল আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০-র সূচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিল্পভিত্তিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।
- ২০০৫ সালের এপ্রিলে শুরু হওয়া ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম উৎপাদন প্রকল্প ইতোমধ্যেই প্রাথমিক লক্ষ্যের দ্বিগুণ বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য ২২৯১৯ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছিল। এতে আরও গতির সঞ্চার করতে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪০,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

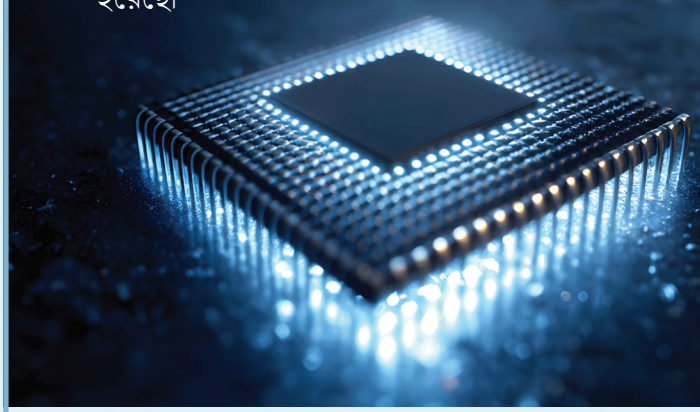

ই-কমার্স ক্যারিয়ার রপ্তানি: মূল্যসীমা অপসারিত

ই-কমার্সের মাধ্যমে ভারত বিশ্ববাজারে বিস্তৃতি লাভ করছে। ভারতের ছোট ব্যবসা, কারিগর ও স্টার্টআপগুলিকে উৎসাহ দিতে ক্যারিয়ার রপ্তানি কনসাইমেন্ট পিছু ১০ লক্ষ টাকার যে সীমা ছিল, তা বিলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

“

এই বাজেট উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এই বাজেট দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছে। আমি আবারও নির্মলা জি এবং তাঁর টিমকে এই ভবিষ্যৎমুখী সংবেদনশীল বাজেটের জন্য অভিনন্দন জানাই। এর লক্ষ্য গ্রাম, দরিদ্র মানুষজন এবং কৃষকদের উপকার করা।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

পর্যটনের প্রসার

পর্যটন, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যে গুরুত্ব

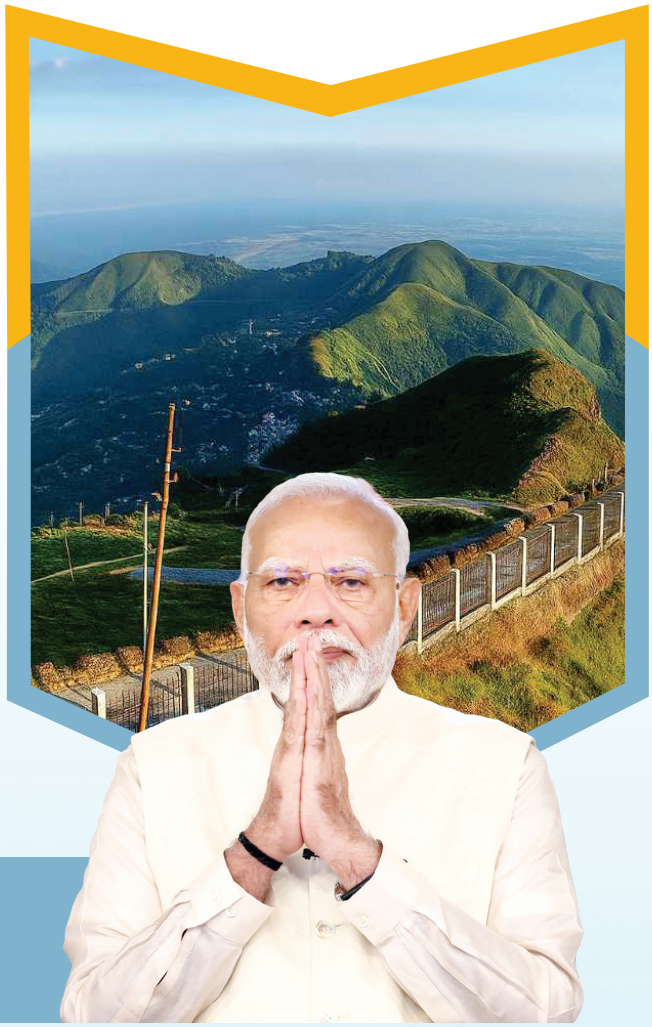

ভারতের সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যটন-ভিত্তিক বিকাশে জোর দিয়েছে। এই বিষয়টি এ বছরের বাজেটে প্রতিফলিত। আধ্যাত্মিক স্থানগুলিতে পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন এবং ভারতের বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আরও তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বাজেটে। এর মাধ্যমে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে আরও তুলে ধরায় সরকারের দায়বদ্ধতা স্পষ্ট...

হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীরে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পার্বত্য পর্যটন ব্যবস্থাপনার বিকাশে জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্বঘাটের আরাকু উপত্যকা ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালাতেও এই ধরনের ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে।

ন্যাশনাল হসপিটালিটি ইন্সটিটিউট গড়ে তোলার প্রস্তাব

- ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কেটারিং টেকনোলজি'কে আরও উন্নত করে জাতীয় স্তরে ন্যাশনাল হসপিটালিটি ইন্সটিটিউট গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। এরফলে, তরুণ প্রজন্মের দক্ষতায়নের পাশাপাশি পর্যটন ক্ষেত্রে গতি আসবে।
- ২০টি পর্যটন কেন্দ্রে ১০ হাজার গাইড'কে আরও দক্ষ করে তোলায় হাইব্রীড মোডে ১২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ পাঠক্রম চালু হবে – এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে আইআইএম।
- সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহ্যগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গার একটি ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৈরি হবে ন্যাশনাল ডেস্টিনেশন ডিজিটাল নলেজ গ্রীড।
- এরফলে, স্থানীয় গবেষক, ইতিহাসবিদ, বিষয়বস্তু নির্মাতা এবং প্রযুক্তিবিদদের কাজের সুযোগ বাড়বে।

১৫টি পুরাতাত্ত্বিক স্থানকে সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত

- লোথাল, ধোলাভিরা, রাখিগাঢ়হি, আদিচান্নালুর, সারনাথ, হস্তিনাপুর, লেহ্ সহ ১৫টি পুরাতাত্ত্বিক অঞ্চলকে আরও সাজিয়ে তোলা হবে। এরফলে, আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে তুলে ধরার বিষয়টি আরও জোরদার হবে।

৫টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে ৫টি পর্যটন কেন্দ্র তৈরি হবে

- একটি সংযুক্ত পূর্ব উপকূল শিল্প করিডর গড়ে উঠবে, যার অন্যতম কেন্দ্র হবে দুর্গাপুর। এরফলে, ৫টি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের পর্যটন স্থলগুলিতে যাতায়াত আরও সহজ হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ৪ হাজার বৈদ্যুতিক বাস চালানোরও প্রস্তাব রয়েছে।
- অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, আসাম, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধ সার্কিট গড়ে তোলার নতুন প্রকল্প।
- এরফলে, ঐ অঞ্চলের ধর্মীয় স্থানগুলির সংরক্ষণ, সেই স্থানগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যার কেন্দ্র এবং পুণ্যার্থীদের প্রয়োজনীয় পরিষেবার সংস্থান নিশ্চিত হবে।

পর্যটন-ভিত্তিক বিকাশের নতুন দিগন্ত

- ওড়িশা, কর্ণাটক ও কেরলে কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্র এবং সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিকাট হ্রদ এবং তামিলনাড়ু'তে পক্ষীবিদদের জন্য বিশেষ কেন্দ্র গড়ে উঠবে।

পদ্ম পুরস্কার ২০২৬

পদ্মভূষণ
বিশেষ সেবা

পদ্মশ্রী
বিশেষ সেবা

পদ্ম বিভূষণ
অনন্যসাধারণ
বিশেষ সেবা

সম্মাননার এক নতুন পরম্পরা

নিঃস্বার্থ কর্মযোগীরা

দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানগুলির অন্যতম হল পদ্ম পুরস্কার। শুধুমাত্র বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের নয়, সেইসঙ্গে সমাজ, দেশ এবং মানুষের সেবায় নিবেদিত অখ্যাত নায়কদেরও এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। এই কারণে বর্তমান সরকার এইসব পুরস্কারের বাছাই প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি পরিবর্তন এনেছে...এখন প্রচারের আলোর আড়ালে থেকে যাঁরা ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন, তাঁরা রাষ্ট্রপতি ভবনের 'মানুষের পদ্ম' পুরস্কারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন...জনজীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন এমন ১৩১ জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে ২০২৬-এ সম্মানিত করা হবে...

৫ বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে পদ্ম বিভূষণ

ধর্মেন্দ্র সিং দেওল
(মরণোত্তর) (শিল্পকলা)
মহারাষ্ট্র

কে. টি. থমাস
(জনসেবা)
কেরালা

এন. রাজম
(শিল্পকলা)
উত্তরপ্রদেশ

পি. নারায়ণন
(সাহিত্য ও শিক্ষা)
কেরালা

ভি.এস. অচ্যুতানন্দন
(মরণোত্তর)
(জনসেবা), কেরালা

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্ম পুরস্কার ২০২৬-এর প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। এ বছর দুজনকে যুগ্ম পুরস্কার সহ ১৩১ জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অনুমোদনক্রমে পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ৫ জনকে পদ্ম বিভূষণ, ১৩ জনকে পদ্মভূষণ এবং ১১৩ জনকে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রাপকদের মধ্যে ১৯ জন নারী, বিদেশ/এনআরআই/পিআইও/ওসিআই বিভাগে ৬ জন এবং ১৬ জনকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হবে। এই বছরের তালিকায় ১৯ জন মহিলাকে যুক্ত করার ফলে

পদ্ম পুরস্কারের তাৎপর্য

- ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার দুটি অসামরিক পুরস্কার চালু করে - ভারত রত্ন এবং পদ্ম বিভূষণ। পদ্ম বিভূষণে তিনটি শ্রেণি ছিল: প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি এবং তৃতীয় শ্রেণি। ৮ জানুয়ারি, ১৯৫৫তে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই পুরস্কারগুলির পদ্ম বিভূষণ, পদ্ম ভূষণ এবং পদ্মশ্রী নামকরণ করা হয়।
- এই পুরস্কারগুলি মর্যাদা ও জাতীয় সম্মানের প্রতীক। কোনও নগদ অর্থ প্রদান করা হয় না।
- পুরস্কারজয়ীরা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত একটি শংসাপত্র এবং একটি পদক পেয়ে থাকেন। পদকের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিও প্রদান করা হয়, যা তাঁরা যে কোনও অনুষ্ঠানে পরতে পারেন।
- এই পুরস্কার কোনও খেতাবের সমকক্ষ নয়। পুরস্কারজয়ীরা তাঁদের নামের আগে বা পরে এই পুরস্কারের নাম ব্যবহার করতে পারেন না।

গত ৬ বছরে পদ্ম পুরস্কারজয়ী মহিলার সংখ্যা ১৫৪তে পৌঁছেছে। প্রতি বছর মার্চ বা এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি।

অনন্যসাধারণ অবদান এবং আত্মনিবেদিত সেবার জন্য যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সম্মানিত করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ১৬ জন হলেন মরণোত্তর পুরস্কারজয়ী। অভিনেতা ধর্মেন্দ্র সিং দেওল এবং কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দনকে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করা হবে। পদ্ম ভূষণ প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভগৎ সিং কোশিয়ারি, কাল্লিপট্টি রামাস্বামী পালানিস্বামী, সঙ্গীত শিল্পী অলকা ইয়াগনিক এবং বিজ্ঞাপন গুরু পীযূষ পাণ্ডে। রাজনীতিবিদ শিবু সোরেন এবং বিজয় কুমার মালহোত্রাকে মরণোত্তর পদ্ম ভূষণ প্রদান করা হবে। ১১৩ জন পদ্মশ্রী প্রাপকের মধ্যে ক্রিকেটার রোহিত শর্মা, প্রবীণ কুমার, মহিলা ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন হরমন্তপ্রীত কৌর সহ বেশ কয়েকজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এবং বলদেব সিং, কে পাজানিভেল ও সবিতা পুনিয়া রয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এবং আসামের পদ্ম পুরস্কারজয়ীদের প্রশংসা করে বলেছেন, এর ফলে নিঃসন্দেহে সমাজের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবায় আরও বেশি সংখ্যক মানুষ অনুপ্রাণিত হবেন।

13 Padma Bhushan Awardees

অলকা ইয়াগনিক
(শিল্পকলা)
মহারাষ্ট্র

ভগৎ সিং কোশিয়ারি
(জনসেবা)
উত্তরাখণ্ড

কাল্লিপট্টি রামাস্বামী পালানিস্বামী
(চিকিৎসা)
তামিলনাড়ু

মামুট্টি
(শিল্পকলা)
কেরালা

ডাঃ নোরি দত্তাত্রেয়ুডু
(চিকিৎসা)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পীযূষ পাণ্ডে
(মরণোত্তর)
(শিল্পকলা)
(মহারাষ্ট্র)

১৩ জন পদ্ম ভূষণ পুরস্কারজয়ী

এস কে এম মায়লানন্থন
(সমাজসেবা)
তামিলনাড়ু

শতাবধানী আর গণেশ
(শিল্পকলা)
কর্নাটক

শিবু সোরেন
(মরণোত্তর)
(জনসেবা)
ঝাড়খণ্ড

উদয় কোটাক
(বাণিজ্য ও শিল্প)
মহারাষ্ট্র

ভি. কে. মালহোত্রা
(মরণোত্তর)
(জনসেবা)
দিল্লি

ভেল্লাপাল্লি নটেসন
(জনসেবা)
কেরালা

বিজয় অমৃতরাজ
(ক্রীড়া)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

পদ্মশ্রী
১১৩

প্রতিটি ক্ষেত্রে পদ্ম পুরস্কারের সংখ্যা

শিল্পকলা	৪৪ (পদ্ম বিভূষণ ২, পদ্ম ভূষণ ৪, পদ্মশ্রী ৩৮)
সাহিত্য	১৮ (পদ্ম বিভূষণ ১, পদ্মশ্রী ১৭)
চিকিৎসা	১৫ (পদ্মভূষণ ২, পদ্মশ্রী ১৩)
জনসেবা	৭ (পদ্ম বিভূষণ ২, পদ্ম ভূষণ ৪, পদ্মশ্রী ১)
সমাজসেবা	১৩ (পদ্ম বিভূষণ ১, পদ্মশ্রী ১২)
ক্রীড়া	৯ (পদ্ম ভূষণ ১, পদ্মশ্রী ৮)
বাণিজ্য ও শিল্প	৪ (পদ্ম ভূষণ ১, পদ্মশ্রী ৩)
অসামরিক সেবা	২ পদ্মশ্রী
বিজ্ঞান ও কারিগরি	১১ পদ্মশ্রী
অন্যান্য	৮ পদ্মশ্রী
মোট	১৩১

“দেশের প্রতি অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য সমস্ত পদ্ম পুরস্কারজয়ীদের অভিনন্দন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের উৎকর্ষতা, ত্যাগ এবং সেবা আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করবে। এই সম্মান দৃঢ় সংকল্পের চেতনা ও উৎকর্ষতার প্রতিফলন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রেরণা জুগিয়ে যাবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সমাজসেবা, শিক্ষা, সাহিত্য এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রে পদ্মশ্রী পুরস্কারজয়ীরা তাঁদের ধারাবাহিক কাজের মধ্যে দিয়ে অনেকের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন। এই সম্মান ভারতের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক গঠনের ক্ষেত্রে তাঁদের সুস্থিতিশীল ভূমিকার প্রতিফলন, যা প্রকৃত অর্থে ‘জনসাধারণের পদ্মে’র চেতনাকে মহিমান্বিত করছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার সচেতন পরিপূর্ণতার মাধ্যমে পদ্ম পুরস্কারজয়ীরা দেশ গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। এর ফলে নিঃসন্দেহে আরও বহু মানুষ সমাজ সেবার প্রতি অনুপ্রাণিত হবেন।

কেরালা থেকে উন্নয়নে গতি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি

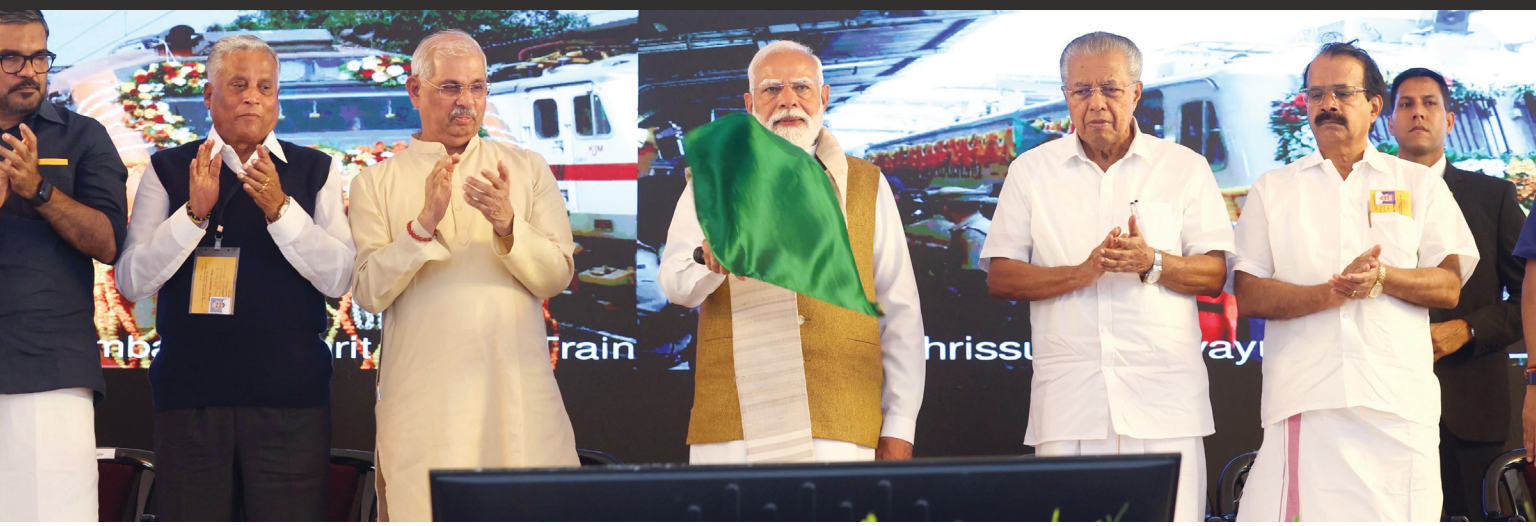

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়াস কেরালার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে, নতুন গতি এবং ধারাবাহিকতার সৃষ্টি করছে। ২৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন। এখান থেকেই পিএম স্বনিধি ক্রেডিট কার্ড চালুর মাধ্যমে দেশজুড়ে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়। রেল যোগাযোগকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ এবং তিরুবনন্তপুরমকে দেশের প্রধান স্টার্টআপ হাব হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গতি আনা হয়েছে।

ক্রেডিট কার্ডকে একসময় বিত্তবানদের বিশেষ অধিকার হিসেবে মনে করা হত, কিন্তু এখন দেশের লক্ষ লক্ষ পথ বিক্রেতাও এর সুবিধা পাচ্ছেন। জানুয়ারিতে কেরালার তিরুবনন্তপুরম থেকে এই উদ্যোগের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের কোটি কোটি নাগরিককে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে গত ১১ বছর ধরে ব্যাপক কাজ করা হয়েছে। অতীতে রাস্তার ধারে এবং অলিগলিতে পণ্যসামগ্রী বিক্রেতাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। পণ্য কেনার জন্য তাঁদের কয়েক শত টাকা অত্যধিক সুদের হারে ধার নিতে হত। এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের জন্য পিএম স্বনিধি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্প চালুর পর দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যাঙ্ক থেকে প্রভূত সহায়তা পাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ পথ বিক্রেতা তাঁদের জীবনে এই প্রথম ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছেন। ভারত সরকার এখন এইসব মানুষদের ক্রেডিট কার্ড প্রদানের মাধ্যমে আরও একটি পদক্ষেপ নিয়েছে। এই উদ্যোগে পথ বিক্রেতা এবং দেশের ফুটপাথগুলিতে কর্মরত মানুষরা উপকৃত হবেন।

যথাযথ নগর উন্নয়ন সুনিশ্চিতকরণ

ভারতকে আজ উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ। উন্নত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে শহরগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিগত ১১ বছর ধরে শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার উল্লেখযোগ্যভাবে বিনিয়োগ করে চলেছে। শহরগুলিতে গরিব পরিবারগুলির সুবিধার্থেও কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ৪ কোটির বেশি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে এবং দেশের গরিবদের প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ কোটির বেশি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র শহরের গরিবদের জন্য। শুধুমাত্র কেরালাতেই শহরে বসবাসরত প্রায় ১.২৫ লক্ষ গরিব পরিবার তাদের স্থায়ী বাসগৃহ পেয়েছে।

গরিব পরিবারগুলির বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ের লক্ষ্যে পিএম সূর্যঘর মুফত বিজলি যোজনা চালু করা হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে গরিবরা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা খরচে চিকিৎসা পাচ্ছেন। মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে মাতৃ বন্দনা যোজনার মতো প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও প্রকল্পের উদ্বোধন তিরুবনন্তপুরমে

প্রধান ক্ষেত্রগুলি হল রেল যোগাযোগ, শহরের জীবন-জীবিকা, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন, নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিষেবা এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

- পিএম স্বনিধি ক্রেডিট কার্ড চালু করা হয়েছে। ইউপিআই সংযুক্ত সুদমুক্ত এই ক্রেডিট কার্ডে তাৎক্ষণিক নগদ টাকা পাওয়া যাবে, ডিজিটাল লেনদেনকে উৎসাহিত করবে এবং ঋণ গ্রহণে সুবিধাপ্রাপকদের সহায়তা করবে।
- পিএম স্বনিধি প্রকল্পে ১ লক্ষ সুবিধাপ্রাপককে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পিএম স্বনিধি প্রকল্পে সুবিধাপ্রাপকদের একটা বড় অংশকে এই প্রথম ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- কেরালায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে ৩টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন এবং একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করা হয়েছে।
- এই ট্রেনগুলি হল, নাগেরকয়েল- ম্যাঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, তিরুবনন্তপুরম-তাম্বরম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, তিরুবনন্তপুরম-চারলাপল্লি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং ত্রিসূর ও গুরুভায়ুর মধ্যে নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন।
- এইসব পরিষেবা চালুর ফলে কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, তেলেঙ্গনা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে দূরপাল্লা ও আঞ্চলিক যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে, যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ আরও সহজসাধ্য, নিরাপদ এবং সময়সাশ্রয়ী হবে।
- তিরুবনন্তপুরমে সিএসআইআর-এনআইআইএসটি ইনোভেশন, টেকনোলজি অ্যান্ড আন্ত্রেপ্রেনারশিপ হাবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
- তিরুবনন্তপুরমে শ্রী চিত্র তিরুনাল ইন্সটিটিউট ফর মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজিতে অত্যাধুনিক রেডিও সার্জারি সেন্টারের শিলান্যাস
- তিরুবনন্তপুরমের পূজাপ্পুরায় একটি ডাকঘরেরও উদ্বোধন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

“ বিগত ১১ বছরে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে কোটি কোটি দেশবাসীকে যুক্ত করতে প্রভূত কাজ করা হয়েছে। এখন গরিব, এসসি/এসটি/ওবিসি, মহিলা এবং মৎস্যজীবী, সকলেই সহজে ব্যাঙ্ক ঋণ পাচ্ছেন। যাঁদের কোনও জামানত নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে সরকার নিজেই গ্যারান্টার হয়ে উঠছে - *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

কেন্দ্রীয় সরকার ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে করমুক্ত করেছে। এর ফলে কেরালার মানুষ, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন।

কেরালার উন্নয়নে নতুন গতি প্রদান

কেন্দ্রীয় সরকার যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করছে। কেরালায় সিএসআইআর উদ্ভাবন হাবের উদ্বোধন এবং মেডিক্যাল কলেজে রেডিও সার্জারি কেন্দ্রের শিলান্যাস কেরালাকে বিজ্ঞান, উদ্ভাবন এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যার হাব হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। একইভাবে কেরালার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে। তিনটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করা হয়েছে। এর ফলে পর্যটন ক্ষেত্র উপকৃত হবে। গুরুভায়ুর এবং ত্রিসূরের মধ্যে নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেন তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণকে আরও সহজ করে তুলবে। এই সমস্ত প্রকল্প কেরালার উন্নয়নে নতুন গতি আনবে।

নিশ্চিতভাবেই উন্নত ভারতের স্বপ্ন একমাত্র উন্নত কেরালার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে। এই প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়ভাবে কেরালার মানুষের পাশে রয়েছে।

পবিত্র ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সেতুবন্ধন

এখন বলুন শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজ জি বিমানবন্দর, আদমপুর

ভারত উন্নয়নের পাশাপাশি এর ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে আগামী প্রজন্মের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এই প্রয়াসে যিনি ন্যায় ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে ভারতের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই সন্ত রবিদাসের ৬৪৯তম জন্ম জয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাঞ্জাব সফর করেন। সেখানে তিনি বিমানবন্দরের একটি টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঙ্গে পবিত্র পরম্পরা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে আদমপুর বিমানবন্দরের নামকরণ করেন 'শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজ জি বিমানবন্দর, আদমপুর'।

সমাজ সংস্কারক সন্ত রবিদাস মহারাজ দেশকে সেবার পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি সামাজিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার আলো জ্বেলেছিলেন, সাম্য, সহমর্মিতা ও মানবিক মর্যাদার শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা ভারতের সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে প্রেরণা জুগিয়েছে। গুরু রবিদাস মহারাজের জন্মজয়ন্তীতে পাঞ্জাব সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে, আদমপুর বিমান বন্দরের নাম শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজ জি বিমানবন্দর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অগণিত মানুষের কাছে এটি হল, একটি আনন্দঘন দিন। শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজ জি-র আদর্শের প্রতি এটি হল যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁর সাম্য, সহমর্মিতা এবং সেবার বার্তা আমাদের প্রেরণা জুগিয়ে যাবে।

রাজ্যের বিমান পরিকাঠামোর বিস্তার ঘটাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হলওয়ারা বিমানবন্দরে একটি নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, হলওয়ারা বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন পাঞ্জাব, বিশেষত লুধিয়ানা ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের কাছে এক প্রভূত আনন্দের মুহূর্ত।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

লুধিয়ানায় হলওয়ারা বিমানবন্দরে টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন

- পাঞ্জাবে বিমান পরিকাঠামোকে আরও চাঙ্গা করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লুধিয়ানায় হলওয়ারা বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেন।
- এই টার্মিনাল ভবন রাজ্যের নতুন প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে, লুধিয়ানা ও এর আশেপাশের অঞ্চলের শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রের চাহিদাকে ত্বরান্বিত করবে।
- লুধিয়ানা জেলায় অবস্থিত হলওয়ারা কৌশলগতভাবে ভারতীয় বায়ুসেনার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন।
- আগে লুধিয়ানা বিমানবন্দরটির রানওয়ে তুলনামূলকভাবে ছোট ছিল, শুধুমাত্র ছোট বিমানের উপযোগী ছিল।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বড় বিমান চলাচলের উপযোগী করে তুলতে হলওয়ারায় একটি নতুন অসামরিক এনক্লেভ গড়ে তোলা হয়েছে। এটির রানওয়ে বড় করা হয়েছে এবং A-320র মতো বিমান চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠেছে।
- প্রধানমন্ত্রীর সুস্থায়ী এবং পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল উন্নতির ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টার্মিনালটিতে বেশ কিছু পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- এর মধ্যে রয়েছে এলইডি আলো, ইনস্যুলেটেড ছাদ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা, একটি নিকাশী ও জলশোধন প্ল্যান্ট এবং জলের পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা।
- এই টার্মিনালের নকশায় পাঞ্জাবের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটেছে, সেইসঙ্গে যাত্রীদের এক অনন্যসাধারণ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করছে।

“ মানবতার প্রকৃত পূজারী মহান সন্ত শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজ জি’কে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। আমাদের সমস্ত কল্যাণমূলক প্রকল্পের মূল ভাবনায় রয়েছে, তাঁর ন্যায় ও সহমর্মিতার নীতি। সামাজিক সম্প্রীতি ও সম্ভাবনার যে আলো তিনি প্রজ্জ্বলিত করেছেন, তা আমাদের দেশবাসীকে চিরকাল আলোর পথ দেখাবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

রবিদাস মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

- আদমপুর বিমানবন্দরের নাম বদলে ‘শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজ জি বিমানবন্দর, আদমপুর’ করা হয়েছে।
- আদমপুর বিমানবন্দরের নতুন নামকরণ সন্ত ও সমাজ সংস্কারক গুরু রবিদাস মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যাঁর সাম্য, সহমর্মিতা ও মানবিক মর্যাদা প্রেরণা জোগায়।

আমরা সবাই জানি, লুধিয়ানা হল উত্তর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যিক হাব। কর্মতৎপরতার জন্য এই শহরের মানুষের খ্যাতি রয়েছে। আমাদের সরকার এই শহরের আকাশপথে উন্নতি ঘটাতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে, আধুনিক বিমানবন্দরের কাজের ক্ষেত্রে যার প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রধানমন্ত্রীর ডেরা সচখণ্ড বল্লান পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাঞ্জাবের ডেরা সচখণ্ড বল্লান পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, শ্রী গুরু রবিদাস মহারাজ জি-র জয়ন্তী উপলক্ষে ডেরা সচখণ্ড বল্লান পরিদর্শন এক বিশেষ অনুভূতি।

সন্ত নিরঞ্জন দাস জি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

ডেরা সচখণ্ড বল্লানে সন্ত নিরঞ্জন দাস জি-র সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এক বিশেষ ঘটনা। সমাজসেবায় প্রেরণামূলক ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে সম্প্রতি পদ্মশ্রী প্রদান করা হয়েছে।

ভারতে বিমান ভ্রমণ এখন সকলের জন্য

ভারতের অসমারিক উড়ান ক্ষেত্র আজ দেশের অন্যতম দ্রুত বিকাশশীল ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। একটা সময় ছিল, যখন বিমান ভ্রমণকে একটি নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু ভারত আজ বিশ্বের তৃতীয়-বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ উড়ান মার্কেট হয়ে উঠেছে। যাত্রী সংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিমানের সংখ্যাও দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে উড়ান পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে নতুন গতি আনার লক্ষ্যে ২৮ জানুয়ারি হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত উইংস ইন্ডিয়া ২০২৬-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন...

আর্থিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, জাতীয় সংহতিকে মজবুত করা এবং ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের পথে দৃঢ়ভাবে এগোতে দেশের বিমান ক্ষেত্রকে সশক্ত করা হয়েছে। এশিয়ার বৃহত্তম অসামরিক উড়ান সম্মেলন উইংস ইন্ডিয়া ২০২৬-এ ভারত শুধুমাত্র উড়ানের ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির কাহিনীই তুলে ধরেনি, সেইসঙ্গে দেশের অসামরিক উড়ান ক্ষেত্রে বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের কাছে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে ২৮-৩১ জানুয়ারি এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারত এখন বিমান ভ্রমণকে এক্সক্লুসিভ ক্লাবের আওতা থেকে বার করে এনেছে এবং একে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তুলেছে। উইংস ইন্ডিয়া ২০২৬ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল, "ভারতীয় উড়ান : ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন - নকশা থেকে স্থাপনা, উৎপাদন থেকে রক্ষণাবেক্ষণ, অন্তর্ভুক্তি থেকে উদ্ভাবন এবং সুরক্ষা থেকে সুস্থায়িত্ব"। মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ছাড়াও এই সম্মেলনে ১৩টি বিষয়ভিত্তিক সেশন রাখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, উড়ান শিল্পের পরবর্তী পর্যায় সম্ভাবনাময়, সেইসঙ্গে ভারত প্রধান দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। বিমান তৈরি, পাইলট প্রশিক্ষণ, উন্নত বিমান পরিবহণ এবং এয়ারক্র্যাফ্ট লিজ - এই ক্ষেত্রগুলিতে আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলির ভারতে বিনিয়োগের অনন্য সুযোগ রয়েছে।

২০৪৭-এর মধ্যে ৪০০-র বেশি বিমানবন্দর

দেশে বিমান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বিভিন্ন দিকে বিস্তারলাভ করছে। ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতে বিমানবন্দরের সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারত 'উড়ান' প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ের লক্ষ্যেও কাজ করে চলেছে। এই নীতি আঞ্চলিক এবং সহজলভ্য বিমান যোগাযোগকে আরও মজবুত করবে। সামুদ্রিক বিমান ব্যবস্থাকেও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আমাদের প্রয়াস হল, ভারতের প্রতিটি অংশে বিমান যোগাযোগের উন্নতি ঘটানো। দেশের পর্যটনস্থলগুলিকে উন্নত করা হচ্ছে এবং সেখানে মানুষের পৌঁছনোর ক্ষেত্রে বিমান পরিবহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনগুলিতে বিমান ভ্রমণের চাহিদা আরও বাড়তে চলেছে। এতে আরও বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হবে।"

ভারতের বিমানে কো-পাইলট হয়ে উঠুন

আজকের বিশ্বে মাত্র কয়েকটি দেশই রয়েছে, যাদের বিমান শিল্পে ভারতের মতো এত ব্যাপকতা, নীতিগত সুস্থায়িত্ব এবং প্রযুক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। উড়ান ক্ষেত্রে ভারত অসংখ্য সংস্কার করে চলেছে। বিমানের ক্ষেত্রে গ্লোবাল সাউথ এবং বিশ্বের মধ্যে ভারতকে প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তুলতে এইসব প্রয়াস সহায়তা করছে। বিমান ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত লগ্নিকারী এবং উৎপাদকদের কাছে এটি একটি বিরাট সুযোগ। এই সুবর্ণ সুযোগের সুবিধা গ্রহণ, অগ্রগতির এই যাত্রায় দীর্ঘকালীন সঙ্গী হয়ে উঠতে এবং আন্তর্জাতিক উড়ান অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

উড়ান ক্ষেত্রে ভারতের দীর্ঘমেয়াদী ভাবনাকে সামনে রেখে সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ

- বিমানবন্দরগুলির সঙ্গে টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহরগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে।
- ২০১৪তে ভারতে বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল ৭০, এক দশকের মধ্যে দ্বিগুণের বেশি বেড়ে হয়েছে ১৬০।
- ভারতে বিমান যাত্রীর সংখ্যা ২০১৪ সালের ১০.৩ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৫-এ ৩৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।
- দেশে ১০০-র বেশি এয়ার ডোম চালু করা হয়েছে।
- নাগরিকদের জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী বিমান ভ্রমণ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- উড়ান প্রকল্পের ফলে ১.৫ কোটি যাত্রী এমন রুটে যাতায়াত করেছেন, যেগুলির মধ্যে অনেকগুলির আগে কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

সেই দিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন ভারতে নকশা করা এবং উৎপাদিত ইলেক্ট্রিক ভার্টিক্যাল টেক-অফ এবং ল্যান্ডিং এয়ারক্র্যাফ্ট বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে নতুন দিশা আনবে, ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনবে। আমরা সুস্থিতিশীল বিমান জ্বালানির ওপরও ব্যাপকভাবে কাজ করে চলেছি এবং আগামী বছরগুলিতে পরিবেশ বান্ধব বিমান জ্বালানির প্রধান উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ হয়ে উঠতে চলেছি।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

উড়ানের চাহিদা মেটাতে অন্যের ওপর নির্ভরতা নয়

উইংস ইন্ডিয়া ২০২৬-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবেদন জানিয়ে বলেন যে, যেহেতু ভারত আজ একটি প্রধান আন্তর্জাতিক উড়ান হাব হয়ে উঠতে চলেছে, তাই উড়ান-সংক্রান্ত চাহিদা মেটাতে অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অবশ্যই স্ব-নির্ভরতার পথকে মজবুত করতে হবে। এটি ভারতে লগ্নি করতে আসা সংস্থাগুলির পক্ষেও সহায়ক হবে। এই ভাবনাকে সঙ্গী করে ভারত বিমানের নকশা, বিমান উৎপাদন এবং এয়ারক্র্যাফ্ট এমআরও (মেন্টেন্যান্স, রিপেয়ার অ্যান্ড ওভারহল) পরিমণ্ডল গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এমনকি আজও ভারত বিমানের যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে প্রধান উৎপাদক ও সরবরাহকারী দেশ। ভারত সামরিক ও পরিবহণ বিমান তৈরির কাজ শুরু করেছে। দেশ এখন অসামরিক বিমান তৈরির দিকেও এগিয়ে চলেছে। ●

ভারতের নির্বাচন কমিশন

গণতন্ত্রের বৈশ্বিক কণ্ঠস্বর

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। এই দেশে প্রায় ৯৭ কোটি নথিভুক্ত ভোটার এবং ৭০০-র বেশি রাজনৈতিক দল রয়েছে। ভারত কাউন্সিল অফ মেম্বার স্টেটস অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (আইডিইএ)-এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। গণতন্ত্রের সমৃদ্ধ পরম্পরা এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে এর স্বচ্ছ, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোট প্রক্রিয়াকে ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যে ২১ থেকে ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬-এ গণতন্ত্র ও নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত তিন দিনের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। এই সম্মেলন ভোট পরিচালন ব্যবস্থায় ভারতের ভূমিকাকে আরও জোরদার করেছে...

ভোট পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সংস্থা, নীতি নির্ধারক এবং বিশেষজ্ঞদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ এবং ভোটারদের অংশগ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে মতবিনিময়ের এক অভিন্ন মঞ্চ হল, আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই প্রথম এই ধরনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, যেখানে ৪২টি বিদেশী দূতাবাসের আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি এবং ২৭টি দেশের দূতাবাসগুলির শীর্ষ পদাধিকারী সহ ১০০০-এর বেশি প্রতিনিধি যোগ দেন। ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৩২টি দেশের নির্বাচন পরিচালনা সংস্থার শীর্ষ পদাধিকারীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এই বৈঠকগুলিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা এবং উদ্ভাবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এর উদ্দেশ্য হল, নির্বাচন পরিচালনা এবং গণতান্ত্রিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করা। বিভিন্ন দেশের আইন মেনে ECINet-এর মতো প্রযুক্তিগত মঞ্চের উন্নয়নে ভারত সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নির্বাচন পরিচালনা সংস্থাগুলির (ইএমবি) সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে। বেশ কয়েকটি ইএমবি তাদের দেশে একই ধরনের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

সমাপ্তি অধিবেশনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার 'দিল্লি ঘোষণা ২০২৬' পড়ে শোনান, যা সমস্ত ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডি (ইএমবি) সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে। ভোটার তালিকায় বিশুদ্ধতা, নির্বাচন পরিচালনা, গবেষণা ও মুদ্রণ, প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা নির্মাণ-সংক্রান্ত ঘোষণার ৫টি স্তম্ভ

ভোটাররা হলেন গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি

গণতন্ত্রে ভোটাররা হলেন সবার ওপরে। ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে ভারতের নির্বাচন কমিশন ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬-এ ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নতুন নথিভুক্ত ৫ জন তরুণ ভোটারের হাতে সচিত্র ভোটার কার্ড তুলে দেন এবং বলেন যে, এই পরিচয়পত্র বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে প্রাণবন্ত গণতন্ত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের অমূল্য অধিকার দিয়েছে। দায়িত্বের সঙ্গে তাঁদের ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ এবং দেশ গড়ার কাজে ভূমিকা পালনের জন্য তিনি তরুণ ভোটারদের কাছে আবেদন জানান। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণকারী মহিলা ভোটারদেরও অভিনন্দন জানান তিনি এবং বলেন যে, তাঁরা প্রজাতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করছেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন যে, আধুনিক গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি তারিখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯, সংবিধান গ্রহণের দিন এবং ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০, সংবিধান পুরোপুরি কার্যকর করার দিন। ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯-এ সংবিধানের মাত্র ১৬টি ধারা তাৎক্ষণিকভাবে রূপায়িত করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হল, ধারা ৩২৪, যার আওতায় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০-এ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঠিক একদিন আগে ২৫ জানুয়ারি ১৯৫০-এ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এই উপলক্ষে গণতন্ত্রের এক বিশেষ উদযাপন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। দেশে ভোটারের সংখ্যা ৯৫ কোটির বেশি। কিন্তু গণতন্ত্রের শক্তি শুধুমাত্র বিপুল সংখ্যক ভোটারের মধ্যে নয়, তা নিহিত রয়েছে গণতান্ত্রিক চেতনার গভীরে।

১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস

"আমার ভারত আমার ভোট" এই বিষয়কে এবং "ভারতীয় গণতন্ত্রের হৃদয়ে নাগরিকরা" এই ট্যাগ লাইনকে সামনে রেখে ২৫ জানুয়ারি ১৬তম জাতীয় ভোটার দিবস (এনভিডি-২০২৬) উদযাপন করে ভারতের নির্বাচন কমিশন।

বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার

রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন বিভাগে সেরা নির্বাচনী ব্যবস্থার পুরস্কারও তুলে দেন। প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিহার, কেরালা ও তামিলনাড়ুকে ; নির্বাচন পরিচালনা ও লজিস্টিকের জন্য ওড়িশা, মেঘালয় এবং বিহারকে; ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিহার, গুজরাট ও কেরালাকে; আদর্শ আচরণবিধি রূপায়ণ ও বলবৎ করার জন্য মিজোরাম ও বিহারকে; এবং প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা নির্মাণের জন্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডকে পুরস্কৃত করা হয়।

দুটি পুস্তিকা প্রকাশ

অনুষ্ঠানে বিহারে সাধারণ নির্বাচনের সাফল্যের ওপর লেখা দুটি বই "২০২৫: এ ইয়ার অফ ইনিশিয়েটিভস অ্যান্ড ইনোভেশনস" এবং "চুনাও কা পরব, বিহার কা গরব" প্রকাশ করা হয়। এতে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে মজবুত করতে ২০২৫-এ গৃহীত ৩০টিরও বেশি উদ্যোগকে তুলে ধরা হয়েছে।

আজকের ভোটাররা হলেন, ভারতের ভবিষ্যতের স্থপতি। একদিকে ভোটাধিকার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে সমান গুরুত্বপূর্ণ হল, সাংবিধানিক দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা মাথায় রেখে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগ। আমার আশা, সমস্ত ভোটাররা প্রলোভন, অজ্ঞতা, মিথ্যা তথ্য, অপপ্রচার এবং পক্ষপাতমুক্ত হয়ে তাঁদের সচেতন ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবেন।

দ্রৌপদী মুর্মু, ভারতের রাষ্ট্রপতি

নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত হয়েছে ইএমবি-গুলি। অংশগ্রহণকারীরা পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি খতিয়ে দেখার ব্যাপারে একমত হয়েছেন এবং নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট (আইআইআইডিইএম)-এ ২০২৬-এর ৩, ৪ ও ৫ ডিসেম্বর বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছেন। ।

রাষ্ট্রপতির পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিআর কোড স্ক্যান করুন।

নিয়োগপত্র

দেশ গড়ার কাজে শক্তিপ্রদান

ভারত হল বিশ্বের অন্যতম নবীন দেশ। দেশের ভিতরে এবং বিশ্বে, উভয় ক্ষেত্রেই ভারতের তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রয়াসের অংশ হিসেবে ২৪ জানুয়ারি রোজগার মেলায় ৬১,০০০-এর বেশি তরুণ সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র পেয়েছেন। নিয়োগপত্র প্রদানের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আপনারা আজ যে নিয়োগপত্র পাচ্ছেন, তা একভাবে হল দেশ গড়ার আমন্ত্রণ। এটি উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি অঙ্গীকারও...

দক্ষতার সঙ্গে তরুণদের যুক্ত করা এবং তাঁদের কর্মসংস্থান ও স্ব-নিযুক্তির সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাকে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মিশন ভিত্তিতে সরকারি চাকরি প্রদানে গতি আনতে রোজগার মেলা চালু করা হয়। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ তরুণ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগপত্র পেয়েছেন। রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র প্রদানের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আপনাদের অনেকে দেশের সুরক্ষাকে মজবুত করবেন। আপনারা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিমণ্ডলকে আরও শক্তিশালী করবেন। আপনাদের অনেকে আর্থিক পরিষেবা এবং শক্তি সুরক্ষাকে মজবুত করবেন, অন্যদিকে অনেক তরুণ সরকারি সংস্থাগুলির অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। আমি আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

রোজগার মেলায় ৮০০০-এর বেশি তরুণীও নিয়োগপত্র পেয়েছেন। গত ১১ বছরে দেশের কর্মী বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মুদ্রা এবং স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার মতো সরকারি প্রকল্পগুলিতে মহিলারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। মহিলাদের স্ব-নিযুক্তির হার প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তরুণরা নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। সাম্প্রতিককালে ভারত আধুনিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে

১১ লক্ষের বেশি নিয়োগপত্র রোজগার মেলায় প্রদান

- রোজগার মেলা চালু হওয়ার পর থেকে দেশের বিভিন্ন অংশে রোজগার মেলার আয়োজনের মাধ্যমে ১১ লক্ষের বেশি নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের ৪৫টি জায়গায় ১৮তম রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়।
- ভারতের সমস্ত অংশ থেকে নতুনভাবে বাছাই করা প্রার্থীরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা দপ্তর, উচ্চশিক্ষা দপ্তর প্রভৃতি সহ ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরে যোগ দেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

আজ ভারতের ওপর বিশ্বের আস্থা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের জন্য অনেক নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। এক দশকে ভারতের জিডিপি দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৪-র আগের ১০ বছরের তুলনায় ভারতের এফডিআই-এর পরিমাণ বেড়ে আড়াই গুণের বেশি হয়েছে। আরও বেশি বিদেশী বিনিয়োগের অর্থ হল, ভারতের তরুণদের জন্য অসংখ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

রোজগার মেলায় তরুণদের সরকারি চাকরি প্রদান

কখন	নিয়োগপত্র প্রদান
অক্টোবর ২২, ২০২২:	৭৫,০০০-এর বেশি
নভেম্বর ২২, ২০২২:	৭১,০০০-এর বেশি
জানুয়ারি ২০, ২০২৩:	৭১,০০০-এর বেশি
এপ্রিল ১৩, ২০২৩:	৭১,০০০-এর বেশি
মে ১৬, ২০২৩:	৭০,০০০-এর বেশি
জুন ১৩, ২০২৩:	৭০,০০০-এর বেশি
জুলাই ২২, ২০২৩:	৭০,০০০-এর বেশি
অগাস্ট ২৮, ২০২৩:	৫১,০০০-এর বেশি
সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৩:	৫১,০০০-এর বেশি
অক্টোবর ২৮, ২০২৩:	৫১,০০০-এর বেশি
নভেম্বর ৩০, ২০২৩:	৫১,০০০-এর বেশি
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৪:	১০০,০০০-এর বেশি
অক্টোবর ২৯, ২০২৪:	৫১,০০০-এর বেশি
ডিসেম্বর ২৩, ২০২৪:	৭১,০০০-এর বেশি
এপ্রিল ২৬, ২০২৫:	৫১,০০০-এর বেশি
জুলাই ১২, ২০২৫:	৫১,০০০-এর বেশি
অক্টোবর ২৪, ২০২৫:	৫১,০০০-এর বেশি
জানুয়ারি ২৪, ২০২৬:	৬১,০০০-এর বেশি

নজিরবিহীন বিনিয়োগ করেছে। এর ফলে নির্মাণ-সংক্রান্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ভারতের স্টার্টআপ পরিমণ্ডলও দ্রুততার সঙ্গে বিস্তারলাভ করছে। দেশে আজ প্রায় ২ লক্ষ স্টার্টআপ রয়েছে, সেগুলিতে ২১ লক্ষের বেশি তরুণ কাজ করছেন। একইভাবে ডিজিটাল ইন্ডিয়া এক নতুন অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অ্যানিমেশন এবং ডিজিটাল মিডিয়ার মতো বহু ক্ষেত্রে ভারত আজ আন্তর্জাতিক হাব হয়ে উঠছে। ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং এটি তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ-সুবিধারও সৃষ্টি করছে।

ভারত: একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন হাব

ভারত আজ একটি প্রধান উৎপাদন শক্তির দেশ হয়ে উঠছে। বৈদ্যুতিন, ওষুধ ও টিকা, প্রতিরক্ষা ও গাড়ির মতো বহু ক্ষেত্রে ভারতের উৎপাদন ও রপ্তানি নজিরবিহীনভাবে বাড়ছে। ২০১৪ থেকে ভারতের বৈদ্যুতিন উৎপাদন ৬ গুণ বেড়েছে। আজ এটি ১১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি শিল্প হয়ে উঠেছে। বৈদ্যুতিন রপ্তানিও ৪ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ভারতের গাড়ি শিল্পও অন্যতম দ্রুত বিকাশশীল ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ২০২৫-এ দু-চাকার গাড়ির বিক্রি ২০ মিলিয়ন ইউনিট ছাড়িয়ে গিয়েছে।

পরাক্রম দিবস

জাতীয় সচেতনতার উদযাপন

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু হল এমন একটি নাম, যা হৃদয়ে দেশপ্রেমের শক্তিশালী চেতনাকে জাগ্রত করে। তিনি তরুণদের সংগঠিত করেছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রথম সামরিক অভিযান আজাদ হিন্দ ফৌজ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) গঠন করেছিলেন। ১৯৩৩-এ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তিনি তেরঙ্গা উত্তোলন করে স্বাধীন ভারতের ঘোষণা করেছিলেন। ২০২১ থেকে দেশ তাঁর জন্মদিন ২৩ জানুয়ারিকে "পরাক্রম দিবস" হিসেবে উদযাপন করে আসছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পরাক্রম দিবস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পরাক্রম দিবস দেশের চেতনা ও জাতীয় সচেতনতার এক অবিচ্ছেদ্য উৎসব হয়ে উঠেছে...

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু শুধুমাত্র স্বাধীনতার আন্দোলনের এক মহান নায়ক ছিলেন না, সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখা এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা। তিনি এমন এক দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা চেহারায় হবে আধুনিক, কিন্তু যার শিকড় প্রোথিত থাকবে প্রাচীন ভারতের প্রাচীন সচেতনতার মধ্যে। তিনি বলেন, নেতাজির ভাবনার সঙ্গে আজকের প্রজন্মকে পরিচয় করানো আমাদের দায়িত্ব এবং এই দায়িত্ব পরিপূর্ণ করার জন্য তাঁর সরকারের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি উৎসর্গ করে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলি শুধুমাত্র তাঁর প্রতি সম্মানের নির্দশন নয়, সেইসঙ্গে সেগুলি আমাদের তরুণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রেরণার চিরন্তন উৎস হিসেবে কাজ করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এইসব আদর্শকে সম্মান জানানো এবং তা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ শক্তি ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিকশিত ভারতের জন্য আমাদের অঙ্গীকারকে পরিপূর্ণতা দেয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, একটি দুর্বল দেশের পক্ষে তার লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে পড়ে এবং সেই কারণে নেতাজি সুভাষ সর্বদা একটি শক্তিশালী দেশের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি বলেন, ২১ শতকে ভারতও নিজেকে এক শক্তিশালী এবং দৃঢ় সংকল্পের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে। ভারত আজ জানে যে, কীভাবে ক্ষমতা গড়তে

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে আমরা তাঁর অদম্য সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং দেশের প্রতি অতুলনীয় অবদানকে স্মরণ করি। তিনি নির্ভীক নেতৃত্ব এবং অটল দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। শক্তিশালী ভারত নির্মাণে তাঁর আদর্শ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

পরাক্রম দিবস

- একটি পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, যা অসম্ভবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল।
- শৌর্যকে স্মরণ, যা ইতিহাসের ধারা বদলে দিয়েছিল।
- মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

নেতাজি বসুর জীবন ও আদর্শকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রয়াসসমূহ

- ই-গ্রাম বিশ্বগ্রাম যোজনা, নেতাজি বসুর সঙ্গে যুক্ত একটি অগ্রণী প্রকল্প, যা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কার্যকালের সময় আইটি ক্ষেত্রকে বদলে দিয়েছিল, এটি চালু করা হয়েছিল ২৩ জানুয়ারি ২০০৯-এ।
- গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যকালের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০১২তে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবসে আমেদাবাদে এক বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।
- নেতাজি বসুর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ফাইল ও নথিপত্রকে গোপনীয়তা মুক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ২০১৮তে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেখানে তেরঙ্গা উত্তোলন করেন।
- নেতাজি বসুর আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শ্রী বিজয়পুরমে (পূর্বতন পোর্ট ব্লেয়ার) তেরঙ্গা উত্তোলন করা হয়।
- আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের তিনটি প্রধান দ্বীপের নাম বদল করা হয়েছে। রস আইল্যান্ড এখন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু দ্বীপ নামে পরিচিত।
- লালকেল্লার ক্রান্তি মন্দির মিউজিয়ামে নেতাজি বসু এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক শিল্পসামগ্রী সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে নেতাজি বসুর পরিহিত টুপিটিও রয়েছে।
- ২০২১-এ ভারত সরকার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনকে পরাক্রম দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।
- ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ আন্দামান নিকোবর ও দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারের নাম বদল করে 'শ্রী বিজয়পুরম' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
- নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা দূর করতে ইন্ডিয়া গেটের কাছে তাঁর মূর্তি বসানো হয়।

হয়, কীভাবে তাকে সামলাতে হয় এবং কীভাবে ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে হয়। তিনি বলেন, নেতাজি সুভাষের শক্তিশালী ভারতের ভাবনাকে অনুসরণ করে দেশ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগে ভারত বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু আজ ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানি ২৩,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ব্রহ্মোস এবং অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র বিশ্বের নজর কাড়ছে।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আপদা প্রবন্ধন পুরস্কার - ২০২৬

প্রতিষ্ঠান বিভাগে সিকিম রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা মোকাবিলা কর্তৃপক্ষকে এবং ব্যক্তিগত বিভাগে লেফটেন্যান্ট কর্নেল সীতা অশোক শেলকে-কে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আপদা প্রবন্ধন পুরস্কার ২০২৬-এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। ভারতে বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অবদান ও নিঃস্বার্থ সেবাকে স্বীকৃতি ও সম্মান জানাতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আপদা প্রবন্ধন পুরস্কার চালু করেছিল ভারত সরকার। এর ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

১৩টি স্থানে উদযাপন

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নেতাজির জীবন ও পরম্পরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত দেশের ১৩টি স্থানেও পরাক্রম দিবস উদযাপন করা হয়। এগুলি হল, কটক, কোদালিয়া, রামগড়, হরিপুরা, জবলপুর, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ডালহৌসি, দিল্লি, মৈরাং, কোহিমা, গোমো এবং মিরাট।

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর

আত্মপ্রত্যয়ী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ যুবশক্তি

ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (এনসিসি) হল একটি সংগঠন, একটি আন্দোলন, যা ভারতের তরুণদের আত্মবিশ্বাসী, শৃঙ্খলাপরায়ণ, সংবেদনশীল এবং দেশের জন্য সমর্পিত নাগরিকে পরিণত করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এনসিসি-তে যোগদানকারী ক্যাডেটের সংখ্যা ১.৪ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২ মিলিয়নে পৌঁছেছে। এনসিসি প্রজাতন্ত্র দিবস শিবির ২০২৬-এর সমাপ্তি উপলক্ষে নতুন দিল্লির কারিয়াপ্পা প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত বার্ষিক এনসিসি পিএম র‍্যালিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "এনসিসি প্রতি বছর তার ভূমিকাকে শক্তিশালী করছে..."

এনসিসি হল, তরুণদের একটি মঞ্চ। এই মঞ্চে গর্বের সঙ্গে তাদের পরম্পরা উদযাপন করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এই বছর অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে এনসিসি বন্দেমাতরমের ১৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে। এর অন্যতম অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত হল, পরমবীর সাগরযাত্রা। এনসিসি সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরমবীর সাগরযাত্রা সম্পর্কে বলেন, "আমরা সকলেই জানি, কয়েক বছর আগে সরকার আন্দামান ও নিকোবরের ২১টি দ্বীপের নামকরণ আমাদের পরমবীর চক্র প্রাপকদের নামে করেছে। আপনারা এই অভিযানের মাধ্যমে এইসব জাতীয় নায়কদের চেতনাকে তুলে ধরেছেন। একইভাবে লাক্ষাদ্বীপে দ্বীপ উৎসবের মাধ্যমে আপনারা সমুদ্র, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতিকে একসঙ্গে উদযাপন করেছেন।"

এনসিসি ক্যাডেটদের প্রশংসা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এনসিসি ইতিহাসকে তুলে এনেছে এবং তাকে মানুষের হৃদয়ে জীবন্ত করে রেখেছে। সাইকেল মিছিলের মাধ্যমে এনসিসি জনসচেতনতাকে জাগ্রত করেছে, বাজীরাও পেশোয়া-র সাহসিকতা, মহান যোদ্ধা লাচিত বরফুকনের পারদর্শিতা এবং ভগবান বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বকে তুলে ধরেছে। আজ গোটা বিশ্ব অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ভারতের যুবকদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই আত্মবিশ্বাসের কারণ হল, তাঁদের দক্ষতা ও মূল্যবোধ। ভারতের তরুণদের মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সমস্ত রকমের বৈচিত্র্যকে সম্মানের মূল্যবোধ এবং গোটা বিশ্বকে এক পরিবার হিসেবে ভাবনার মূল্যবোধ। প্রধানমন্ত্রী মোদী সমাবেশে বলেন যে, যখনই ভারতের তরুণরা কোথাও যান, তাঁরা সহজেই

এনসিসি ক্যাডেটের সংখ্যা বেড়ে ২০ লক্ষ

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এনসিসি ক্যাডেটের সংখ্যা ১৪ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০ লক্ষ হয়েছে। এনসিসি ক্যাডেটদের এই সংখ্যাবৃদ্ধি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, বিশেষত সীমান্তবর্তী এবং উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানে এনসিসি প্রায় ৮ লক্ষ বৃক্ষরোপণও করেছে।

সমাবেশের বিষয়বস্তু

'রাষ্ট্র প্রথম - কর্তব্যনিষ্ঠ যুবা'

- বার্ষিক এনসিসি পিএম র‍্যালি ২০২৬-এর বিষয়বস্তু ছিল 'রাষ্ট্র প্রথম - কর্তব্যনিষ্ঠ যুবা', ভারতের তরুণদের মধ্যে দায়িত্ব, শৃঙ্খলা ও জাতীয় অঙ্গীকারের চেতনার প্রতিফলন।
- এনসিসি পিএম র‍্যালির মাধ্যমে মাসব্যাপী এনসিসি প্রজাতন্ত্র দিবস শিবির ২০২৬-এর সমাপ্তি ঘটে।
- এই বছর ৮৯৮ জন কিশোরী সহ দেশের ২৪০৬ জন এনসিসি ক্যাডেট শিবিরে যোগ দেন। ২০৭ জন তরুণ এবং ২১টি অন্য দেশের আধিকারিকরাও এই র‍্যালিতে অংশ নেন।
- র‍্যালিতে এনসিসি ক্যাডেট, রাষ্ট্রীয় রঙশালার সদস্যবৃন্দ এবং ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশ নির্মাণ, সমাজসেবা এবং চরিত্রের বিকাশে তরুণদের ভূমিকা তুলে ধরেন।

> "আমাদের দেশের তরুণদের সাফল্য গোটা বিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। এই তরুণদের জন্যই ভারত বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে। এখন এই তরুণদের ক্ষমতার ওপর ভর করে স্টার্টআপ, মহাকাশ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি - প্রতিটি ক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

সেদেশের মানুষের সঙ্গে মিশে যান এবং তাঁদের হৃদয় জয় করে নেন। আমাদের সক্ষমতার মাধ্যমে আমরা সেদেশের উন্নয়নে অবদান রেখে থাকি। এটাই আমাদের মূল্যবোধ, এটাই আমাদের প্রকৃতি। মাতৃভূমির প্রতি প্রভূত একনিষ্ঠতা এবং আমাদের কাজের প্রতি অতুলনীয় ত্যাগ হল, আমাদের ঐতিহ্য।

তরুণদের সুস্থতার মন্ত্র

যুব শক্তির একটি বড় পরীক্ষা হল, আগামী দিনগুলিতে আমরা কতটা সুস্থ থাকবো। সুস্থতা শুধুমাত্র কয়েক মিনিটের শারীরিক কসরতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটির আমাদের প্রকৃতির একটি অংশ হয়ে ওঠা উচিত। একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস থেকে দৈনিক রুটিনও একান্ত আবশ্যক। ফিট ইন্ডিয়া প্রচারাভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এনসিসি। ক্রীড়াক্ষেত্রেও এনসিসি ক্যাডেটরা নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তরুণদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, আসুন আমরা তেলের ব্যবহার কমায়। কিছুকাল আগে আমি মানুষের কাছে তাঁদের খাদ্যে তেলের ব্যবহার ১০ শতাংশ কামানোর আবেদন জানিয়েছিলাম। আজ আবার আপনাদের মত তরুণদের কাছে সেই একই আবেদন আবার রাখছি।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর "দেশ সর্বাগ্রে" র অনুভূতিকে মজবুত করেছে এনসিসি

অপারেশন সিঁদুরের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে এনসিসি ক্যাডেটরা তাঁদের দায়িত্ব প্রশংসনীয়ভাবে পালন করেছেন। কেউ কেউ সশস্ত্র বাহিনীর প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন, কেউ কেউ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন এবং অন্যরা ফার্স্ট-এইড ক্যাম্পগুলির মাধ্যমে সেবা প্রদান করেছেন। প্যারেড গ্রাউন্ড প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এনসিসি "দেশ সর্বাগ্রে"র আদর্শ নিয়েও প্রশিক্ষণ দান করছে। এনসিসির এই দেশাত্মবোধ ও নেতৃত্ব কঠিন সময়ে পূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে দেশের জন্য কাজ করতে তাঁদের প্রেরণা জোগায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমি যখন এনসিসি-তে ছিলাম, তখন একইভাবে আমার দেশ সর্বাগ্রের অনুভূতিকে জোরদার করেছিলাম। আজ এনসিসি-র একই মূল্যবোধ নিয়ে আপনাদের শিখতে দেখে আমি গর্ববোধ করছি।"

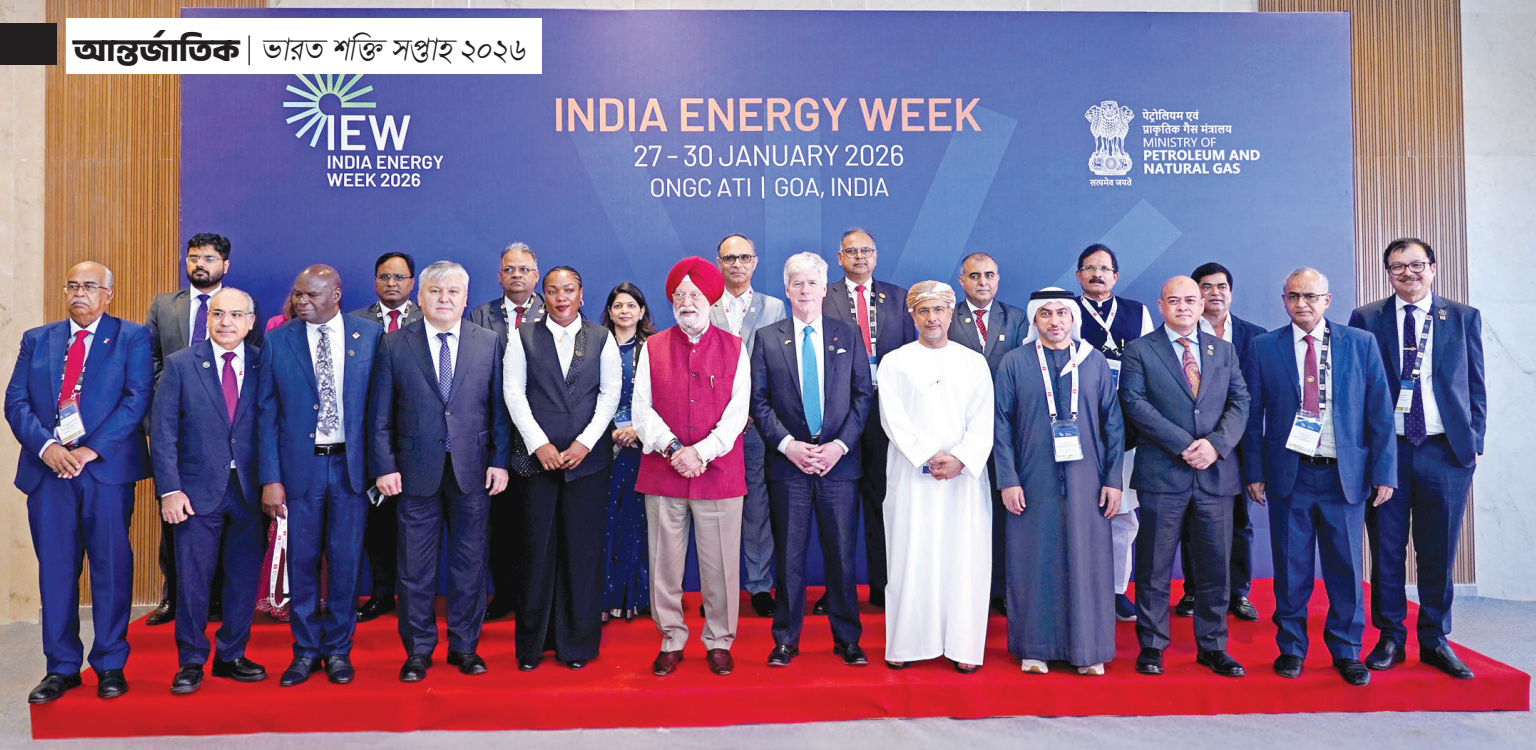

ভারতের নতুন শক্তি ভাবনা

শুধুমাত্র শক্তি সুরক্ষা নয়, স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে একটি মিশন

ভবিষ্যতের চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারত এখন শুধুমাত্র শক্তি সুরক্ষার জন্য কাজ করছে না, সেইসঙ্গে শক্তির ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরতার পথেও এগোচ্ছে। শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে, গোয়ায় ২৭-৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ভারত শক্তি সপ্তাহ ২০২৬-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'মেক ইন ইন্ডিয়া', ভারতে উদ্ভাবন এবং ভারতে বিনিয়োগের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান।

ভারতে শক্তি স্ব-নির্ভরতা এখন আর পছন্দের কোনও বিষয় নয়, আর্থিক, কৌশলগত এবং ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকেও এটি প্রয়োজনীয়। সেই কারণে, ভারত শুধুমাত্র পরিবেশ-বান্ধব শক্তি গ্রহণ করছে না, সেইসঙ্গে নির্ধারিত সময়ের আগেই উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করছে। শক্তির ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে এবং বিদেশি জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমাতে ভারত মিশন হাতে নিয়েছে। শক্তির ক্ষেত্রে অংশীদার এবং বিনিয়োগকারীদের উৎসাহী করতেও চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভারত একটি শক্তি পরিমণ্ডল গড়ে তুলছে, যার মাধ্যমে দেশের চাহিদা মেটানো যেতে পারে এবং কম খরচ ও পরিবহণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে রপ্তানিকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করা যেতে পারে।

ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব বাড়াতে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। এই প্রয়াসে অংশীদারিত্বকে মজবুত করতে ভারত শক্তি সপ্তাহ ২০২৬-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারতে শক্তি-শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। ভারত অনুসন্ধান ক্ষেত্রে দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। গভীর সমুদ্রে অনুসন্ধান এমনই এক দৃষ্টান্ত।

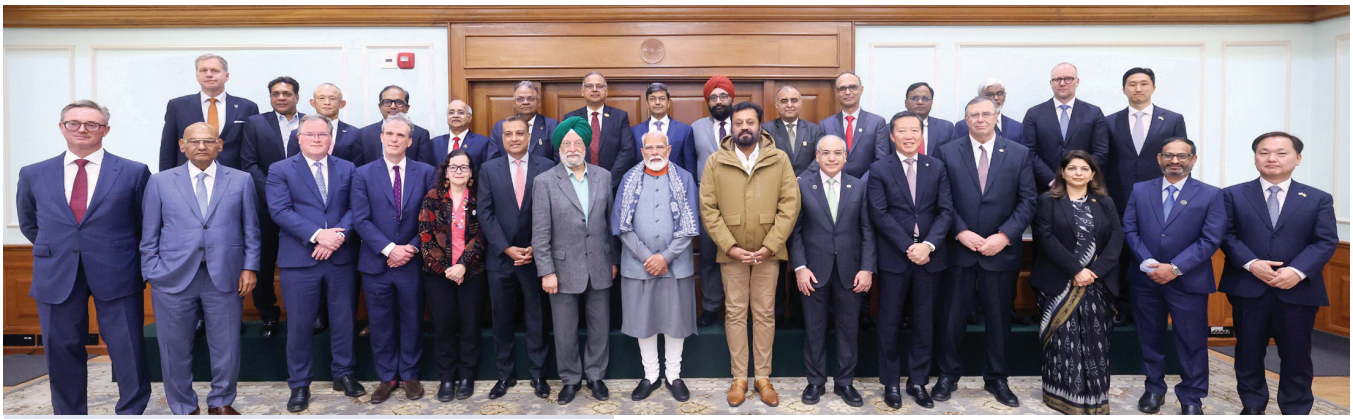

ভারত এখন রিফর্ম এক্সপ্রেস-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কার রূপায়িত করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ হাইড্রোকার্বন ক্ষেত্রকে মজবুত করতে সংস্কার চালানো হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি স্বচ্ছ এবং বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। অনুসন্ধান ক্ষেত্রে যাওয়া যাবে না, এমন ক্ষেত্র আমরা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছি।

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

ভারতে শক্তির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ লাভজনক

ভারত শক্তি সপ্তাহ ২০২৬-এ যোগদানকারী ১২৫টি দেশের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, শক্তির ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে ভারত অত্যন্ত লাভজনক করে তুলেছে। ভারতের অত্যন্ত উচ্চমানের পরিশোধন ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয় এবং খুব শীঘ্রই ১ নম্বরে উঠে আসবে। বর্তমানে ভারতের পরিশোধন ক্ষমতা ২৬০ এমএমটিপিএ। একে বাড়িয়ে ৩০০ এমএমপিটিএ-এর বেশি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ভারত শক্তির ক্ষেত্রে তার চাহিদার ১৫% লিক্যুফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি)-এর মাধ্যমে মেটানোর লক্ষ্য স্থির করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে, এলএনজি-র পুরো মূল্য-শৃঙ্খলের উপরে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। এলএনজি পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় জাহাজ ভারত নিজেই তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছে। সম্প্রতি ভারতে জাহাজ তৈরির জন্য ৭০ হাজার কোটি টাকার একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ভারতে এলএনজি পরিবহণের জন্য একটি বড় আকারের পাইপলাইন নেটওয়ার্ক তৈরি করাও প্রয়োজন।

বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশ ভারতের রপ্তানির আওতায়

ভারতে শক্তি ক্ষেত্রে প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত হ'ল – বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল প্রধান অর্থনীতির দেশগুলির অন্যতম, শক্তির সঙ্গে যুক্ত সামগ্রীর চাহিদা ক্রমাগত বাড়িয়েই চলেছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটানোর জন্য ভারত অনন্যসাধারণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। ১৫০টিরও বেশি দেশে রপ্তানির মাধ্যমে ভারত আজ বিশ্বের শীর্ষ ৫টি পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিনিয়োগকারীদের বলেন, ভারতের সক্ষমতা অত্যন্ত উপযোগী। অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি অনন্য মঞ্চ হ'ল – ভারত শক্তি সপ্তাহ ২০২৬।

চলতি দশকের শেষ দিকে ভারত তেল ও গ্যাসের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সেইসঙ্গে, অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বাড়িয়ে ১ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার করার লক্ষ্য স্থির করেছে। এই ভাবনাকে সঙ্গী করে ১৭০টিরও বেশি ব্লক ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। আন্দামান ও নিকোবর বেসিনও দেশের পরবর্তী হাইড্রোকার্বন সম্ভাবনার অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

কৌশলগত অংশীদারিত্ব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মধ্যে সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ১৯ জানুয়ারি ভারত সফরে আসেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত সফরে দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়...

ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শক্তি, প্রতিরক্ষা এবং উদ্ভাবন ক্ষেত্রে তাঁদের কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতাকে ক্রমাগত মজবুত করে চলেছে। ইউএই-র প্রেসিডেন্টের এই সফর শুধুমাত্র একটি প্রথামাফিক সফর নয়, পারস্পরিক সমৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে বন্ধনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে একটি নির্ণায়ক পদক্ষেপ। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব আরও বোঝা যায়, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে ইউএই-র প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাতে দিল্লি বিমানবন্দরে যান। এই সফর দুই দেশের শক্তিশালী বন্ধুত্বের প্রতিফলন। এই সম্পর্কের গভীরতা একটি ঘটনা থেকে আরও স্পষ্টভাবে ধরা দেয়, গত ১০ বছরের মধ্যে শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের এটি পঞ্চম এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৃতীয় ভারত সফর।

বৈঠকের পর ২০২২-এ সর্বাত্মক আর্থিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সিইপিএ) স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত বাণিজ্য ও আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ অগ্রগতি নিয়ে দুই নেতা যৌথ বিবৃতিকে স্বাগত জানান এবং ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পৌঁছয় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। দুই পক্ষের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উৎসাহ দেখে তাঁরা ২০৩২ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে দ্বিগুণ করে ২০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভারত-ইউএই বন্ধুত্বের দীর্ঘস্থায়ী প্রতীক হিসেবে দুই নেতা আবুধাবিতে একটি হাউস অফ ইন্ডিয়া গড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাসমূহ

- ভারতে একটি সুপারকম্পিউটিং ক্লাস্টার গড়ে তোলা হবে।
- লক্ষ্য হ'ল, ২০৩২ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে বাড়িয়ে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে যাওয়া।
- দ্বিপাক্ষিক অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে।
- ইউএই-র সংস্থাগুলির কার্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা – ফার্স্ট আবুধাবি ব্যাঙ্ক (এফএবি) এবং গুজরাটের গিফট সিটি'তে ডিপি ওয়ার্ল্ড।
- ডিজিটাল/ ডেটা দূতাবাস প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।
- আবুধাবিতে 'হাউস অফ ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা।
- যুব বিনিময় কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

সাংস্কৃতিক বোঝাপড়াকে আরও সুদৃঢ় করতে দুই দেশ মানুষে মানুষে পারস্পরিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে সহমত হয়েছে। শিক্ষাকে ভারত-ইউএই অংশীদারিত্বের প্রধান ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইউএই'তে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, দিল্লি এবং ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, আহমেদাবাদের ক্যাম্পাস চালুকে স্বাগত জানানো হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আরও বৃহত্তর সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, উদ্ভাবনের বিস্তার এবং স্কুল ও কলেজগুলিতে টিঙ্কারিং ল্যাবের ক্ষেত্রে সহযোগিতা।

শক্তির ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে মজবুত করার ব্যাপারে দুই নেতা সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভারতের শক্তি সুরক্ষায় ইউএই-র অবদানকেও তুলে ধরা হয়। বার্ষিক ০.৫ মিলিয়ন টন লিক্যুফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং এডিএনওসি গ্যাসের মধ্যে ১০ বছরের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা ২০২৮ থেকে শুরু হচ্ছে। দুই দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৌশলগত স্ব-শাসনের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। সুস্থায়ী ও বলিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে একটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস সহ যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, অর্থ, পরিকল্পনা, সহায়তা কিংবা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যে সব দেশ মদত দেয়, তাদের নিরাপদ আশ্রয় দেবে না কোনও পক্ষই। ●

২০২৬-এ ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকস্-এর সাফল্যের লক্ষ্যে পুরোপুরি সহায়তার কথা জানিয়েছে ইউএই। এর প্রত্যুত্তরে ভারত ২০২৬-এ ইউএন জল সম্মেলনে পুরোপুরি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, যা ২০২৬-এর শেষদিকে যৌথ সহযোগিতায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠান দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

"মাদার অফ অল ডিলস"

ভারত-ইইউ সম্পর্কে নতুন যুগের জন্য উদাত্ত আহ্বান

এমন একটা সময় যখন বিশ্ব অর্থনীতি অত্যন্ত উথালপাথালের সাক্ষী, সেই সময়ে ভারত এবং ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মধ্যে ইতিহাসের সর্ব বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থিরতা আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই ভারতের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। ভারত এবং ইইউ-এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়মিত বেড়ে চলেছে, ২০২৪-২৫-এ পৌঁছেছে ১১.৫ লক্ষ কোটি টাকায়। এই চুক্তি শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে আরও সুষ্ঠু এবং আরও প্রতিযোগিতামূখী করে তুলবে তাই নয়, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন, সরবরাহশৃঙ্খল এবং কর্মসংস্থানে নতুন সুযোগ এনে দেবে...

বিশ্বের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অনেক দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তি শুধুমাত্র ভারত এবং ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের ২০০ কোটি মানুষের উপকার করবে তাই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের উপরেও সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে। এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ইউরোপীয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনীয় কোস্তা এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েনের উপস্থিতিতে। এই চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের দুই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক শক্তি তাদের সম্পর্কে একটি নিশ্চিত অধ্যায় যুক্ত করলো।

ভারত-ইইউ এফটিএ অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত মৈত্রীকে শক্তিশালী করবে। ভারতীয় কৃষক এবং ছোট শিল্পের জন্য ইউরোপীয় বাজারে সহজে প্রবেশ করার সুযোগ এনে দেবে, উৎপাদন ক্ষেত্রে এটি নতুন সুযোগ তৈরি করবে, পরিষেবা ক্ষেত্রে সহযোগিতা শক্তিশালী করবে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে

এবং পেশাদার মেধা, ছাত্র-ছাত্রী এবং গবেষকদের যাতায়াত বৃদ্ধি করবে। এই চুক্তি বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনের প্রসার ঘটাবে। ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী, কর্মী এবং পেশাদারদের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে নতুন নতুন সুযোগ এনে দেবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে বসবাসকারী ৮,০০,০০০-এর বেশি ভারতীয় এখন সক্রিয়ভাবে এর উন্নয়নে অবদান রাখছে। বর্তমানে দুই পক্ষের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮০ বিলিয়ন ইউরো। তাদের মধ্যে সহযোগিতার নতুন দিক স্থাপিত হয়েছে, স্ট্র্যাটেজিক টেকনোলজি, ক্লিন এনার্জি এবং ডিজিটাল গভর্নেন্স থেকে উন্নয়ন অংশীদারিত্ব পর্যন্ত। আজ ভারত ইতিহাসে বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এটা আনন্দের সমাপতন যে, মাসের ২৭ তারিখে ভারত এই এফটিএ-তে প্রবেশ করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি সদস্য দেশের সঙ্গে। এই ঐতিহাসিক চুক্তি আমাদের কৃষক এবং ছোট উদ্যোগপতিদের ইউরোপের বাজারে সহজে প্রবেশ করার সুযোগ দেবে, উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি করবে এবং আমাদের পরিষেবা ক্ষেত্র জুড়ে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করবে। এছাড়াও এফটিএ ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে এবং উদ্ভাবনী অংশীদারিত্বকে লালন করবে। আন্তর্জাতিক সরবরাহশৃঙ্খলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি এই চুক্তি পারস্পরিক সমৃদ্ধির জন্য নতুন নীল নকশা হিসেবেও কাজ করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা সহযোগিতা যে কোনো কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভিত্তি, যা ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পন্ন করেছে। এই অংশীদারিত্ব সন্ত্রাস বিরোধী, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং সাইবার নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা গভীর করবে। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুই পক্ষের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রেরও প্রসার ঘটবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, দেশে দেশে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন ইতিহাস নিজেই ঘোষণা করে যে, এটাই সেই যেখানে দিক বদল হয়েছিল, এবং এটাই সেই যেখানে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। আজকের ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ঐতিহাসিক শিখর সম্মেলন সেইরকম এক মুহূর্তেরই প্রতিনিধি।

১০ বছরে দ্বিগুণ বাণিজ্য

ইউরোপীয় ইউনিয়ন অন্যতম ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। গত ১০ বছরে ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মধ্যে বাণিজ্য দ্বিগুণ হয়েছে, পৌঁছেছে ১৮০ বিলিয়ন ইউরোতে। ৬,০০০-এরও বেশি ইউরোপীয় কোম্পানি ভারতে কাজ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারত ১২০ বিলিয়ন ইউরোর বেশি লগ্নি করেছে। ১,৫০০ ভারতীয় কোম্পানি ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিদ্যমান, এবং ভারতীয় লগ্নি

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নজর তিনটি অগ্রাধিকারের উপর

প্রথম : বর্তমানে বিশ্বে বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং বিরল খনিজকে অস্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে। এইরকম প্রেক্ষাপটে আমাদের নির্ভরশীলতাকে ঝুঁকিহীন করতে একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয় : ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন দুই পক্ষই নজর দিয়েছে প্রতিরক্ষা শিল্প এবং অগ্রবর্তী প্রযুক্তির উপর। বিজনেস ফোরামে প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, টেলি কমিউনিকেশন এবং এআই-এর মতো ক্ষেত্রে বর্ধিত অংশীদারিত্বের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

তৃতীয় : দুই পক্ষের জন্যই দূষণহীন এবং সুস্থায়ী এক ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার। প্রতিটি ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণা এবং বিনিয়োগ বাড়ানো উচিত, গ্রিন হাইড্রোজেন থেকে সৌর শক্তি এবং স্মার্ট গ্রিড পর্যন্ত।

২২তম এফটিএ অংশীদার

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের ২২তম এফটিএ অংশীদার হয়েছে। ২০১৪ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে মরিশাস, আরব আমিরশাহী, ব্রিটেন, ইএফটিএ, ওমান এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। ২০২৫-এ ভারত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে ওমান এবং ব্রিটেনের সঙ্গে এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা করে।

আরও ভালো বাজারের সুবিধা

ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুটি বাজারের আর্থিক পরিমাণ ২০৯১.৬ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ব্যবসার মূল্য দ্বারা ভারতের রপ্তানির ৯০%-এর বেশির জন্য আরও ভালো বাজারের সুবিধা দেবে।

ইউরোপীয় বাজারে ভারতের প্রবেশ

- ভারত ইউরোপীয় বাজারে নিরাপদ পছন্দের প্রবেশ পেয়েছে শুল্কের ৯৭%-এর উপর, যা বিশেষ করে ব্যবসা মূল্যের ৯৯.৫%।
- অবিলম্বে শুল্ক ছাড়ের সুযোগ মিলবে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রের জন্য যেমন বস্ত্র, চর্ম ও জুতা, চা, কফি, মশলা, ক্রীড়া সামগ্রী, খেলনা এবং রত্ন। যা শুল্কের ক্ষেত্রে ৭০.৪%, ভারতীয় রপ্তানির ৯০.৭%।
- পুরোপুরি শুল্ক ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হবে ৩ এবং ৫ বছরে শুল্কের ২০.৩%-এর উপর, যা ভারতের রপ্তানির ২.৯%, নির্দিষ্ট কিছু সামুদ্রিক পণ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদির জন্য।
- বিশেষ ধরনের সুযোগ দেওয়া হবে শুল্কের ৬.১%-এর উপর, যা ভারতীয় রপ্তানির ৬%, কিছু নির্দিষ্ট পোলট্রি পণ্য, সংরক্ষিত আনাজ, বেকারি পণ্য ইত্যাদিতে। অথবা গাড়ি, ইস্পাত ইত্যাদির জন্য টিআরকিউ-গুলির মাধ্যমে।

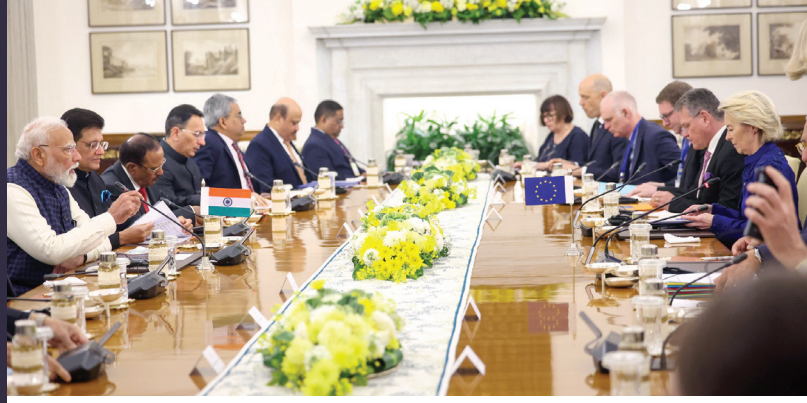

ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে অংশীদারিত্ব "বিশ্ব কল্যাণের জন্য অংশীদারিত্ব" তৈরি করে। আমরা ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় থেকে ক্যারিবিয়ান পর্যন্ত ত্রিপাক্ষিক প্রকল্পের প্রসার ঘটাবো, যার মাধ্যমে সুস্থায়ী কৃষি, দূষণহীন শক্তি এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য বাস্তব সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে। একসঙ্গে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে আইএমইসি করিডর স্থাপনে কাজ করবো।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সেখানে পৌঁছেছে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ইউরোয়।

পণ্য এবং পরিষেবায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য গত কয়েক বছরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০২৪-২৫-এ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ছিল ১১.৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ ৬.৪ লক্ষ কোটি টাকা এবং আমদানির পরিমাণ ৫.১ লক্ষ কোটি টাকা। ভারতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে আমদানির মধ্যে আছে যন্ত্রপাতি, পরিবহণ উপকরণ এবং রাসায়নিক, অন্যদিকে ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া দ্রব্যের মধ্যে আছে যন্ত্রপাতি, রায়াসনিক, বেস মেটাল, খনিজ দ্রব্য এবং বস্ত্র। ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে পরিষেবা ক্ষেত্রে বাণিজ্য ২০২৪-এ পৌঁছেছে ৭.২ লক্ষ কোটি টাকায়।

গুণ দিয়ে হৃদয় জয়; এর প্রভাব থাকে অনেক দিন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবধরনের উৎপাদকদের বলেছেন যে, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি দেশের শিল্প এবং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত উৎপাদকদের জন্য বড় বাজার খুলে দেবে। এখন পণ্য পৌঁছে যাবে বাজারে কম দামে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রথম এবং একমাত্র নীতি হল গুণমানের উপর নজর দেওয়া। বাজারে যান সবচেয়ে সেরা জিনিস নিয়ে। সেরা পণ্য দেওয়ার মাধ্যমে আপনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের ক্রেতাদের থেকে শুধু অর্থই উপার্জন করবেন না, বরং তাদের হৃদয় জয় করবেন গুণ দিয়ে, এর প্রভাব থাকে দীর্ঘদিন।

সমাজের সর্বাঙ্গীন অংশীদারিত্ব

ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে অংশীদারিত্বকে বর্ণনা করা হয়েছে "সর্বাঙ্গীণ সমাজের অংশীদারিত্ব" হিসেবে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে মনে এই ভাবনা নিয়ে। এটি ভারতের শ্রমনিবিড় পণ্যের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে ঢোকা সহজ করে দেবে। এর মধ্যে আছে বস্ত্র, রত্ন ও গহনা, মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য। ফল, আনাজ, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং সমুদ্রজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে দেশের কৃষক, মৎস্যজীবী এবং পরিষেবা ক্ষেত্র সরাসরি উপকৃত হবে। তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা, চিরাচরিত ওষুধ এবং বাণিজ্য পরিষেবাও উপকৃত হবে। ●

Narendra Modi
@narendramodi

The Union Budget reflects the aspirations of 140 crore Indians. It strengthens the reform journey and charts a clear roadmap for Viksit Bharat.

#ViksitBharatBudget

Rajnath Singh
@rajnathsingh

Under the visionary leadership of PM Shri @narendramodi, India's journey towards a Viksit Bharat continues to gather momentum. In this spirit, I congratulate Finance Minister Smt. @nsitharaman, for presenting a budget that seeks to "transform aspiration into achievement" and "potential into performance". This "Yuva Shakti–driven Budget" will further strengthen PM Modi's vision of an Aatmanirbhar and Viksit Bharat.

Amit Shah
@AmitShah

बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है, जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। #ViksitBharatBudget एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है, जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

#UnionBudget2026 outlines a decisive roadmap centred on farmers, youth, and MSMEs, strengthening the foundations of inclusive growth, innovation, and capital investment as India progresses towards #ViksitBharat2047.

Shivraj Singh Cho...
@ChouhanShivraj

वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी द्वारा प्रस्तुत बजट अमृत काल का वह अमृत-कलश है, जिससे समृद्धि की सरिता बहेगी और विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि होगी।

यह बजट अर्थ से सामर्थ्य तक, अंत्योदय से अभ्युदय तक और साधन से समाधान तक की एक स्वर्णिम यात्रा है। इससे खेतों में हरियाली, खलिहानों में खुशहाली और हर चेहरे पर लाली आएगी।

Manohar Lal
@mlkhattar

यह विकसित भारत के संकल्प का विजिनरी बजट है...

देश के संसाधनों, सामर्थ्य और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए Ease of Doing Business और Ease of Living की दिशा में चलकर लोगों के जीवन को सरल, सहज और समृद्ध करने वाला बजट है।

Budget to give new speed to India 'Reforms Express': PM

PM Narendra Modi speaks on the Union Budget 2026 on Sunday.

Centre gives ₹10,000 crore push to desi container manufacturing

TIMELY SUPPORT. Scheme is aimed at creating a globally competitive ecosystem

Focus on AI, quantum tech as India, EU look to enhance ties

Trade pact may allow duty-free access to 90% of Indian goods

Teachings of Guru Ravidas inspired Viksit Bharat: PM

Modi renames Adampur airport after Dera Sachkhand Ballan patron

BJP aims to cut into traditional bases of Cong, AAP

India gets Ramsar tag for 2 wetlands in Guj, UP

NEW DELHI, JANUARY 31

The wetlands in Kutch in Gujarat and Etah in Uttar Pradesh have been recognised as Ramsar sites, marking the unique ecosystems for conservation under a global framework.

PM Narendra Modi congratulated the local population and those passionate about wetland conservation for the designation of Patna Bird Sanctuary in Etah and Chhari-Dhand in Kutch as Ramsar sites. "Delighted that the Patna Bird Sanctuary in Etah and Chhari-Dhand in Kutch are Ramsar sites," Modi said in a post on X.

The designation of these two sites under the Ramsar Convention takes the total number of such wetlands in India to 98.

Environment Minister Bhupendra Yadav also congratulated UP and Gujarat, and the wetland community, on the two new additions. — PTI

'Successful India makes world more stable'

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The presence of European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa at the Republic Day celebrations emphasises the growing strength of the India-European Union (EU) partnership and will deepen bilateral cooperation across sectors, Prime Minister Narendra Modi said on Monday.

Von der Leyen, who has said that India and the EU are coming together to provide an alternative to a "fractured world", remarked on social media that it was "the honour of a lifetime" for her and Costa to be chief guests at the Republic Day parade. "A successful India makes the world more stable, prosperous and secure. And we all benefit," she said.

Top EU leaders Ursula von der Leyen and Antonio Costa during the R-Day parade. PTI

This is only the second time that India has invited the leaders of a bloc – after Asean in 2018 – to be chief guests at the annual display of the country's military might.

The EU leaders will join Modi on Tuesday for the India-EU Summit that is expected to produce a shared vision for navigating the geo-economic churn sparked by the trade and security policies of the Trump administration.

Modi wrote on social media that India was privileged to host Costa and Von der Leyen at the Republic Day celebrations and their "presence underscores the growing strength of the India-European Union partnership and our commitment to shared values".

He added, "The visit will add momentum to the deepening engagement and cooperation between India and Europe across diverse sectors."

Europe and India, as the world's largest democracies, are committed to work together to "shape a new global order", Von der Leyen added on social media.

A contingent consisting of EU military staff and the EU naval operations Atalanta and Aspides participated in the Republic Day parade, marking the first such engagement outside Europe.

Von der Leyen said this display of the flags of the EU military staff and the maritime missions was a "powerful symbol of our deepening security cooperation".

This, she added, will culminate with the signing of the Security and Defence Partnership on Tuesday.

Costa and Von der Leyen also attended the "At Home" reception hosted by President Droupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan.

From $70b to $140b Vaishnaw Sees Surge in AI Infra Investments

Says India AI Mission 2.0 rollout in 5-6 months; 500 universities to get AI labs

Post Sindoor, major boost for defence

With the highest-ever outlay of ₹7.85 lakh crore, Budget underlines resolve to upgrade military capabilities to global standards, with a strategic emphasis on self-reliance; capex allocation up 22% to ₹2.19 lakh crore, and 75% of it will be spent on domestic procurement

Govt chips in with ₹40,000-cr outlay

Mission 2.0 to focus on producing equipment, designing Indian IP & fortifying supply chains

বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠান

সাক্ষী বিজয় চক

ঐতিহ্য, শৌর্য ও প্রযুক্তির সঙ্গম

বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠান আয়োজিত হল ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬-এর সন্ধ্যায় নতুন দিল্লির বিজয় চকে, ভারতীয় সুরের মূর্ছনা এবং জওয়ানদের ছন্দোবদ্ধ কুচকাওয়াজের অনুপম প্রদর্শনের সঙ্গে জাগিয়ে তুললো এক গর্বের অনুভূতি। এই অনুষ্ঠান জোরালোভাবে তুলে ধরলো অপারেশন সিঁদুর, 'বন্দে মাতরম'-এর সার্ধশত বার্ষিকী, ভারতীয় মহিলাদের ক্রিকেট সাফল্য, অ্যাশনে ড্রোন, ভৈরব ব্যাটেলিয়ন এবং প্রাচীন 'গরুড় ব্যূহ' রণসজ্জাকে। এই বিটিং রিট্রিট কুচকাওয়াজ ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপনের সমাপ্তির পরিচায়ক এবং ছিল আমাদের সমৃদ্ধ সামরিক ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী প্রদর্শন...

সম্পূর্ণ বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠান দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

এমন এক সময় যখন আমরা বন্দে মাতরম-এর সার্ধশত বার্ষিকী উদযাপন করছি, তখন ২০২৬-এর বিটিং রিট্রিটে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রদর্শন বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 FEBRUARY 16-28, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: February 05,2026 Pages-64)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHED:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003